বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

নং প্রকা/শানিব্যউবি-১(০৪)/২০২৩-২০২৪/১৭৫ তারিখ ঃ ০৭ আগস্ট ২০২৩

মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয় ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বিষয় ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি ঋণ বিভাগ এর ০৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০২ এর মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি জারী করা হয়েছে। সার্কুলারটি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর ওয়েব সাইটে আপলোড করা আছে। কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির নির্দেশনা ও ঋণ নিয়মাচার যথাযথ অনুসরণপূর্বক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ঋণ বিতরণ কর্মসূচী সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০২। উক্ত সার্কুলারটি বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর ওয়েব সাইট (Notice/Circular) হতে ডাউনলোড করে প্রিন্ট কপি সংরক্ষণপূর্বক বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। শাখা কর্তৃক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণে উপরোক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন/অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় নিশ্চিত করবেন। উল্লেখ্য, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ০১ জুলাই ২০২৩ তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক। অনুমোদনক্রমে,

আপনার বিশ্বস্ত,

০৭/০৮/২০২৩

(মোহাঃ খালেদুজ্জামান)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ

প্রকা/শানিব্যউবি-১(০৪)/২০২৩-২০২৪/১৭৫ তারিখ ঃ ০৭ আগস্ট ২০২৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চিফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিসহ পত্রটি ওয়েব-সাইটে আপলোড করার জন্য আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৫। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৬। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। নথি/মহানথি।

০৭.০৮.২৩

(কে. এম. হাবিব-উন-নবী)
উপমহাব্যবস্থাপক

C:\Users\BCBD2\Dropbox\BCBD\Operation\Operation Letter.doc

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি

Agricultural & Rural Credit Policy and Program for the FY 2023-2024

বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি
Agricultural & Rural Credit Policy and Program for the FY 2023-2024

কৃষি ঋণ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

প্রধান উপদেষ্টা
আব্দুর রউফ তালুকদার, গভর্নর

উপদেষ্টাবৃন্দ
এ, কে, এম সাজেদুর রহমান খান, ডেপুটি গভর্নর
মোঃ নূরুল আমীন, নির্বাহী পরিচালক
কানিজ ফাতেমা, পরিচালক (এসিডি)
দেবাশীষ সরকার, পরিচালক (এসিডি)
মোঃ আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক (এসিডি-পিআরএল ভোগরত)

সম্পাদনা
ড. মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, অতিরিক্ত পরিচালক
কে. সুরঞ্জিত, যুগ্মপরিচালক
মোঃ হাসান চিশতী, যুগ্মপরিচালক
লতিফা আক্তার, উপপরিচালক
এম. আর. এইচ. রকি, সহকারী পরিচালক

কৃতজ্ঞতা
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

প্রচ্ছদ
ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক

ডিসক্লেইমার
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
www.bb.org.bd

কৃষি ঋণ বিভাগ

২২ শ্রাবণ, ১৪৩০
তারিখ ঃ ------------------
০৬ আগস্ট, ২০২৩

এসিডি সার্কুলার নং-০২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ও
বিআরডিবি।

প্রিয় মহোদয়,

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Program
for the Fiscal Year 2023-2024.

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এতদ্‌সঙ্গে সংযোজিত হলো।

উক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে স্ব-স্ব ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় খাত/উপ-খাত ভিত্তিক সকল জেলাওয়ারী, শাখাওয়ারী ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) ভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিস্তারিত তথ্য আগামী ৩১ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

এ নীতিমালা ও কর্মসূচি ০১ জুলাই, ২০২৩ তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

সংযোজনী ঃ ০১ থেকে ৯৫ পৃষ্ঠা ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(কানিজ ফাতেমা)
পরিচালক (এসিডি)
ফোনঃ ৯৩৫০১৩৮

সূচিপত্র

সূচিপত্র vi
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ x
১. ভূমিকা ১
১.১। পটভূমি ১
১.২। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র বাস্তবায়ন ১
১.৩। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২
১.৪। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র বাস্তবায়ন পদ্ধতি ২
২. কৃষি ঋণের সাধারণ নীতিমালা ৪
২.১ কৃষি ঋণ বিতরণ পদ্ধতি ৪
২.১.১। ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণ ৪
২.১.২। ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা ৪
২.১.৩। দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ ৪
২.১.৪। আবেদন ফরম সহজীকরণ ৪
২.১.৫। আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তিস্বীকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৫
২.১.৬। আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জ ৫
২.১.৭। কৃষি ঋণের সুদহার ৫
২.১.৮। কৃষি ঋণের প্রধান খাত/উপখাতসমূহ ৬
২.১.৯। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ৬
২.১.১০। সিআইবি রিপোর্টিং ও সিআইবি অনুসন্ধান ৬
২.১.১১। জামানত ৬
২.১.১২। ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা ৬
২.১.১৩। কৃষি ঋণ পাশ বই ৬
২.১.১৪। তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ ৭
২.১.১৫। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ ৭
২.১.১৬। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন (Contract Farming)-ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ ৮
২.১.১৭। এমএফআই/এনজিও লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ ৯
২.১.১৮। এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার ১১
২.১.১৯। কৃষি ঋণ বিতরণে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ ১১
২.১.২০। কৃষকদের ১০ টাকার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ ১১
২.১.২১। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় লোকবল নিয়োগ ১১
২.১.২২। পৃথক কৃষি ঋণ বিভাগ/সেল গঠন ১২
২.১.২৩। কৃষি ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রচার ১২
২.১.২৪। অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ ১২
২.১.২৫। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ ১২
২.১.২৬। সফল কৃষকদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ ১২
২.১.২৭। কৃষি ও কৃষি বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের ঋণ বিতরণ ১৩
২.১.২৮। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ ১৩
২.১.২৯। কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ১৩
২.২। 'বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)' পরিচালনা ১৩
২.৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং ১৪
২.৩.১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং ১৪
২.৩.২। তফসিলি ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং ১৫
২.৩.৪। কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানানোর মাধ্যম/উপায় ১৫

২.৩.৫। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্থাপিত ‘গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র’-এর সহায়তা গ্রহণ ১৫
২.৩.৬। জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কর্তৃক মনিটরিং........ ১৬
২.৪। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় ১৮
২.৪.১। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব........ ১৮
২.৪.২। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা ১৮
২.৪.৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ১৮
২.৪.৪। সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা হ্রাসকরণ এবং অনাদায়ী কৃষি ঋণ আদায়ে বিকল্প উপায়/পদ্ধতি ১৮
২.৫। কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা ১৯
২.৬। সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ........ ১৯
২.৭। তথ্য বিবরণী সরবরাহ........ ১৯
২.৮। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রণোদনা ২০
২.৯। ব্যাংকসমূহের নিজস্ব কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ২০
৩. কৃষি ঋণের খাতওয়ারি নীতিমালা........ ২১
৩.১ শস্য ও ফসল খাতে কৃষি ঋণ নীতিমালা........ ২১
৩.১.১। শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণ ২১
৩.১.২। ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ ২১
৩.১.৩। ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে ঋণ বিতরণ ২১
৩.১.৪। মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষ ২১
৩.১.৫। শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification)........ ২১
৩.১.৬। আবর্তনশীল শস্যঋণ সীমা পদ্ধতি ২১
৩.১.৭। উচ্চমূল্য ফসল (High value crops) খাতে ঋণ বিতরণ........ ২২
৩.১.৮। টিস্যু কালচার খাতে ঋণ বিতরণ........ ২২
৩.১.৯। পাট চাষ খাতে ঋণ বিতরণ........ ২২
৩.১.১০। ওয়েলপাম চাষে ঋণ বিতরণ........ ২২
৩.১.১১। আম, লিচু ও পেয়ারা চাষে ঋণ বিতরণ........ ২২
৩.১.১২। অমৌসুমি সবজি/ফল চাষে ঋণ বিতরণ ২৩
৩.১.১৩। ঘৃত কুমারী (Aloe Vera) চাষে ঋণ বিতরণ........ ২৩
৩.১.১৪। ড্রাগন ফল চাষে ঋণ বিতরণ........ ২৩
৩.১.১৫। চা চাষে (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ঋণ বিতরণ ২৩
৩.১.১৬। ছাদকৃষিতে অর্থায়ন........ ২৩
৩.১.১৭। বিশেষ/অগ্রাধিকার ফসলের জন্য রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণ ২৪
৩.১.১৮। পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণ ২৫
৩.১.১৯। মধু চাষের জন্য ঋণ বিতরণ ২৬
৩.১.২০। মাশরুম চাষের জন্য ঋণ বিতরণ........ ২৬
৩.১.২১। নেপিয়ার ঘাস চাষে ঋণ বিতরণ........ ২৬
৩.১.২২। রেশম চাষে ঋণ বিতরণ........ ২৬
৩.১.২৩। তুলা চাষে ঋণ বিতরণ........ ২৬
৩.১.২৪। কাজু বাদাম চাষে ঋণ বিতরণ ২৬
৩.১.২৫। রাম্বুটান চাষে ঋণ বিতরণ........ ২৭
৩.১.২৬। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদে ঋণ বিতরণ ২৭
৩.২ মৎস্য খাতে কৃষি ঋণ নীতিমালা ২৭
৩.২.১। মৎস্য চাষে ঋণ বিতরণ ২৭
৩.২.২। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ বিতরণ........ ২৭
৩.২.৩। জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে মৎস্য চাষে ঋণ বিতরণ........ ২৮
৩.২.৪। খাঁচায় মাছ চাষে ঋণ বিতরণ........ ২৮
৩.২.৫। উপকূলীয় একোয়াকালচার খাতে ঋণ বিতরণ........ ২৮

৩.২.৬। পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ বিতরণ....২৮
৩.২.৭। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ বিতরণ....২৮
৩.২.৮। ভেনামি চিংড়ি, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষে ঋণ বিতরণ....২৯
৩.৩ প্রাণিসম্পদ খাতে কৃষি ঋণ নীতিমালা....২৯
৩.৩.১। প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ....২৯
৩.৩.২। গবাদি পশু....২৯
৩.৩.৩। পোলট্রি খাত....২৯
৩.৩.৪। টার্কি পাখি পালনে ঋণ বিতরণ....৩০
৩.৪ কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি খাত....৩০
৩.৪.১। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ বিতরণ....৩০
৩.৪.২। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণ....৩১
৩.৪.৩। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়ে ঋণ বিতরণ....৩১
৩.৪.৪। কৃষিতে সৌর শক্তির ব্যবহার....৩১
৩.৪.৫। কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণ বিতরণ....৩১
৩.৫। সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কৃষি ঋণ নীতিমালা....৩২
৩.৬ পল্লী ঋণ নীতিমালা....৩২
৩.৬.১। গ্রামীণ অর্থায়ন....৩২
৩.৬.২। তাঁত শিল্পে অর্থায়ন....৩৩
৩.৭ অন্যান্য....৩৩
৩.৭.১। রেয়াতি সুদহারে লবণ চাষিদেরকে ঋণ বিতরণ....৩৩
৩.৭.২। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে ঋণ বিতরণ....৩৩
৩.৭.৩। শস্য/ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান....৩৩
৩.৭.৪। নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান....৩৪
৩.৮। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা....৩৪
৪. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প এবং পুনঃঅর্থায়ন স্কিমসমূহ....৩৬
৪.১ । কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সহায়ক কার্যক্রম....৩৬
৪.২। এডিবি'র অর্থায়নে পরিচালিত কৃষি ও গ্রামীণ সহায়ক কার্যক্রম....৩৬
৪.২.১। দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প/Second Crop Diversification Project (SCDP)....৩৬
৪.৩ । JICA অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি....৩৬
৪.৩.১। Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project (SMAP)....৩৬
৪.৪। সরকারের এটুআই ও অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'কৃষি ও পল্লী ঋণ সহজীকরণ' প্রকল্প....৩৭
৪.৫। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কৃষি খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমসমূহ....৩৭
৪.৫.১। পাট খাতে ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম....৩৭
৪.৫.২। দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম....৩৭
৪.৫.৩। 'ঘরে ফেরা' বিষয়ক ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম....৩৮
৪.৫.৪। গম ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম....৩৮
৪.৫.৫। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম....৩৮
৫. দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে কৃষি খাতের গুরুত্ব: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা....৩৯
পরিশিষ্ট-ক: বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঃ খাত/উপখাত....৪০
পরিশিষ্ট-খ: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা....৪১
পরিশিষ্ট-গ: কেঁচো কম্পোস্ট সার (Vermicompost) উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার....৪২
পরিশিষ্ট-ঘ: স্বল্পমেয়াদি কৃষি (ফসল) ঋণ/বিনিয়োগের নমুনা আবেদন পত্র....৪৩
পরিশিষ্ট-ঙ: ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার....৪৬
পরিশিষ্ট-চ: ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচিঃ ১৪৩০-১৪৩১বাং/২০২৩-২০২৪ইং....৫৪

পরিশিষ্ট-ছ: ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচারঃ ১৪৩০-১৪৩১ বাং/২০২৩-২০২৪ ইং........৬৫
পরিশিষ্ট -জ: ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ১৪৩০-১৪৩১ বাং/২০২৩-২০২৪ ইং........৭১
পরিশিষ্ট -ঝ: ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচিঃ১৪৩০-১৪৩১বাং/২০২৩-২০২৪ইং........৭৩
পরিশিষ্ট -ঞঃ নেপিয়ার ঘাস উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার........৭৫
পরিশিষ্ট -ট: এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের মাসিক বিবরণী........৭৬
পরিশিষ্ট- ঠ/১: ব্রয়লার মুরগি (মাংস উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ নিয়মাচার........৭৭
পরিশিষ্ট-ঠ/২: লেয়ার মুরগি (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ নিয়মাচার (খাঁচা পদ্ধতিতে)........৭৮
পরিশিষ্ট- ঠ/৩: ১০০০টি তিতির পালনের (মেঝে পদ্ধতিতে) জন্য ঋণ নিয়মাচার........৭৯
পরিশিষ্ট-ঠ/৪: ১০০০টি সোনালি মুরগি পালনের জন্য ঋণ নিয়মাচার........৮০
পরিশিষ্ট-ঠ/৫: ১০০০টি টার্কি পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার........৮১
পরিশিষ্ট-ঠ/৬: ১০০০টি হাঁস (মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার........৮২
পরিশিষ্ট- ঠ/৭: ৫০টি ভেড়া পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)........৮৩
পরিশিষ্ট-ঠ/৮: ৫০টি ছাগল পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)........৮৪
পরিশিষ্ট- ঠ/৯: ২০টি গরু মোটাতাজাকরণের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)........৮৫
পরিশিষ্ট-ঠ/১০: ২০টি গাভী লালন পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার(৩ বছরের জন্য)........৮৬
পরিশিষ্ট-ঠ/১১: ২০টি গয়াল পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)........৮৭
পরিশিষ্ট- ঠ/১২: ৫০টি গাড়ল পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)........৮৮
পরিশিষ্ট- ঠ/১৩: ২০টি মহিষ লালন পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৩ বছরের জন্য)........৮৯
পরিশিষ্ট- ড/১: মৎস্য উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচারঃ ১৪৩০-১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২০২৩-২০২৪ খ্রি.........৯০
পরিশিষ্ট-ড/২: বাগদা চাষ এবং গলদা চাষ এর উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচার........৯১
পরিশিষ্ট-ঢ: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচারঃ ১৪৩০-১৪৩১ বাং/২০২৩-২০২৪ইং........৯২
পরিশিষ্ট-ণ: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের পঞ্জিকা ১৪৩০-১৪৩১বাং/২০২৩-২০২৪ইং........৯৪
পরিশিষ্ট-ত: ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কোনো একক গ্রাহককে ১.০০(এক)কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব (অর্থবছর ভিত্তিক) কৃষি ও পল্লী ঋণের বিবরণী........৯৫

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

কৃষি খাতে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরেও বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ দেশের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। নীতিমালাটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ, কৃষির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দপ্তর ও অংশীজনদের মতামত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন, জাতীয় কৃষিনীতি এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

দেশে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈশ্বিক কারণে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কৃষি খাতে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩৫,০০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ১৩.৬০% বেশি। উল্লেখ্য, গত অর্থবছরে নির্ধারিত ৩০,৮১১ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ৩২,৮২৯.৮৯ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বিতরণকৃত ২৮,৮৩৪.২১ কোটি হতে ৩,৯৯৫.৬৮ কোটি টাকা বা ১৩.৮৬% বেশি। কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতায় স্বল্প সুদে পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকসমূহকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০% কৃষি ও পল্লী ঋণ নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এবং আবশ্যিকভাবে উক্ত লক্ষ্যমাত্রার ৬০% শস্য ও ফসল খাতে, ১৩% মৎস্য খাতে এবং ১৫% প্রাণিসম্পদ খাতে বিতরণ করতে হবে।

ব্যাংকসমূহের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার অনর্জিত অংশ কৃষি খাতেই বিনিয়োগের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)' নামে একটি ফান্ড গঠন করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ ব্যাংকসমূহের অনর্জিত অংশ এ ফান্ডে জমা করা হবে এবং জমাকৃত অর্থের বিপরীতে তাদেরকে ২% হারে সুদ প্রদান করা হবে। এই কমন ফান্ডে জমাকৃত অর্থ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারী ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ১৯ জুন ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং-০৯ এর নির্দেশনা অনুযায়ী SMART এর সাথে সর্বোচ্চ ২% মার্জিন যোগ করে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ করা হবে এবং মেয়াদ শেষে তহবিল ব্যবহারকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংককে ২% সুদসহ আসল পরিশোধ করবে।

কোভিড-১৯ অতিমারি উত্তর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কৃষি খাতের গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে আমদানি নির্ভর ফসল উৎপাদনে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আমদানি বিকল্প ফসলসমূহে ৪% রেয়াতি সুদহারে কৃষি ঋণ বিতরণ অব্যাহত আছে। এছাড়া কৃষির প্রধান প্রধান খাতসমূহে স্বল্পসুদে (৪% হারে) ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি এবং গম ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর সময় দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গঠিত 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির আওতায় ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চলমান রয়েছে। এসকল পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় এ অর্থবছরেও কৃষি ঋণ বিতরণ অব্যাহত থাকবে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট স্বল্প সুদে ঋণ প্রবাহ পৌঁছাতে সহায়ক হবে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ অর্থায়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনেও এ নীতিমালা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

১. ভূমিকা

১.১। পটভূমি

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষিনির্ভর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র প্রভিশনাল হিসাবানুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান ১১.৩৮%। শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কৃষি খাতের পরোক্ষ অবদান রয়েছে। এছাড়া লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২২ অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমজীবীর ৪৫.৩৩% প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এমনকি পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায়ও কৃষির ভূমিকা অপরিসীম। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার বিকল্প নেই। দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির চলমান অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের কৃষিবান্ধব নীতিমালা ও উদ্যোগের ফলে দেশ এখন খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষি খাতের উন্নয়নের কারণে দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের বিস্তৃত গ্রাম বাংলার জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠনে কৃষি খাত সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে কৃষি খাতে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ প্রতি অর্থবছরে দেশের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে।

১.২। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র বাস্তবায়ন

কৃষি ঋণের পরিধি বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, পল্লী অঞ্চলে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থায়নের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার, দারিদ্র্য বিমোচন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে উজ্জীবিত রাখার নিমিত্ত সদ্যসমাপ্ত অর্থবছরে ৩০,৮১১ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত) নির্ধারণ করা হয়। শস্য ও ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতসহ কৃষির অন্যান্য খাত/উপখাত ও পল্লী অঞ্চলে আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ড এবং দারিদ্র্য বিমোচন খাতে এ নীতিমালার আওতায় ঋণ বিতরণ করা হয়।

সদ্যসমাপ্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ০৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ০২ বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪০টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ০৮টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক মোট ৩২,৮২৯.৮৯ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ১০৬.৫৫ শতাংশ। ঋণ বিতরণের এ পরিমাণ পূর্ববর্তী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের তুলনায় ৩,৯৯৫.৬৮ কোটি টাকা (১৩.৮৬ শতাংশ) বেশি। এছাড়া বিআরডিবি কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১,৫৩৬.১৬ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে । উল্লেখ্য যে, বেশ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শতভাগ ঋণ বিতরণ করেছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৩৬,১৮,৫৪৫ জন কৃষক কৃষি ও পল্লী ঋণ পেয়েছেন, যার মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ও এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে ১৮,৮১,৯৩৩ জন নারী বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ১২,৭৫২.৪৬ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত মোট ১৭,৫৪৮টি প্রকাশ্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১,১৬,৮৫৮ জন কৃষকের মাঝে প্রায় ১,০৪৯.৭১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৭,৩৬,০৮৭ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ২২,৪০২.১৫ কোটি টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চর, হাওর প্রভৃতি অনগ্রসর এলাকার ৩,৪৪৯ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ১৮.০৯ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষকদের জন্য রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসহ অন্যান্য তফসিলি ব্যাংকসমূহে মাত্র ১০ টাকায় খোলা ১,০০,২২,৯৭৩ ব্যাংক হিসাব চালু রয়েছে (মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত)। এসব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি ছাড়াও কৃষি ঋণ বিতরণ, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, রেমিট্যান্স জমা ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এই ব্যাংক হিসাবসমূহ স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিত তদারকি করছে।

আমদানি বিকল্প নির্দিষ্ট কিছু ফসলে (যেমন: ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাপক প্রচারণার ফলে কৃষকদের মাঝে এ জাতীয় ফসল চাষ করার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এই

খাতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রায় ২০৭.০৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে স্থানীয়ভাবে এসব ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাজারেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫১.১৭ কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় প্রায় ২১,৯৩৭ জন উপজাতি কৃষকের মাঝে মাত্র ৫% সুদহারে ১০৯.৩২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

১.৩। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কৃষকবান্ধব ও দারিদ্র্য বিমোচনে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা এ নীতিমালার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে গত অর্থবছরের নীতিমালার প্রধান প্রধান বিষয় ঠিক রেখে চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩৫,০০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-'খ')। উল্লেখ্য, এ নীতিমালায় বেশকিছু নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে যেমন: ছাদকৃষিতে অর্থায়ন, নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণের হার ৫০ শতাংশে বৃদ্ধি, কৃষি ও পল্লী ঋণের পরিধি ও আওতা বৃদ্ধি, কতিপয় নতুন শস্য ও ফসলের ঋণ নিয়মাচার অন্তর্ভুক্তি, মৎস্যসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে নতুন উপখাত সংযোজন, ঋণ নিয়মাচারে একর প্রতি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, ঋণ পরিশোধের সময়সীমা যৌক্তিকীকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে ব্যাংকসমূহের করণীয় সম্পর্কে এ নীতিমালায় বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। নীতিমালাটি কৃষির কাঙ্খিত উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকদের অনুকূলে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে দেশের অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত অবদান রাখবে।

সরকারের রাজস্বনীতিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োপযোগী মুদ্রানীতি এবং কৃষি খাতে প্রণোদনামূলক পুন:অর্থায়ন স্কিম চালুর ফলে বিগত বছরগুলোতে এবং কোভিড-১৯ অতিমারি উত্তর চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব সত্ত্বেও সাম্প্রতিক অর্থবছরে জিডিপি'র কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বৈশ্বিক কারণে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চলতি অর্থবছরের নতুন মুদ্রানীতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে নিত্যপণ্যের বাজারমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত এ খাতে প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু রয়েছে। কৃষির অগ্রাধিকার খাতে বিশেষ করে আমদানি বিকল্প শস্য খাতে ৪% রেয়াতি সুদহারে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ফলে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। দেশের শিল্প-কারখানা প্রসারের কারণে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও উন্নত কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং এর সদ্ব্যবহার বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ সরবরাহ এবং সর্বোপরি কৃষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের কৃষি পণ্য উৎপাদনে ধারাবাহিক বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে চা, পাট, হিমায়িত মাছ, সবজি, ফল, ইত্যাদি কৃষি পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতেও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবহিকতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি খাতের পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক হবে।

১.৪। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র বাস্তবায়ন পদ্ধতি

কৃষি ও পল্লী ঋণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নীট ঋণ ও অগ্রিমের প্রায় ২.৫০ শতাংশ হারে হিসাবায়ন করে চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) কোটি টাকা (পরিশিষ্ট-'খ') নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এ পরিমাণ প্রায় ১৩.৬০ শতাংশ বেশী। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করে ব্যাংকসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। ব্যাংকসমূহের লক্ষ্যমাত্রার বাইরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) তাদের নিজস্ব অর্থায়নে যথাক্রমে ২৬ কোটি ও ১,৪২৩.০৮ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নেটওয়ার্ক (শাখা, উপশাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং, দলবদ্ধ ঋণ বিতরণ) এবং ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজ ব্যবহার করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০% হতে হবে।

কৃষি খাতকে টেকসই ও সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি খাতকে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। কোভিড-১৯ অতিমারি উত্তর বৈশ্বিক সঙ্কট এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কৃষি ফসলের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে আমদানি বিকল্প ফসলসমূহে ঋণ বিতরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ উদ্যোগ চলমান রয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকায়ন এবং কৃষি প্রযুক্তি খাতে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দেশের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক এবং বর্গাচাষিদের নিকট বিনিয়োগযোগ্য পর্যাপ্ত তহবিল না থাকায় এ সকল কৃষকের নিকট প্রয়োজনীয় ঋণ পৌঁছে দেওয়ার জন্যও বাংলাদেশ ব্যাংক সচেষ্ট রয়েছে। ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে স্বল্পসুদে, যথাসময়ে, স্বচ্ছপ্রক্রিয়ায় ও হয়রানিমুক্ত ঋণ বিতরণের নির্দেশনা রয়েছে। গ্রামীণ অঞ্চলে ব্যাংকিং আর্থিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শহর ও গ্রাম অঞ্চলে ব্যাংকসমূহের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে ১ঃ১ অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছে। যে সব এলাকায় ব্যাংকের কোনো শাখা নেই, সে সব এলাকায় ব্যাংকের উপশাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র আওতায় প্রধানত কৃষির উৎপাদন খাত/উপখাতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। ঋণ বিতরণের সাথে জড়িত ব্যাংক, এমএফআই/এনজিও, কৃষক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে কৃষি ঋণের সাধারণ নীতিমালা, কৃষির খাত/উপখাতের বিশেষ নীতিমালা, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত কৃষি ঋণের বিভিন্ন প্রকল্প এবং পুন:অর্থায়ন স্কিমের জন্য পরিপালনীয় নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে যা এই বইয়ের পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. কৃষি ঋণের সাধারণ নীতিমালা

২.১ কৃষি ঋণ বিতরণ পদ্ধতি

২.১.১। ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণ

কৃষি ঋণ গ্রহীতাকে অবশ্যই কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রকৃত কৃষক হতে হবে। ঋণ আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র ও কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যাবে। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের বিপরীতে ১০ টাকায় খোলা ব্যাংক হিসাবধারী কৃষকদের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাশ বইয়ের ভিত্তিতেই প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যাবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড না থাকলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যক্তির প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতেও প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যাবে।

কৃষি ঋণ বিতরণের পরিধি একই কৃষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নতুন কৃষককে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। যৌক্তিক বিবেচনায় একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা যাবে। [বি.দ্র.: এসিডি সার্কুলার লেটার নং-১; তারিখ: ০১ জানুয়ারী ২০২৩]

২.১.২। ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা

কৃষি কাজে নিয়োজিত প্রকৃত কৃষক কৃষি ঋণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এছাড়া পল্লী অঞ্চলে আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে জড়িতরাও সংশ্লিষ্ট খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক, বর্গাচাষি এবং অন্যান্য কৃষকদেরকে সহজ পদ্ধতিতে একক/দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে ঋণখেলাপি কৃষক কৃষি ঋণ পাবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২.১.৩। দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ

এই নীতিমালার আওতায় শুধুমাত্র শস্য ঋণের জন্য দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক কৃষকদের এলাকা ও আবাদযোগ্য জমি পরিদর্শন করে ৫ থেকে ১৫ জন কৃষকের একটি দল গঠন করবে। তবে কৃষকদের এরূপ দল ইতোমধ্যে বিদ্যমান থাকলে ব্যাংক প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করে দল নির্বাচন করতে পারবে। দলের সদস্যদের সাথে আলোচনাক্রমে ব্যাংক একজন দলনেতা এবং একজন উপ-দলনেতা নির্বাচন করবে। কৃষকদলের সকল সদস্য পৃথকভাবে ব্যাংকের নির্দিষ্ট ঋণ আবেদনপত্র (পরিশিষ্ট-'ঘ') মোতাবেক শস্য ঋণের আবেদন করবেন। উপ-দলনেতা এবং অন্যান্য সদস্যদের ঋণ আবেদনপত্রে জামিনদার হিসেবে দলনেতা এবং দলনেতার ঋণ আবেদনপত্রে জামিনদার হিসেবে উপ-দলনেতা স্বাক্ষর করবেন। কৃষকদের অনুকূলে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রুপ গ্যারান্টি হিসেবে স্ট্যাম্পে (সর্বোচ্চ ৩০০ টাকার) কৃষকদলের সকল সদস্যের স্বাক্ষর নেওয়া যাবে। যে সকল কৃষকের ব্যাংক হিসাব নেই তাদের ১০ টাকার সঞ্চয়ী হিসাব খুলে উক্ত হিসাবের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা'য় উল্লেখিত ঋণ নিয়মাচার ও একর প্রতি ঋণ সীমা অনুসরণ করে ঋণ বিতরণ করতে হবে। জামানত গ্রহণের বিষয়ে নীতিমালার ২.১.১১ অনুচ্ছেদ অনুসরণ করতে হবে। দলের কোন সদস্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে দলের অন্যান্য সদস্য হতে উক্ত ঋণ আদায়/সমন্বয় করা যাবে। কৃষকদের দল গঠন/নির্বাচন, কৃষি ঋণের আবেদনপত্র গ্রহণ, ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম যথাসম্ভব মাঠ পর্যায়ে/কৃষকদলের এলাকায় সম্পন্ন করতে হবে।
উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কৃষক সংগঠনের সদস্যদের অনুকূলেও কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে।

২.১.৪। আবেদন ফরম সহজীকরণ

কৃষকদেরকে অধিক হারে ব্যাংকমুখী করার জন্য কৃষি ঋণের আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফরম পূরণের সময়, ফরমে যাচিত তথ্যের ব্যবহার ও উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে ব্যাংক স্ব-উদ্যোগে কৃষি ঋণের আবেদন ফরম সহজ করবে। আবেদন ফরম পূরণসহ আনুষঙ্গিক কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয়, সে জন্য আবেদন ফরম গ্রহণের সময়ই গ্রাহককে এতদ্সংক্রান্ত সকল প্রকার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সহায়ক তথ্যের প্রয়োজন হলে একটি মাত্র বৈঠকেই সকল তথ্য গ্রাহককে জানাতে হবে।

ঋণের আবেদন সহজ করার জন্য আবেদন ফরমের একটি নমুনা ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য নমুনা ফরমটি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতদ্‌উদ্দেশ্যে কৃষি ঋণের একটি নমুনা আবেদনপত্র 'পরিশিষ্ট-'ঘ' তে সংযোজিত হলো। উক্ত নমুনা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাংক কৃষি ঋণের আবেদনপত্র প্রস্তুত করবে।

২.১.৫। আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তিস্বীকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা নির্ধারিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ আবেদনকারীর বাৎসরিক প্রয়োজনীয় শস্য ঋণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য ঋণ এককালীন মঞ্জুর করবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফসলের মৌসুম শুরুর অন্তত ১৫ দিন পূর্বে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা কৃষকদের ফসল উৎপাদনের বাৎসরিক পরিকল্পনাসহ আবেদন গ্রহণ করবে। প্রয়োজনবোধে পরবর্তীতে কৃষকদের বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনায় যুক্তিযুক্ত পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া যাবে। গ্রাহকের আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে। আবেদনপত্র পাওয়ার পর ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যৌক্তিকীকরণ এবং গ্রাহকের কোনো অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। বিশেষ করে শস্য ও ফসলের ঋণ আবেদন দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণ আবেদন সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। বাতিলকৃত আবেদনপত্র বাতিলের কারণ উল্লেখপূর্বক একটি ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন এবং ব্যাংকের নিজস্ব নিরীক্ষা দলের যাচাইয়ের জন্য ফাইলটি সংরক্ষণ করতে হবে।

২.১.৬। আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জ

কৃষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০ টাকা প্রাথমিক জমার বিনিময়ে কৃষকের নামে ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে। এ ধরণের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২.১.২০ এ উল্লেখিত শর্তসমূহ পরিপালন করতে হবে। অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রাহক পর্যায়ে স্বল্পসুদে ঋণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সকল প্রকার কৃষি ও পল্লী ঋণে নির্ধারিত সুদ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার চার্জ, প্রসেসিং/মনিটরিং ফি ইত্যাদি (যে নামেই অভিহিত করা হউক) ধার্য করা যাবে না। এছাড়া, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজ/পার্টনারশীপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফি/চার্জ ব্যতীত অন্য কোন ফি/চার্জ ধার্য করা যাবে না।

৫ (পাঁচ) একর পর্যন্ত জমি চাষাবাদের জন্য শস্য ও ফসল ঋণের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ এবং ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ অথবা ব্যাংকের সাথে পার্টনারশীপের ভিত্তিতে ঋণ বিতরণকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নলিখিত চার্জ ডকুমেন্ট ব্যতীত অন্য কোনো চার্জ ডকুমেন্ট গ্রহণ করতে পারবে নাঃ

- ডিপি নোট (১০ টাকা থেকে ৫০ টাকার স্ট্যাম্প/সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক)
- লেটার অব হাইপোথিকেশন (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)
- লেটার অব গ্যারান্টি ব্যক্তিগত (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)

২.১.৭। কৃষি ঋণের সুদহার

কৃষি ও পল্লী ঋণের খাত/উপখাতে ঋণের সুদ হার ব্যাংকসমূহ নিজেরাই নির্ধারণ করবে। তবে কৃষি খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদ হারের সর্বোচ্চ সীমা যথারীতি প্রযোজ্য হবে। প্রসঙ্গত, সুদহারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯ তারিখঃ-১৯ জুন ২০২৩ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। ব্যাংক সরাসরি কৃষককে ঋণ বিতরণ করলে গ্রাহক পর্যায়ে এবং এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করলে এমএফআই পর্যায়ে সুদ হারের এই সর্বোচ্চ সীমা প্রযোজ্য হবে। কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে বাৎসরিক ভিত্তিতে অথবা ঋণের মেয়াদান্তে (যে সকল ঋণের মেয়াদ ১২ মাসের অধিক নয়) সরল সুদ হার আরোপ করতে হবে। কৃষক/প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহক (এমএফআই/কন্ট্রাক্ট ফার্ম) পর্যায়ে প্রযোজ্য কৃষি ও পল্লী ঋণের খাত/উপখাতওয়ারী সুদ হার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে এমএফআই/এনজিও কর্তৃক কৃষক পর্যায়ে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে নমনীয় সুদ হার প্রয়োগ করতে হবে।

২.১.৮। কৃষি ঋণের প্রধান খাত/উপখাতসমূহ

কৃষি ঋণ বিতরণে শস্য ও ফসল, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ-এই ৩টি খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ব্যাংকের বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রার ৬০% শস্য ও ফসল খাতে, ১৩% মৎস্য খাতে এবং ১৫% প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। এছাড়া, পরিশিষ্ট-'ক' তে উল্লিখিত কৃষি খাত/উপখাতে স্বল্প মেয়াদি ও মেয়াদি কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে। তবে কৃষিভিত্তিক কোন শিল্পখাতে বিতরণকৃত ঋণ এই নীতিমালা ও কর্মসূচি'র আওতাভূক্ত কৃষি ও পল্লী ঋণ বলে গণ্য হবে না।

২.১.৯। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা

ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষককে সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা (৫ একর বা ২ হেক্টর) জমি চাষাবাদের জন্য পরিশিষ্ট-'ঙ' এর নিয়মাচারে বর্ণিত নির্ধারিত হারে ঋণ বিতরণ করা যাবে। উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বৃহদায়তন জমি চাষাবাদের জন্য কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজেদের ঋণ নিয়মাচার ও প্রচলিত শর্তানুযায়ী ঋণ আবেদন বিবেচনা করতে পারবে। এছাড়া পল্লী অঞ্চলে আয়-উৎসারী কর্মকান্ডের জন্য সর্বোচ্চ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

২.১.১০। সিআইবি রিপোর্টিং ও সিআইবি অনুসন্ধান

এসিডি সার্কুলার লেটার-০২, তারিখ: ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ মোতাবেক যে কোন অংকের বকেয়া ঋণের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো'তে (সিআইবি) রিপোর্ট করতে হবে। এছাড়া, দলবদ্ধভাবে বিতরণকৃত কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের ঋণ হিসাবের তথ্যই সিআইবি'তে রিপোর্ট করতে হবে। কোন ঋণ খেলাপি গ্রাহক যাতে কৃষি ঋণ না পান সেব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই নিশ্চিত হতে হবে। তবে শস্য ও ফসল খাতে নতুন মঞ্জুরি বা বিদ্যমান ঋণ নবায়নের জন্য ২.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না।

২.১.১১। জামানত

সাধারণভাবে ৫ (পাঁচ) একর পর্যন্ত জমিতে চাষাবাদের জন্য ফসল ঋণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফসল দায়বন্ধনের (Crop Hypothecation) বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যাবে। এর অধিক পরিমাণ জমিতে চাষাবাদের জন্য ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ করা/না করার বিষয়টি ব্যাংকের প্রচলিত নিজস্ব নিয়মানুযায়ী ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে। কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র আওতায় আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দলগত/ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

২.১.১২। ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা

সাধারণত রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের মধ্য হতে নির্বাচিত 'লীড ব্যাংক' পদ্ধতির আওতায় লীড ব্যাংকের শাখাসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ইউনিয়নসমূহে কৃষির সকল খাত/উপখাতে কৃষি ঋণ প্রদান করবে। তবে অন্য ব্যাংক শাখার নামে বরাদ্দকৃত পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের কোন আগ্রহী আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট শাখার অনাপত্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করা যাবে। এজন্য পার্শ্ববর্তী ব্যাংক শাখাসমূহের মধ্যে ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা বিনিময় করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যরত সকল বেসরকারি ও বিদেশী তফসিলি ব্যাংকের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক হওয়ায় লীড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় যে ইউনিয়ন যে ব্যাংক শাখার অনুকূলে বরাদ্দকৃত সেই ব্যাংক শাখা হতে অনাপত্তিপত্র নিয়ে উক্ত এলাকায় বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করবে।

২.১.১৩। কৃষি ঋণ পাশ বই

কৃষি ঋণ কর্মসূচি'র আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য কৃষকদের ব্যাংক হিসাবের 'পাশ বই' থাকা আবশ্যক এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন করতে হবে। নতুন ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পাশ বই ইস্যুর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করতে হবে। তবে নতুন ঋণ বিতরণ/বিদ্যমান ঋণ নবায়নের জন্য গ্রাহকের লেনদেনের পরিমাণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাশ বইয়ের বিকল্প হিসেবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট গ্রহণ করা যাবে।

২.১.১৪। তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ

২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহকেও কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের আওতায় আনা হয়। কৃষকদের নিকট কৃষি ও পল্লী ঋণকে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৩০% নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণের বিষয়টি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র আওতায় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০% নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। যে সকল বেসরকারি এবং বিদেশী ব্যাংক নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষি ঋণের শতভাগ বিতরণ করতে পারবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সে সকল ব্যাংককে প্রশংসা পত্র (Letter of Appreciation) প্রদান করা যেতে পারে।

২.১.১৫। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ০৯ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রণীত এজেন্ট ব্যাংকিং গাইডলাইন্সের আওতায় যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রয়েছে ও যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, সে সকল ব্যাংক চলমান কৃষি ঋণ বিতরণ পদ্ধতির পাশাপাশি এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, ব্যাংকসমূহকে নিম্নরূপ শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে:

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত 'গাইডলাইন্স অন এজেন্ট ব্যাংকিং ফর দ্যা ব্যাংকস'-এ বর্ণিত নীতিমালা অনুসারে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাংকসমূহ এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে এজেন্ট বুথের মাধ্যমে ঋণের আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাইকরণ, ঋণ বিতরণ এবং ঋণের কিস্তি আদায় করা যাবে। তবে ঋণের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, চূড়ান্ত মঞ্জুরি এবং প্রয়োজনীয় তদারকি ব্যাংক কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র আওতাভুক্ত কৃষির সকল খাত/উপখাতে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংকের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণের বিষয়ে ব্যাংককে সচেষ্ট থাকতে হবে।

গ) এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রতি অর্থবছরের শুরুতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'তে উল্লেখিত ঋণ নিয়মাচার এবং অন্যান্য নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

ঘ) এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদহারের সর্বোচ্চ সীমা প্রযোজ্য হবে। ঋণ বিতরণে বাৎসরিক ভিত্তিতে অথবা ঋণের মেয়াদান্তে (যে সকল ঋণের মেয়াদ ১২ মাসের অধিক নয়) এবং কিস্তিতে আদায়ে ক্রমহ্রাসমান হার পদ্ধতিতে সুদ আরোপ করতে হবে।

ঙ) এজেন্টদের কমিশন বা সার্ভিস চার্জ বাবদ গ্রাহকের নিকট হতে নির্ধারিত সুদহারের অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ০.৫০% সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ) আদায় করা যাবে। এই সার্ভিস চার্জ ব্যাংক কর্তৃক কর্তনের মাধ্যমে এজেন্টের হিসাবে প্রদান করতে হবে। এজেন্ট সরাসরি ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারবে না। উক্ত সার্ভিস চার্জ ব্যতীত অন্য কোনরূপ ফি/চার্জ (অন্য যে কোনো নামেই হোক) গ্রাহকদের নিকট হতে আদায় করা যাবে না।

চ) ঋণ গ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট এজেন্ট ও ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে এবং চাহিদামত তা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

ছ) এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণের মাসিক বিবরণী ('পরিশিষ্ট-ট' অনুযায়ী) পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগে দাখিল করতে হবে।

জ) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনানুযায়ী এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করবে।

ঝ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত কৃষক পর্যায়ে ঋণ পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এ নীতিমালা অনুসারে কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ হবার পরই তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিবেচিত হবে।

২.১.১৬। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন (Contract Farming)-ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ

শস্য ও ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশ ও এর রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ভোক্তার চাহিদা বৃদ্ধির কারণে কিছু কিছু শস্য, ফুল, ফল ও ফসলের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ইতোমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কৃষকদের প্রয়োজনীয় ইনপুট যথা-সার, বীজ, কীটনাশক, নগদ অর্থ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান বাজারমূল্য পর্যালোচনা করে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকে। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হতে সহজে কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকায় কৃষকগণ এ পদ্ধতিতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরীর পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে আবশ্যিকভাবে নিম্নলিখিত বিষয় পরিপালন করতে হবে:

২.১.১৬.১। চুক্তিতে যেসব বিষয় উল্লেখ থাকবে

চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন পদ্ধতিতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান/ক্রেতার সাথে প্রকৃত কৃষকের একক/দলগত একটি বৈধ চুক্তি (৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে) সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিতে নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবেঃ

ক) চুক্তিটি অবশ্যই ফসল উৎপাদনের পূর্বে সম্পাদিত হতে হবে। দলগত চুক্তি সম্পাদনকালে একই ধরনের ফসলের উৎপাদনকারী কৃষকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ একই চুক্তির আওতায় একাধিক ফসল উৎপাদনকারী কৃষকের সাথে চুক্তি করা যাবে না। এক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদকাল, জমির পরিমাণ, জমির তফসিল, উৎপাদিত ফসলের বিবরণ ও এর গুণগতমান, জমির চাষাবাদ পদ্ধতি, সরবরাহ ব্যবস্থা, ফসলের মূল্য ও তা পরিশোধের পদ্ধতি, বীমা ব্যবস্থা (শস্য বীমা চালু হওয়া সাপেক্ষে) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে।

খ) কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের চুক্তিতে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকের নামে কৃষি ঋণ প্রদান করা হলে ঋণের পরিমাণ, ঋণের সুদহার, সমন্বয় পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। কৃষি উপকরণ (যেমন-বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) সহায়তার ক্ষেত্রে উপকরণের নাম, পরিমাণ, মূল্য এবং কিভাবে ঋণ পরিশোধের সাথে কৃষি উপকরণের মূল্য সমন্বয় করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

গ) চুক্তির আওতায় উৎপাদিত ফসলের গুণাগুণ নিম্নমানের হলে এর বিক্রয়মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে, কৃষক উক্ত ফসল তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করতে পারবে কি না এবং ইহা তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করলে কৃষকের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ ও উপকরণ সহায়তার মূল্য কিভাবে সমন্বয় করা হবে চুক্তিতে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ঘ) কৃষি ঋণ এবং উপকরণ সহায়তা ব্যতীত অন্যান্য সহায়তা যেমন: প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করা হলে তা বিনামূল্যে কি না অথবা মূল্য নির্ধারণ করা হলে তার পরিমাণ চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে ।

ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কৃষকের অনুকূলে নির্দিষ্ট শর্ত উল্লেখ করতে হবে।

২.১.১৬.২। কন্ট্রাক্ট ফার্মের যোগ্যতা

ক) রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানী হতে হবে।

খ) কৃষি পণ্য সংরক্ষণ, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

গ) মাঠ পর্যায়ে কৃষকের সঙ্গে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২.১.১৬.৩। অন্যান্য শর্তসমূহ

ক) কৃষিভিত্তিক শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনকারী কৃষকের সাথে সম্পাদিত একক/দলগত চুক্তির একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করতে হবে এবং এ ধরনের প্রতিটি ঋণ প্রদানের পূর্বে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

খ) কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের আওতায় কৃষকের সাথে দলগত চুক্তি সম্পাদন করলে সকল কৃষকের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগে সরবরাহ করতে হবে। তালিকায় কৃষকের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

গ) কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের আওতায় প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে কৃষক পর্যায়ে প্রকৃত সুদহার (reducing balance পদ্ধতিতে) নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা প্রযোজ্য হবে এবং উক্ত সুদহারের অতিরিক্ত কোন ফি/চার্জ আরোপ করা যাবে না।

ঘ) উপকারভোগী কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে এবং চাহিদামত তা অর্থায়নকারী ব্যাংককে সরবরাহ করতে হবে।

ঙ) কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের আওতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লেখিত ফসলসমূহের ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফসল চাষে একর প্রতি ঋণসীমা অনুসরণ করতে হবে।

চ) কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের আওতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লেখিত খাত/উপখাতসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ফসল উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, মৎস্য চাষ এবং প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় দুগ্ধ উৎপাদন ও গরু মোটাতাজাকরণ উপখাতে ঋণ প্রদান করা যাবে।

উল্লেখ্য, কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের আওতায় প্রদত্ত ঋণসমূহের সদ্ব্যবহার যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনবোধে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া ব্যাংকসমূহ নিজেরাও ঋণ বিতরণের পর সরেজমিন পরিদর্শন পরিচালনা করে প্রতিবেদনের একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করবে। উক্ত প্রতিবেদনে সকল কৃষকের নামের তালিকা, জমির পরিমাণ, কৃষকওয়ারী ঋণের পরিমাণ, কৃষকের নামে উপকরণ সহায়তার ক্ষেত্রে উপকরণের মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। কৃষক ও কৃষি উপকরণের তথ্যাদি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে এবং কৃষকগণ চুক্তি অনুযায়ী সার্বিক সহায়তা না পেলে উক্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

২.১.১৬.৪। রিপোর্টিং

কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের আওতায় প্রদত্ত ঋণসমূহের বিস্তারিত বিবরণী ব্যাংকসমূহ নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তর কৃষি ঋণ বিভাগে প্রেরণ করবে।

২.১.১৭। এমএফআই/এনজিও লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ

বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে যাদের গ্রামীণ শাখা অপ্রতুল, তারা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক অনুমোদিত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের (এমএফআই) সাথে পার্টনারশীপের (ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকেজ) ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে যে সকল রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের ৫০০ এর অধিক শাখা রয়েছে, সে সকল ব্যাংক এমএফআই/এনজিও লিংকেজের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করতে পারবে না। এমএফআই/এনজিও-লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবেঃ

ক) এমআরএ কর্তৃক অনুমোদিত এমআইএফ/এনজিও'র সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে এমএফআই/এনজিও'র সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী উভয় ধরনের ব্যাংকের ক্ষেত্রেই এ রীতি প্রযোজ্য হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং এমএফআই/এনজিও-দের সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করতে হবে।

খ) এমএফআই/এনজিও এর নিকট হতে ঋণের পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সম্ভাব্য আকার এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখপূর্বক একটি সুনির্দিষ্ট ঋণ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদেরকে অর্থায়নের বিষয়ে বিবেচনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরিপত্র/চুক্তিপত্রে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট এমএফআই/এনজিও'র সাথে পার্টনারশীপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রথমবার অর্থ ছাড়ের আবেদনের সময় ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ঋণ ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির সমন্বিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে এবং পরবর্তীতে প্রতিবার পুনরায় অর্থ ছাড়ের

আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত অর্থ প্রকৃতই কৃষির উৎপাদন এবং পল্লী অঞ্চলে আয়-উৎসারী খাতে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে।

ঘ) ব্যাংক কর্তৃক এমএফআই/এনজিও-কে অর্থ ছাড় করার পর উক্ত অর্থ কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ হবার পরই কেবলমাত্র তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিবেচিত হবে।

ঙ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ শস্য ও ফসল খাতে বিতরণের ব্যাপারে যে নির্দেশনা রয়েছে তা অর্জনে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে এমএফআই/এনজিও'র সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট এমএফআই/এনজিও-কে দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি শস্য ও ফসল খাতেও ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

চ) এমএফআই/এনজিও একই সাথে একাধিক ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করলে ব্যাংকসমূহ ঋণ গ্রহীতাদের উপজেলা/ইউনিয়ন/ গ্রামভিত্তিক কৃষকদের তালিকা বিনিময় করতে পারে। পরিদর্শনকালে ব্যাংক তাদের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। এমএফআই/এনজিও লিংকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণের Overlapping রোধকল্পে এবং ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণের স্বার্থে এমএফআই/এনজিও নির্বাচনে ব্যাংকসমূহকে সতর্ক হতে হবে।

ছ) ব্যাংক কর্তৃক এমএফআই/এনজিও-কে কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এমএফআই/এনজিও পর্যায়ে সুদহারের সর্বোচ্চ সীমা ২.১.৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এবং এমএফআইসমূহের জন্য ব্যাংক হতে গৃহীত কৃষি ঋণ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণের ক্ষেত্রে সুদহারের সর্বোচ্চ সীমা ও অন্যান্য নীতিমালা এমআরএ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

জ) ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকেজের আওতায় এমএফআই কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ সম্পন্ন হওয়ার পর অর্থায়নকারী ব্যাংক সংশ্লিষ্ট এমএফআই/এনজিও কর্তৃক বিতরণকৃত সকল ঋণ গ্রহীতার তথ্য ও দলিলাদির সঠিকতা যাচাই করবে এবং ঋণগ্রহীতাদের মধ্য হতে ন্যূনতম ১-২ শতাংশ গ্রাহকদের অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করবে। উক্ত পরিদর্শন কার্যক্রমের ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করতে হবে। একাধিক এমএফআই/এনজিও এর জন্য পৃথকভাবে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ করতে হবে।

ঝ) ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকরত পরিদর্শন প্রতিবেদন কৃষি ঋণ বিভাগে সরবরাহ করার পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নমুনাভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট এমএফআই এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণসমূহ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকৃত ঋণসমূহের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ঋণের আনুপাতিক হার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকেজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অর্থবছরে বিতরণকৃত মোট ঋণ হতে গ্রহণযোগ্য ঋণের পরিমাণ হিসাবায়ন করা হবে।

ঞ) ব্যাংক কর্তৃক এমএফআই/এনজিও বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য সফটওয়্যার ভিত্তিক ডাটাবেইজে সংরক্ষণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও এমএফআই/এনজিও-কে নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া ব্যাংক-এমএফআই/এনজিও লিংকেজের আওতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এমএফআই/এনজিও এর শাখাসমূহে ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারাইজড ডাটাবেইজে সংরক্ষণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও এমএফআই/এনজিও নিশ্চিত করবে। এমএফআই/এনজিও এর সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ বিতরণকৃত ঋণের তথ্য ও দালিলিক প্রমাণাদি ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট সরবরাহ করবে। বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট শাখায় সংরক্ষণ করবে, যা অর্থায়নকারী ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট অর্থায়নকারী ব্যাংক অথবা এমএফআই এর সংশ্লিষ্ট শাখা ঋণ গ্রহীতার তথ্যাদি তাৎক্ষণিক সরবরাহ করতে সমর্থ না হলে সংশ্লিষ্ট শাখার বিতরণকৃত ঋণসমূহ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণের অংশ বিশেষ পরিদর্শন দলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

২.১.১৮। এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার

এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতিতে বাস্তবতার আলোকে যে এলাকায় যে ফসল ভালো উৎপাদিত হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ যে সকল এলাকায় পর্যাপ্ত শাক-সবজি, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল জাতীয় শস্য, কলা, বাউকুল, স্ট্রবেরী, পাম, কমলা, আগর, পান-বরজ, মরিচ, আলু ইত্যাদি ফসল উৎপাদিত হয়, সে সকল এলাকায় এ সব ফসলের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে। প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত তালিকা সংগ্রহপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা নিজেদের বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাতে পারে ।

২.১.১৯। কৃষি ঋণ বিতরণে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ

প্রকৃত ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন কৃষক এবং বর্গাচাষিরা যাতে সহজে ও সময়মত স্বচ্ছপ্রক্রিয়ায় হয়রানিমুক্তভাবে ঋণ পেতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য যতদূর সম্ভব ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও ঋণ বিতরণ করতে পারেন।

২.১.২০। কৃষকদের ১০ টাকার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের অংশ হিসেবে কৃষকদের ১০ টাকা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ভর্তুকি জমা ছাড়াও কৃষি ঋণ প্রদান, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, রেমিট্যান্স জমা ইত্যাদি ব্যাংকিং কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

- ক) কৃষি ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বাড়াতে যে সকল কৃষকের এ ধরনের হিসাব রয়েছে তাদেরকে বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া এসব হিসাবের মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।
- খ) হিসাবসমূহের লেনদেন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব হিসাবের ওপর সুদহার সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে ১-২ শতাংশ বেশি হারে দেয়ার বিষয়টি ব্যাংকগুলো বিবেচনা করবে।
- গ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় তাদের শাখা প্রধানকে কৃষকের এসব হিসাব সচল রাখার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে।
- ঘ) এ বিপুল পরিমাণ হিসাব সচল রাখার জন্য কৃষকের ফসল বিক্রির টাকা বা তাদের গচ্ছিত টাকা এসব হিসাবে জমা, রেমিট্যান্স আদান-প্রদান ইত্যাদি স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে তাদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের un-tapped savings সংগ্রহ করতে পারে।
- ঙ) ব্যাংকের শাখা এ ধরনের হিসাবে রক্ষিত সঞ্চয়ের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।
- চ) এ হিসাবগুলোতে ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার কোন বাধ্যবাধকতা এবং কোনরূপ ফি/চার্জ আরোপ করা যাবে না।
- ছ) এ ধরনের হিসাবে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্থিতির ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক/লেভি কর্তন রহিত করা হয়েছে।
- জ) কৃষকের ব্যাংক হিসাবগুলোকে কখনোই ইন-অপারেটিভ বা ডরমেন্ট করা যাবে না।
- ঝ) কৃষকদের শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে চেকের বদলে নগদ উত্তোলন ভাউচার দেয়া যাবে। তবে যে সকল কৃষক চেক বই চায় তাদেরকে চেক বই দেয়া যাবে।

উল্লেখ্য, সরকারের দেয়া ভর্তুকি সময়মত জমা করা ছাড়াও স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে কৃষকের ১০ টাকা ব্যাংক হিসাব কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিবরণী দাখিল করছে, যা অব্যহত থাকবে।

২.১.২১। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় লোকবল নিয়োগ

কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম নিবিড় তদারকিধর্মী। কৃষি ঋণ বিতরণ এবং আদায় কার্যক্রমকে তরান্বিত করার জন্য ব্যাংকসমূহ এসিডি সার্কুলার নং-০১; তারিখ: ২২ জুন ২০২৩ এর নির্দেশনার আলোকে ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

২.১.২২। পৃথক কৃষি ঋণ বিভাগ/সেল গঠন

কৃষি ঋণ বিতরণ, আদায় এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রমের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তদারকি জোরদারের লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকসমূহ তাদের প্রধান কার্যালয়ে কৃষি ঋণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজের জন্য পৃথক কৃষি ঋণ বিভাগ/সেল গঠন করে প্রয়োজনীয় লোকবল পদায়ন করবে এবং শাখা পর্যায়ে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে কৃষি ঋণ সংশ্লিষ্ট সকল কাজে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করবে। উক্ত বিভাগ/সেল কৃষি ঋণ সংশ্লিষ্ট যাতবীয় কার্যাবলী যেমন: গ্রাহক নির্বাচন, ঋণ প্রস্তাব তৈরি, মূল্যায়ন, মঞ্জুরি, তদারকি, ঋণ বিতরণ, আদায়, জেলা/উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় অংশগ্রহণ, কৃষকের সাথে মতবিনিময়, খেলাপি হওয়ার পূর্বেই ঋণের অবস্থা বিশ্লেষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে।

২.১.২৩। কৃষি ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রচার

কৃষকদেরকে কৃষি ঋণ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রতিটি শাখায় ঋণের সুদহার, ঋণের খাত/উপখাতের বিবরণ, আমদানি বিকল্প ফসল (ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষের জন্য প্রদত্ত ঋণের রেয়াতি সুদহার এবং ব্যাংক শাখার কৃষি ঋণ কর্মকর্তার যোগাযোগ নম্বর সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২.১.২৪। অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ

ভূমিহীন বর্গাচাষিসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নিকট কৃষি ও পল্লী ঋণের সুবিধা পৌঁছানোর পাশাপাশি আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা, পাহাড়ী অঞ্চল, বাংলাদেশের মূল ভূ-খন্ডে অন্তর্ভুক্ত সাবেক ছিটমহলসমূহ ইত্যাদি) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

২.১.২৫। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ

ভূমিহীন কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একরের কম), ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একর থেকে ২.৪৭ একর) এবং বর্গাচাষিদেরকে (যেসব কৃষক অন্যের জমি বর্গা চাষ করে এবং নিজস্ব মালিকানায় জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১ একর) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বর্গাচাষিরা কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বর্গাচাষির জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে। ব্যাংক শাখার আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা প্রকৃত কৃষক জমির মালিকের কাছ থেকে একটি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক তা ব্যাংকে জমা দিয়ে কৃষি ঋণ নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডও প্রযোজ্য হবে। এছাড়া ১০ টাকার ব্যাংক হিসাবধারী কৃষকদেরকে সনাক্তকরণের জন্য উক্ত হিসাব অথবা কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যতীত অন্য কোনো কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে না। জমির মালিকের প্রত্যয়নপত্র পাওয়া না গেলে স্থানীয় এলাকার দায়িত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যয়নপত্রের বিপরীতেও ব্যাংক বর্গাচাষিদেরকে কৃষি ঋণ দিতে পারবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড না থাকলে ২.১.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা ।

প্রকৃত বর্গাচাষি সনাক্তের বার্ষিক শস্য ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে হবে। বর্গাচাষি যদি সংশ্লিষ্ট জমি ভাড়ার ভিত্তিতে চাষ করে থাকে সে ক্ষেত্রে জমির ভাড়াসহ ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালায় পাশ বই ইস্যু করা যেতে পারে। বর্গাচাষি, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র এবং ভূমিহীন কৃষকদের অনুকূলে ব্যাংক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে একক/দলগতভাবে কৃষি ঋণ প্রদান করতে হবে। কোনো বর্গাচাষি একই মালিকের জমি পর পর তিন বছর চাষাবাদ করলে তাদের ক্ষেত্রেও 'আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি' নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

২.১.২৬। সফল কৃষকদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ

সফল কৃষকদের মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণ কৃষি ঋণ বিতরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সফল কৃষকদের তালিকা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। উক্ত তালিকার বাইরেও অনেক সফল কৃষক থাকতে পারেন। সে প্রেক্ষিতে তালিকায় নাম নেই কিন্তু সফল কৃষক, তাদেরকেও ব্যাংক পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ প্রদান করবে।

২.১.২৭। কৃষি ও কৃষি বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের ঋণ বিতরণ

কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে নারীদেরকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। গ্রামের দরিদ্র মহিলারা যাতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন সে জন্য তাদেরকে শস্য/ফসল উৎপাদন, ছোট আকারে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ব্যবসা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ প্রদানের মাধমে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কৃষি কর্মকাণ্ড যেমন বাগান করা, নার্সারি, শস্য উত্তোলন পরবর্তী কর্মকাণ্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মৌমাছি পালন ও মধু চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি খাতে নারীদেরকে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

২.১.২৮। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ

প্রতিবন্ধীরা যাতে মর্যাদার সাথে সমাজে অর্থবহ, ফলপ্রসূ ও অবদানমূলক জীবনযাপন করতে পারেন তার জন্য প্রতিবন্ধকতার ধরণ বিবেচনা করে কৃষি/অকৃষি নানাবিধ আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণের ব্যবস্থা করবে। প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে তাদেরকে স্বল্প সুদহারে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ প্রচলিত শর্তসমূহ কিছুটা শিথিল করতে পারে। কৃষির উৎপাদন খাত ছাড়াও বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, নার্সারি, মৌমাছি পালন, মধু চাষ, ক্ষুদ্র মুদি দোকান ইত্যাদি খাতসহ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য সুবিধাজনক খাতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

২.১.২৯। কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

যে সকল ঋণগ্রহীতার নিজস্ব মোবাইল ফোন রয়েছে, তাদের মোবাইল ফোন নম্বর ব্যাংক শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। কৃষকের নিজের মোবাইল ফোন না থাকলে আত্মীয়/প্রতিবেশীর মোবাইল ফোন নম্বরও সংরক্ষণ করা যাবে। তবে মোবাইল ফোন নম্বর না থাকার অজুহাতে কোনো কৃষককে কৃষি ঋণ প্রদান হতে বঞ্চিত করা যাবে না। ব্যাংক শাখা কর্তৃক সময় সময় ফোন করে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তি ও আদায়ের ব্যাপারে খবরাখবর নিতে হবে। কৃষি ঋণ প্রাপ্তি ও আদায় সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে জানতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতেও অনুরূপভাবে কৃষকদের খোঁজ খবর নেওয়া হবে। এছাড়া কৃষকের সুবিধার্থে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটসহ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে নীতিগতভাবে সমর্থন প্রদান করা হবে।

২.২। 'বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)' পরিচালনা

ব্যাংকসমূহ তাদের শাখার সাথে আলোচনার ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের শাখা/খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক বরাবরই কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণে পরিমাণ ও পরিধি বাড়াতে বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকেও এ নীতিমালার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ফলে এ খাতে ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কৃষিতে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার এবং সামষ্টিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০৮ এর মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার অনর্জিত অংশ কৃষি খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)' গঠন করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন এবং বিবিএডিসিএফ পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবেঃ

ক) মাঠ পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণের চাহিদা, এ খাতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকের সামর্থ্য ও দক্ষতা, ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ খাতে ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিবেচনায় নিয়ে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো প্রত্যেক অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের একটি যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। তবে বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৩১ মার্চ তারিখের অবস্থাভিত্তিক নীট ঋণ ও অগ্রিমের ২.৫ শতাংশের চেয়ে কম হবে না। বিগত বছরগুলোতে ব্যাংকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্ত করবে।

খ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের স্বার্থে প্রত্যেক ব্যাংক মাসিক ভিত্তিতে স্ব-স্ব ব্যাংকের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী একইসাথে শাখাভিত্তিক এবং মাসভিত্তিক ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখাকে ব্যাংকের যথাযথ কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

গ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ ব্যাংকসমূহের লক্ষ্যমাত্রার অনর্জিত অংশের সমপরিমাণ অর্থ 'বিবিএডিসিএফ' এ জমা রাখতে হবে। অর্থ জমাদানকারী ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত জমাকৃত অর্থের উপর ২% হারে সুদ প্রদান করবে এবং জমাকৃত অর্থ ১৮ মাস পর ব্যাংকসমূহকে ফেরত প্রদান করা হবে।

ঘ) 'বিবিএডিসিএফ' এ জমাকৃত অর্থ ব্যাংকসমূহের অনুকূলে চাহিদা অনুযায়ী সক্ষমতার ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হবে। বরাদ্দ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১৮ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে ২% হারে সুদসহ আসল পরিশোধ করতে হবে।

ঙ) ব্যাংকসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত SMART এর সাথে সর্বোচ্চ ২% মার্জিন যোগ করে (SMART + 2%) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুযায়ী কেবলমাত্র নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে (এমএফআই লিংকেজ ব্যতীত) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ করতে হবে। (দ্রষ্টব্য: বিআরপিডি সার্কুলার-০৯ তারিখ: ১৯ জুন ২০২৩)

চ) ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকসমূহের ঋণ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে 'বিবিএডিসিএফ' হতে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ১% সুদের সমপরিমাণ অর্থ জমা করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে 'Risk Mitigation Fund' গঠন করতে হবে।

ছ) 'বিবিএডিসিএফ' হতে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ১% সুদের সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের স্থিতিপত্রের Common Equity Tier-1 (CET-1) মূলধনের উপাদান 'General Reserve' হিসাবের একটি খাত হিসেবে প্রদর্শনপূর্বক যথাযথভাবে Disclosure প্রদান করতে হবে।

জ) 'বিবিএডিসিএফ' হতে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত সুদের অবশিষ্ট অংশ ব্যাংক আয় খাতে স্থানান্তর করতে পারবে।

ঝ) উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের বিবরণীর সঠিকতা যাচাই করে নেয়া হবে।

ঞ) কোনো ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের পৃথক নির্দেশনা থাকলে সেই ব্যাংকের বা বিশেষ কোনো কারণে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে অর্থ জমার উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা শিথিল করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, ব্যাংকসমূহ আগস্টের ২য় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত ফান্ড হতে ২% সুদ হারে বরাদ্দ প্রাপ্তির আবেদন এ বিভাগে দাখিল করবে। ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, সক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২.৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং

২.৩.১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত মনিটরিং কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে:

ক) তফসিলি ব্যাংকসমূহ থেকে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মাসিক বিবরণী সংগ্রহের মাধ্যমে অফ-সাইট মনিটরিং সম্পন্ন করা হয়।

খ) ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (ডিবিআই) কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমের সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃকও নমুনা ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করা হয়।

গ) রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের সাথে মাসিক ভিত্তিতে এবং বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের সাথে দ্বিমাসিক ভিত্তিতে ঋণ বিতরণের অগ্রগতি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা, ঋণের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, ঋণ আদায় ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

ঘ) অনেক বেসরকারি ব্যাংক তাদের শাখার স্বল্পতার কারণে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের (MFI) মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করছে বিধায়, এমএফআই/এনজিও-এর মাধ্যমে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতা পর্যায়ে সরেজমিনে যাচাই করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাদের দাখিলকৃত রিপোর্ট/প্রতিবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইসহ বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেও নমুনা ভিত্তিতে সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় বর্তমানে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংক অথবা উক্ত অঞ্চলে কর্মরত তাদের মনোনীত এমএফআই'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত সভাসমূহে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকেন।

ঙ) ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। গত কয়েক বছরে ব্যাংকসমূহ এ ধরণের প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং এ ধরণের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন ।

চ) আমদানি বিকল্প নির্দিষ্ট কিছু ফসলে (যেমনঃ ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা) ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাপক প্রচারণার ফলে কৃষকদের মাঝে এ জাতীয় ফসল চাষ করার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংক শাখায় ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার ফলে এই খাতে ব্যাংকসমূহের ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ছ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষকের মোবাইল ফোনে ঋণ প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতা, ঋণের ব্যবহার, ব্যাংক শাখার সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে সরাসরি যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

জ) কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ লিখিত অথবা ফোনের মাধ্যমে জানানো হলে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

২.৩.২। তফসিলি ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

এ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃত কৃষকরাই যাতে কোন প্রকার হয়রানি ছাড়াই কৃষি ঋণ পান এবং ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ঋণ আদায় সম্ভব হয়, সে জন্য তফসিলি ব্যাংক পর্যায়ে যথাযথ মনিটরিং কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।

তফলিসি ব্যাংক পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ মনিটরিংয়ের মুখ্য উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

ক) সামগ্রিকভাবে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
খ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ৬০% শস্য ও ফসল খাতে বিতরণ;
গ) লক্ষ্যমাত্রার ১৩% মৎস্য খাতে ও ১৫% প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ প্রদান;
ঘ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহারের দিকে গুরুত্ব আরোপ;
ঙ) চর, হাওর, উপকূলীয় ও অনগ্রসর এলাকা, পাহাড়ী অঞ্চল, সাবেক ছিটমহল, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান;
চ) প্রকৃত কৃষকদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ঋণ প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং
ছ) বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

তফসিলি ব্যাংকের শাখা কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ঋণ যথাসময়ে বিতরণ ও এর সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/ আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়মিত পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঋণের চাহিদার নিরিখে ব্যাংক শাখা কর্তৃক ঋণ প্রদানের বিষয়ে প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে, ঋণ সরবরাহের স্বল্পতার কারণে যাতে শস্য উৎপাদন কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। সার্বিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ব্যাপারে প্রধান কার্যালয় পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে শাখা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২.৩.৪। কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানানোর মাধ্যম/উপায়

কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে। এ লক্ষ্যে কৃষকগণ এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ০২-৯৫৩০২৮০ নম্বরে ফোন বা gm.acd@bb.org.bd এ ই-মেইল বা ০২-৯৫৩০২০৬ নম্বরে ফ্যাক্স করে কৃষি ঋণ বিষয়ক যে কোন অভিযোগ জানাতে বা তথ্য পেতে পারবেন। এছাড়া, পরিচালক, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-এ ঠিকানায় পত্র প্রেরণের মাধ্যমেও কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানাতে পারবেন।

২.৩.৫। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্থাপিত 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র'-এর সহায়তা গ্রহণ

কৃষি ও পল্লী ঋণসহ ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সেবা পেতে গ্রাহকগণকে হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করা কিংবা তাদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিআইপিসি) স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকগণ যে কোনো ফোন থেকে

১৬২৩৬ হটলাইন নম্বরে ফোন করে সরাসরি অথবা Google Play Store থেকে মোবাইল অ্যাপস BB Complaints ডাউনলোড করে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। গ্রাহকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এছাড়া, জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্টদের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসমূহের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের ফোন নম্বর, মোবাইল ও ফ্যাক্স নম্বর নিম্নে দেওয়া হলো:

কার্যালয়	ফোন	মোবাইল	ফ্যাক্স
চট্টগ্রাম অফিস	০৩১-৬১৬৮০০	০১৯১১৭৫৬৩৯০	০৩১-৬৩৪৭৭৬
খুলনা অফিস	০২৪-৭৭৭২০৩২০	০১৭৩২৮৯৯৯৩০	০৪১-২৮৩১৯৮০
রাজশাহী অফিস	০২৫-৮৮৮৫৪০১১	০১৯১১৯৭২১৩৪	০৭২১-৭৭৫৪৯৪
সিলেট অফিস	০৮২১-৭২৫৪৫৯	০১৮১৯৬৭৭৬৪৬	০৮২১-৭১৫৬৮৭
বরিশাল অফিস	০৪৩১-৬১২৯৪	০১৭৭৯৯৯৯৯২৩	০৪৩১-৬৪২৭১
বগুড়া অফিস	০৫১-৫১৬১৭	০১৭১৪৮৩৮৭০১	০৫১-৫১১৯০
রংপুর অফিস	০২৫-৮৯৯৬১৪৮২	০১৭১৬৫০৬৩৭২	০৫২১-৬৪৮২৯
ময়মনসিংহ অফিস	০৯১-৬২০২৫	০১৭২২৬৪০০৯১	০৯১-৬২০৬৫

২.৩.৬। জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কর্তৃক মনিটরিং

মাঠ পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে লীড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। এ পদ্ধতির আওতায় কোন ইউনিয়নে কোন রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক বা বিশেষায়িত ব্যাংক শাখা কৃষি ঋণ বিতরণ করবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম তদারকি এবং সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ এবং কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটি গঠন ও সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি কার্যকর ব্যবস্থাও এই পদ্ধতির আওতায় চালু আছে। প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসক হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি ঋণ কমিটির সভাপতি এবং প্রত্যেক জেলায় সুনির্দিষ্ট একটি ব্যাংক লীড ব্যাংক হিসেবে স্ব-স্ব জেলার কৃষি ঋণ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। জেলা কৃষি ঋণ কমিটি মাসিক ভিত্তিতে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্ব-স্ব জেলার কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তদারকি এবং সমন্বয়ের এ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যরত বেসরকারি ও বিদেশী সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক। জেলা পর্যায়ে বেসরকারি ব্যাংকসমূহের অনেকের শাখা থাকলেও অনেক জেলা শহরে বেশকিছু বেসরকারি ব্যাংকের কোনো শাখা নেই। এছাড়া জেলাশহরে বিদেশী ব্যাংকসমূহের শাখা নেটওয়ার্ক সীমিত। বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহ তাদের শাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করছে।

সকল ব্যাংকের অংশগ্রহণে কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষি ঋণ কার্যক্রমকে আরও সমন্বিত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন।

লীড ব্যাংক পদ্ধতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিদ্যমান কাঠামোর অন্যান্য সকল দিক অপরিবর্তিত রেখে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিত্ব নিম্নোক্তভাবে নির্ধারিত হবেঃ

	কোনো জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকের শাখার অবস্থা	উক্ত জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অবস্থা	উক্ত জেলার কৃষি ঋণ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব
ক	সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের শাখা রয়েছে	সংশ্লিষ্ট জেলায় শুধুমাত্র নিজস্ব শাখার মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলার 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
		নিজস্ব শাখার পাশাপাশি ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান নিজস্ব শাখা/জোনের পাশাপাশি উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি ও পল্লী ঋণের তথ্যসহ 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
		নিজস্ব শাখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয় না তবে, ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি ও পল্লী ঋণের তথ্যসহ 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
খ	সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের কোনো শাখা নেই	সংশ্লিষ্ট জেলায় নিজস্ব শাখা না থাকলেও ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর স্থানীয় সমন্বয়কারী ব্যাংকটির পক্ষে 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

২.৪। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়

২.৪.১। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব

ঋণ পরিশোধের জন্য কিস্তি এবং সময়সীমা সংশ্লিষ্ট শাখা/আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত ঋণ পরিশোধসূচির আলোকে নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। ফসল তোলার মৌসুম শুরু হওয়ার পর কৃষি পণ্য বিপণনের সময় ব্যাংক শাখা ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কৃষি ঋণের সার্বিক আদায়ের হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে হবে। ঋণ আদায় না হলে বিতরণ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। ঋণ মওকুফের মানসিকতা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে; কারণ ঋণ মওকুফ করা হলে পরবর্তীতে গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ পরিশোধে অনাগ্রহ দেখা দেয়। সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। তবে দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঋণ আদায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে সাময়িকভাবে স্থগিত/বিলম্বিত করা যাবে। ব্যাংকসমূহকে ঋণ শ্রেণীবিন্যাসকরণের আর্থিক ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে, যাতে কৃষি ও পল্লী ঋণের জন্য তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

২.৪.২। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা

কৃষি ঋণ আদায়ের গুরুত্ব উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.৪.৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ

কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

ক. ঋণ আদায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ/আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নীতিমালার আলোকে আর্থিক বা অন্য যে কোন প্রকার প্রশংসাপত্র/পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

খ. সময়মত সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করলে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে সুদের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

গ. দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন থাকা সার্টিফিকেট মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে এককালীন পরিশোধের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঘ. শ্রেণীকৃত ঋণসমূহ প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী পুনঃতফসিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঙ. যে সকল শাখার মেয়াদোত্তীর্ণ/খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি সে সকল শাখার ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে পৃথক 'আদায় সেল' গঠন করা যেতে পারে।

চ. কৃষি ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কৃষক সমাগম হয় এমন এলাকায় পূর্ব হতে প্রচার চালিয়ে 'কৃষি ঋণ আদায় ক্যাম্প'-এর আয়োজন করা যেতে পারে।

ছ. কৃষি ঋণ আদায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা যেতে পারে।

২.৪.৪। সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা হ্রাসকরণ এবং অনাদায়ী কৃষি ঋণ আদায়ে বিকল্প উপায়/পদ্ধতি

ক. তামাদি ঋণসমূহ নিয়মিতকরণপূর্বক আপোষরফা/সমঝোতা (সোলেনামা) এর মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার বা নিষ্পত্তি করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগকে জানাতে হবে;

খ. সার্টিফিকেট মামলা এড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাংকার-গ্রাহক উভয়ের সম্মতিতে অনাদায়ী ঋণসমূহে Balance Confirmation Certificate, Token Money প্রভৃতির মাধ্যমে ঋণ তামাদি হওয়া প্রতিবিধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা কোনক্রমেই বৃদ্ধি না পায়;

গ. রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ শ্রেণীকৃত ঋণসহ সকল কৃষি ঋণ আদায়ে তদারকি জোরদারকরণ এবং প্রয়োজনে আলাদা আদায় সেল/ইউনিট গঠন করবে;

ঘ. কৃষি ঋণের ব্যবহার ও পরিশোধের গুরুত্ব এবং মামলার ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থা তথা সভা-সমাবেশের আয়োজন করতে হবে;

ঙ. অনাদায়ী ঋণগুলো তামাদি হওয়ার পূর্বে চিহ্নিত করে সহজ কিস্তি আদায়ের মাধ্যমে নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে;

চ. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি ঋণ আদায় স্থগিতকরণ/নতুন ঋণ প্রদান/পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং

ছ. নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধকারী কৃষককে পুরস্কার প্রদান ও তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অন্যান্য কৃষকগণকে ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২.৫। কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা

কৃষি ঋণ সংক্রান্ত প্রোডাক্ট এবং সুবিধাসমূহ জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছানোর স্বার্থে তা ব্যাংকসমূহের স্ব স্ব ওয়েবসাইটসহ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের উদ্দেশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য শাখার নোটিশ বোর্ডে সংরক্ষণ ও নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

২.৬। সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ

কৃষি ঋণ বিতরণ বর্তমানে সকল ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু, নীতিমালায় অনেক নতুন বিষয় সংযোজন এবং বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি নতুন হওয়ার কারণে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা এবং অগ্রাধিকার খাতসমূহসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাপারে মাঠ পর্যায়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকারদের মাঝে আরো বেশি সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালার আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

২.৭। তথ্য বিবরণী সরবরাহ

বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মেতাবেক কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য/বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে সময়মত সরবরাহ করবে। দ্বৈত-গণনা (double-counting) এড়াতে এসএমই খাতে প্রদর্শিত কোনো ঋণ কৃষি খাতে প্রদর্শন করা যাবে না। পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণসমূহ কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় (ACS-1/ACS-2 বিবরণীতে) প্রদর্শন করা যাবে না। ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণসমূহের মধ্যে বৃহদাঙ্কের (১ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব) ঋণ সংশ্লিষ্ট প্রমাণক তথ্যাদি (সংযুক্ত ছক: পরিশিষ্ট-'ত' মোতাবেক) পরবর্তী অর্থবছরের জুলাই মাসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করবে।

বিগত কয়েক বছরের ব্যাংকসমূহের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের তথ্য-উপাত্তের গুণগতমান পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ ও তদ্‌সংক্রান্ত বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এরূপ কতিপয় বিষয় নিম্নে স্পষ্টীকরণ করা হলো এবং সেই মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও তথ্যবিবরণী সরবরাহ করতে হবেঃ

ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ খাতে চলতি মূলধন হিসেবে সিসি (হাইপো), ওভারড্রাফট, রিভলভিং টাইম লোন হিসেবে মঞ্জুরিকৃত ঋণসমূহের মঞ্জুরিপত্রের অন্যান্য শর্ত যাই থাকুক না কেন, নিয়মিত ঋণের মেয়াদকালে গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণ সীমা হতে ব্যবহৃত সর্বোচ্চ পরিমাণ ঋণ সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে একবারই বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে এবং ঋণের মেয়াদকালে ঋণ সীমার অবশিষ্ট অংশ ব্যবহার সাপেক্ষে পরবর্তী অর্থবছরে তা বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে। উক্ত ঋণসমূহের ক্ষেত্রে বিতরণকৃত ঋণের বকেয়ার সর্বোচ্চ স্থিতি (highest outstanding balance) বিতরণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

খ) শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরিপত্রে যে শর্তই থাকুক না কেন মঞ্জুরি সীমার অতিরিক্ত/অনুমোদনবিহীন কোনো বিনিয়োগ কৃষি ঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে রিপোর্ট করা যাবে না। একইসাথে উপকারভোগী গ্রাহক পর্যায়ে যে মেয়াদের জন্য ঋণ/বিনিয়োগ প্রদত্ত/ব্যবহৃত হবে ঐ মেয়াদের জন্য ঋণ/বিনিয়োগটিকে শুধুমাত্র একবারই কৃষি ঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে।

গ) ঋণ মঞ্জুরিপত্রে যে শর্তই থাকুক না কেন মঞ্জুরিসীমার অতিরিক্ত/অনুমোদন বিহীন কোনো বিনিয়োগ কৃষি ঋণ হিসেবে রিপোর্ট করা যাবে না। একইসাথে গ্রাহক (উপকারভোগী) পর্যায়ে যে মেয়াদের জন্য ঋণ প্রদত্ত/ব্যবহৃত হবে ঐ মেয়াদের জন্য শুধুমাত্র একবারই কৃষি ঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ) ইতোমধ্যে বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে কোনো ঋণ মঞ্জুর করা হলে উক্ত ঋণ নুতন কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না। এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রেও নির্দেশনাটি প্রযোজ্য হবে।

ঙ) ঋণ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ ও অধিগ্রহণের জন্য দ্বিতীয় ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ একই অর্থবছরে হলে দ্বিতীয় ব্যাংক কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ঋণ কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।

চ) পুনঃতফসিলীকরণের উদ্দেশ্যে মঞ্জুরিকৃত ঋণ কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।

ছ) পোল্ট্রি ও মৎস্য খামারের খাদ্য তৈরীর কাঁচামাল, ঔষধ ইত্যাদি আমদানির উদ্দেশ্যে এলসি মূল্য পরিশোধের নিমিত্তে মঞ্জুরিকৃত ঋণ মঞ্জুরিকালীন সময়ের মধ্যে একবারই বিতরণ প্রদর্শন করা যাবে।

জ) চলতি মূলধন হিসেবে বিতরণকৃত সিসি (হাইপো), ওভারড্রাফট, রিভলভিং টাইম লোন প্রকৃতির ঋণসমূহ ফসল, মৎস্য সম্পদ ও প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন ঋণ ব্যতীত অন্যান্য খাতে বিতরণকৃত ঋণ কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঝ) বিতরণকৃত ঋণ মঞ্জুরিকৃত মেয়াদের মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধকৃত না হলে উক্ত ঋণ পরিশোধ/সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত ঋণকে নতুন ঋণ বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।

ঞ) জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় তথ্য প্রেরণের বিষয়ে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবেঃ

১) জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে জেলার লীড ব্যাংক বরাবর চাহিদা মোতাবেক নির্ভুল তথ্য যথাসময়ের প্রেরণ করতে হবে।

২) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা'র আওতায় এমএফআই/এনজিও- লিংকেজের মাধ্যমে যে সকল জেলায় ঋণ বিতরণ করা হয়েছে সে সকল জেলার ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় সরবরাহ করবে।

এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় যাচিত কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্য দ্রুততম সময়ে প্রদান করতে হবে।

২.৮। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রণোদনা

কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাফল্য হিসেবেও দেখা হবে। ফলে এ অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা, বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক CAMELS Rating এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সাফল্যকেও বিবেচনা করা হবে। Agri Financing Performance কে CAMELS এর 'M' অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা বা Management Component এর রেটিং এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, শস্য খাতে ঋণ বিতরণ, ৪% রেয়াতি হারে ঋণ বিতরণ, নিজস্ব শাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আদায়ের হারকে বিবেচনা করা হবে। বিশেষ তারল্য সমর্থনের ক্ষেত্রেও কৃষি ঋণ কার্যক্রমে পারদর্শী ব্যাংকগুলো অগ্রাধিকার পাবে।

২.৯। ব্যাংকসমূহের নিজস্ব কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র আলোকে প্রত্যেক ব্যাংক তাদের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য একটি নিজস্ব বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারি করবে।

৩. কৃষি ঋণের খাতওয়ারি নীতিমালা

৩.১ শস্য ও ফসল খাতে কৃষি ঋণ নীতিমালা

৩.১.১। শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণ

এ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র আওতায় ব্যাংকসমূহকে স্ব স্ব লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০% ঋণ শস্য ও ফসল খাতে বিতরণ করতে হবে।

৩.১.২। ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফসলভিত্তিক কৃষি উপকরণ বাবদ খরচের ভিত্তিতে প্রণীত 'ঋণ নিয়মাচার' অনুযায়ী একর প্রতি নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ, ফসল বপন/রোপন ও সংগ্রহ মৌসুম অনুযায়ী 'ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি', 'শ্রেণীবিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষভিত্তিক বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা', ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার এবং উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি (যথাক্রমে পরিশিষ্ট-ঙ, চ, ছ, ঢ ও ণ) ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

অঞ্চল ভেদে বাস্তবতার নিরিখে কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে ঋণ নিয়মাচারে ফসলভিত্তিক নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি/হ্রাস করা যাবে। নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে বর্ণিত জমির ভাড়া প্রযোজ্য হবে না।

৩.১.৩। ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে ঋণ বিতরণ

ব্যাংক শাখা কর্তৃক যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে ঋণ বিতরণ, তদারকি ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা পরিশিষ্ট-'চ' তে সন্নিবেশিত হ'ল। তবে সংশ্লিষ্ট ফসলের জন্য ঋণ বিতরণ কাল ও পরিশোধসূচি স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই পরিবর্তন করতে পারবে। অঞ্চলভেদে শস্য বপন/রোপণের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য বপন /রোপণ বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপণের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৩.১.৪। মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষ

যে সকল অঞ্চলে মূল ফসলের পাশাপাশি একই সময়ে একই জমিতে অন্য একটি সাথী ফসল উৎপাদন সম্ভব, সে সকল এলাকায় আগ্রহী কৃষকদেরকে মূল ফসলের জন্য প্রদত্ত ঋণের সাথে সাথী ফসল চাষের জন্য অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। এ জন্য পরিশিষ্ট-'ছ' এ বর্ণিত সাথী ফসলের ঋণ নিয়মাচার অনুসরণযোগ্য। উক্ত পরিশিষ্টে উল্লেখ নেই এমন মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষের ক্ষেত্রে নিয়মাচারের বিষয়ে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে ব্যাংক কৃষি ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.১.৫। শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification)

খাদ্য উৎপাদনে দেশের সফলতা অব্যাহত রাখা এবং জনগণের জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আলু, ডাল, তৈলবীজজাত খাদ্য, ভুট্টা ইত্যাদির বহুমুখী ব্যবহার জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য 'শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচি'র মাধ্যমে উক্ত ফসলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সাধারণ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি উক্ত লাভজনক ফসলসমূহে ঋণ প্রদানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করবে।

৩.১.৬। আবর্তনশীল শস্যঋণ সীমা পদ্ধতি

কৃষি ঋণ বিতরণের অবিরাম প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য ৩ (তিন) বছর মেয়াদি একটি আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি (Revolving crop credit limit system) প্রচলন করা হয়েছে। অবিরাম ফসল উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত কৃষকগণ এ পদ্ধতির আওতায় ঋণ সুবিধা পাবেন। এই ঋণ বিতরণের জন্য ইতোপূর্বে বিতরণকৃত সকল শস্য ঋণের সমুদয় সুদাসল আদায় করে পুনঃডকুমেন্টেশন ব্যতিরেকেই ঋণ নবায়নপূর্বক পুনরায় ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ করা যাবে। ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ তাদের শাখা ব্যবস্থাপকদের নিকট ক্ষমতা অর্পণ (Power delegate) করবে। ঋণ মঞ্জুরির পর উৎপাদন পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হলে এবং ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ

পুনরায় ব্যাংকের নিকট আবেদন করতে পারবেন। এ সুবিধার আওতায় ঋণের জামানত, ঋণ সীমা, সুদের হার ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আলোকে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই প্রণয়ন করবে।

৩.১.৭। উচ্চমূল্য ফসল (High value crops) খাতে ঋণ বিতরণ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) বর্ণনানুযায়ী উচ্চমূল্য ফসল বলতে একর প্রতি উৎপাদিত গতানুগতিক বোরো (শীতকালীন) ধানের তুলনায় অধিক লাভজনক এবং অধিক বাজার সম্ভাবনাময় ফসলকে বুঝায়। যেমন: ফলমূল, রকমারি ফুল, সৌন্দর্যবর্ধক ও ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছগাছড়া, ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদি। উচ্চমূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখবে এবং ঋণ বিতরণ করবে।

বিশেষ বিশেষ সবজি (করল্লা, লাউ, বেগুন, বাঁধাকপি, গাঁজর, ফুলকপি, বরবটি, সীম, মটরশুটি, ঢেঁড়শ, পটল, আলু, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো, ব্রোকলি, কাকরোল, ক্যাপসিকাম, শসা), ফল (কলা, লেবু, পেয়ারা, বরই, লিচু, আম, পেঁপে, তরমুজ, মাল্টা, সফেদা, বাউকুল, স্ট্রবেরী, কমলা, আমড়া, রাম্বুটান, লটকন, ড্রাগন ফল), মসলা (আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, ধনিয়া, জিরা, কালোজিরা), তৈলবীজ (উফশী সূর্যমুখী, চিনাবাদাম ও ওয়েল পাম), কাজু বাদাম এবং পোলাও এর সুগন্ধি চাল, উফশী ভুট্টা, মুগ ডাল ইত্যাদি উচ্চমূল্য ফসল হিসেবে বিবেচিত।

৩.১.৮। টিস্যু কালচার খাতে ঋণ বিতরণ

টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশেই স্বল্পব্যয়ে আলু, স্ট্রবেরি ও ইক্ষুসহ কিছু কিছু ফল ও ফুল গাছের উন্নতমানের বীজ/চারা উৎপাদন করা সম্ভব। টিস্যু কালচার খাতে বিনিয়োগ মূলত পুঁজিঘন হলেও তা কিছুটা সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নতমানের বীজ/চারা সরবরাহের মাধ্যমে কৃষকের উপকারে আসতে পারে। বিনিয়োগ ঝুঁকি পর্যালোচনাপূর্বক কৃষি ঋণের আওতায় টিস্যু কালচার খাতে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করতে পারে।

৩.১.৯। পাট চাষ খাতে ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশের আবহাওয়া পাট চাষের উপযোগী হওয়ায় পৃথিবী জুড়ে বাংলাদেশী পাটের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পাট চাষের ক্ষেত্রে যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। সঙ্গতকারণে বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চলে পাট চাষ হয় সে সকল অঞ্চলে উন্নত পাট বীজ উৎপাদন, পাট চাষ, চাষের সরঞ্জাম ক্রয় খাতে ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে পারে।

৩.১.১০। ওয়েলপাম চাষে ঋণ বিতরণ

সারাদেশে পরিকল্পিতভাবে ওয়েলপাম চাষ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত ওয়েলপাম প্রক্রিয়াজাত করা হলে তা ভোজ্য তেলের স্থানীয় চাহিদা পূরণের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এপ্রেক্ষিতে ওয়েলপাম চাষে আগ্রহী কৃষকদেরকে ব্যাংকসমূহ ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে মধ্য/দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করবে।

৩.১.১১। আম, লিচু ও পেয়ারা চাষে ঋণ বিতরণ

আম বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় ফল। দেশের প্রায় সর্বত্রই কমবেশী আম উৎপাদন হয়। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রংপুর, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে আমের চাষ করা হয়ে থাকে। এসব অঞ্চলে উৎপাদিত আম বর্তমানে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে আমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলে আম রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। সাধারণত এপ্রিল-জুলাই মাসে আমের আবাদ শুরু হয় এবং মে-আগষ্ট মাসে পাকা আম বাজারে পাওয়া যায়। তবে বাণিজ্যিকভাবে আম চাষের জন্য প্রায় সারাবছর আমবাগানের পরিচর্যা প্রয়োজন। বছর ধরে জমি তৈরি, সেচ প্রদান, সার ও কীটনাশক প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান থাকে। এসকল কারণে উৎপাদন মৌসুম ছাড়াও অন্যান্য সময়ে বাণিজ্যিকভাবে আম চাষের জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন। পরিকল্পিতভাবে আমের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আম চাষীদের অনুকূলে সারাবছর ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করতে হবে।

লিচু দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ফল। পরিকল্পিতভাবে লিচুবাগান করতে হলে চারা রোপণ থেকে শুরু করে বছর ধরে জমি তৈরি, কীটনাশক প্রদান, সার প্রয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। সারাবছর ধরেই লিচু চাষে অর্থায়ন প্রয়োজন। এপ্রেক্ষিতে লিচু উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিচু চাষীদের অনুকূলে সারাবছর ঋণ প্রদান করা যাবে।

পেয়ারা ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ একটি জনপ্রিয় ফল। পেয়ারা চাষে বাগান পরিচর্যার জন্য সারা বছরই অর্থায়ন প্রয়োজন। এপ্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ পেয়ারা চাষের ঋণ নিয়মাচার অনুসারে সারা বছর ঋণ প্রদান করবে।

৩.১.১২। অমৌসুমি সবজি/ফল চাষে ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশে সারা বছরই বিভিন্ন ধরণের সবজি/ফল উৎপাদিত হয়। এ সকল সবজি/ ফল সাধারণত মৌসুম অনুযায়ী উৎপাদিত হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহসহ অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বেসরকারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ক্রমাগত গবেষণার ফলে এ সকল সবজি/ফলের অমৌসুম জাতও আবিষ্কৃত হয়েছে। সবজি/ফলের অমৌসুমী জাত চাষাবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত এ নীতিমালা ও কর্মসূচি'তে সংযোজিত ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত একর প্রতি ঋণসীমার অধিক খরচ হয়। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা বিবেচনায় এ ধরণের অমৌসুমী সবজি/ ফলের চাষাবাদ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ এ খাতে কৃষি ঋণ প্রদান করতে পারবে। অমৌসুমী সবজি/ ফলের চাষাবাদে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত একর প্রতি ঋণ সীমার অনধিক ২৫% পর্যন্ত বেশী ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

৩.১.১৩। ঘৃত কুমারী (Aloe Vera) চাষে ঋণ বিতরণ

Aloe Vera একটি বহুবর্ষজীবি (Perennial) গাছ যা শুষ্ক অঞ্চলে জন্মে থাকে। সারা পৃথিবীতে এর ঔষধি গুণ বিশেষভাবে সমাদৃত। ঘৃত কুমারী চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারবে।

৩.১.১৪। ড্রাগন ফল চাষে ঋণ বিতরণ

বিগত ৫-৭ বছর ধরে ড্রাগন ফল চাষ হাইভ্যালু ফল হিসাবে এদেশে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এ ফল চাষ সম্প্রসারণে প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ড্রাগন চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারবে।

৩.১.১৫। চা চাষে (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ঋণ বিতরণ

চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ও রপ্তানি পণ্য। দেশের বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম এবং উত্তরাঞ্চলীয় পঞ্চগড় এলাকায় চা চাষ হয়। উপযোগী জমিতে চায়ের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করা সম্ভব, যার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে চা বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। নতুন চা বাগান তৈরি এবং বাগানের সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে চায়ের সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত কার্যক্রমে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। চা বাগান সৃজনের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ যথা-চায়ের চারা উৎপাদন, রোপণ ও পরিচর্যা, প্রুনিং, প্লাকিং ইত্যাদি কৃষি খাতের (৬০%) আওতায় পড়বে। তবে প্লাকিংকৃত সবুজ চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপটি শিল্প (৪০%) পর্যায়ে পড়বে। চা চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারবে। এই ঋণ সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদে শুধুমাত্র চা চাষ উপযোগী জমিতে নতুন বাগান তৈরি বা বাগানের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩.১.১৬। ছাদকৃষিতে অর্থায়ন

ভবনের ছাদে বিভিন্ন কৃষি কাজ করা একটি নতুন ধারণা; বর্তমানে শহরাঞ্চলে যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত বাড়ির ছাদে অথবা বেলকনিতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ফুল, ফল ও শাক-সবজির যে বাগান গড়ে তোলা হয় তা ছাদবাগান হিসেবে পরিচিত। যাদের চাষের জন্য পর্যাপ্ত জমি নেই, কিন্তু নিজ হাতে কৃষি কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য ছাদকৃষি একটি উত্তম বিকল্প ব্যবস্থা। শহরাঞ্চলে বাড়ির ছাদে বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্যের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব। পাশাপাশি ছাদ কৃষি পরিবেশ রক্ষা এবং বায়ুদূষণ প্রতিরোধেও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এপ্রেক্ষিতে ছাদকৃষিতে অর্থায়নের জন্য ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এ

খাতে ঋণ প্রদানের জন্য গ্রাহকের চাহিদা যাচাই-বাছাই করে বাস্তবতার নিরিখে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ পরিশোধসুচি নির্ধারণ করবে।

৩.১.১৭। বিশেষ/অগ্রাধিকার ফসলের জন্য রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণ

দেশে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বিধায় এ সব পণ্য আমদানি বাবদ প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। কৃষকদের এ ধরণের ফসল চাষকে উৎসাহ দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতে ঋণ বিতরণে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি বাণিজ্যিক ও বিদেশী ব্যাংকগুলোকে উৎসাহ দিতে সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের ০১ জুলাই থেকে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের ওপর কৃষক পর্যায়ে বিদ্যমান সুদহার ৪ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়। এখাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদারের জন্য ২২ মে, ২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং-০২ এর মাধ্যমে ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের সুদক্ষতি পূরণ সুবিধা গ্রহণ করে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করতে পারবে। সরকারের সুদ ক্ষতি পূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে মূল অনুসরণীয় বিষয়গুলো নিম্নে দেওয়া হলোঃ

৩.১.১৭.১। ঋণ বিতরণ ও আদায়

(১) নিম্নোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ হার সুদে অর্থায়ন সুবিধা প্রযোজ্য হবেঃ

ক) ডাল জাতীয় ফসলঃ মুগ, মশুর, খেসারী, ছোলা, মটর, মাষকলাই, অড়হর ইত্যাদি।

খ) তৈলবীজ জাতীয় ফসলঃ সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, সয়াবিন ইত্যাদি।

গ) মসলা জাতীয় ফসলঃ আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, জিরা ইত্যাদি।

ঘ) ভুট্টা।

(২) উল্লিখিত ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবেঃ

ক) একর প্রতি উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মৌসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারিকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে।

খ) প্রকৃত ঋণ চাহিদার আলোকে ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদের জন্য উল্লিখিত ফসল চাষের উদ্দেশ্যে প্রদেয় ঋণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ নিজস্ব সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১% হারে এবং বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহ নিজস্ব সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ০.৫% হারে আলোচ্য খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এ নীতিমালা জারির ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগকে অবহিত করবে। পরবর্তীতে কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহ শাখাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা বন্টন করে যথাযথ নির্দেশনা জারি করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ অগ্রগতির মাসিক তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে এবং এ বিভাগে মাস ভিত্তিক বিবরণী প্রেরণ করবে।

গ) কৃষি ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন: কৃষক প্রতি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় ইত্যাদি এ সব ফসলের ক্ষেত্রেও যথারীতি অনুসৃত হবে।

৩.১.১৭.২। রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক ক্ষতিপূরণ

(১) ব্যাংকসমূহ ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে গ্রাহক পর্যায়ে রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সময়ন্বকৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় প্রযোজ্য সুদ হারের তুলনায় প্রকৃত সুদ ক্ষতি বাবদ অর্থ ভর্তুকি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন পেশ করবে। উক্ত আবেদনের সঙ্গে তাদের বিতরণকৃত ঋণের বিস্তারিত তথ্য যেমন: ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক বিবরণী (গ্রাহকের মোবাইল নম্বর থাকলে তা উল্লেখপূর্বক) এবং শাখাভিত্তিক মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরির সময়কাল, বিতরণকৃত ঋণের মোট পরিমাণ, সমন্বয়কৃত ঋণের পরিমাণ, রেয়াতি সুদ অরোপের ফলে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী দাখিল করবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (Random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০ শতাংশ ঋণ সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি বলে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করে তা দাবীকৃত মোট ঋণের ওপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে। এই হিসাবের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যাংকসমূহের সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট পুনর্ভরণের দাবী পেশ করবে।

(৩) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যেমন মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ গ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনর্ভরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়। এছাড়া ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত বিবরণী আকারে স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বিশেষ ঋণ মনিটরিং সেলেও প্রেরণ করবে।

(৪) নির্ধারিত ফসল চাষে প্রকৃত চাষিদের অনুকূলে রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে আলোচ্য ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ফলপ্রসূ তদারকির কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৫) মঞ্জুরির সময় নির্ধারিত মেয়াদের সাথে গ্রেস পিরিয়ড ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে প্রদত্ত ঋণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিরূপিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার ওপর রেয়াতি সুদ প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার ওপর ব্যাংকের নির্ধারিত স্বাভাবিক সুদ হারই ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

(৬) উপর্যুক্ত ব্যবস্থার অধীনে ঋণ বিতরণ এবং সুদসহ যথানিয়মে আদায় করার জন্য তদারকি জোরদার করতে হবে।

(৭) ৪ শতাংশ হারে বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এখাতে ঋণ গ্রহণকারী কৃষকদের তালিকা ব্যাংক স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবে। ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি বলে কোন কৃষক সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হতে তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে রেয়াতি ৪ শতাংশ হারের পরিবর্তে স্বাভাবিক সুদহার প্রযোজ্য হবে।

(৮) একজন কৃষক অন্য কোনো ফসল চাষের জন্য ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে উপর্যুক্ত রেয়াতি সুদহারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদ হারে ঋণ দেওয়া যাবে।

(৯) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) এর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে এ খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রেও কৃষক পর্যায়ে ৪% সুদ হার নিশ্চিত করতে হবে।

৩.১.১৮। পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

পান চাষ তুলনামূলকভাবে লাভজনক হওয়ায় জীবিকা নির্বাহের জন্য অনেক কৃষক পান চাষের সাথে জড়িত। উৎপাদিত পান অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়তা করছে। দেশে সাধারণভাবে বরজে পান চাষ করা হয়ে থাকে। সিলেট অঞ্চলে আদিবাসীরা অন্য গাছের গায়ে লতানো পদ্ধতিতে পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলেও যথেষ্ট পরিমাণ পান চাষ হয়ে থাকে। পান চাষের ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের জন্য বিদ্যমান ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করতে হবে। বরজে পান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ সরবরাহের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পানচাষিদেরকে একক/দলভিত্তিতে ঋণ প্রদান করবে।

৩.১.১৯। মধু চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

যেসব এলাকায় মধু চাষ করা হয়ে থাকে অথবা মধু চাষের সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব এলাকায় মৌচাষিদের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ঋণ নিয়মাচার (পরিশিষ্ট-'ঙ' দ্রষ্টব্য) অনুসরণে ঋণ বিতরণ করতে হবে। ছোট আকারে মৌমাছি পালন ও মধু চাষিদেরকে একক/ গ্রুপভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। একক ব্যক্তিকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং গ্রুপভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপ গ্যারান্টি ও প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করে সর্বোপরি ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলো এ খাতে ঋণ বিতরণ করতে পারে।

৩.১.২০। মাশরুম চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

খাদ্য চাহিদা, পুষ্টিগত দিক ও বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষোপযোগিতা বিবেচনায় এবং বেকারত্ব নিরসনে ক্ষুদ্র উদ্যোগে মাশরুম চাষ উৎসাহিত করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষে সফলতা লাভের জন্য এ খাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন রয়েছে। এলক্ষ্যে মাশরুম চাষে ঋণ প্রদান করতে হবে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। মাশরুম চাষে আগ্রহী কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

৩.১.২১। নেপিয়ার ঘাস চাষে ঋণ বিতরণ

বর্তমানে দেশে গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ঘাসের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বাণিজ্যিকভাবে ঘাস উৎপাদন লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় দেশের উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে ঘাসের চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে ঘাস চাষে সফলতা লাভের জন্য এখাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেলক্ষ্যে নেপিয়ার ঘাস চাষে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার (পরিশিষ্ট-'ঞ') অনুসারে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

৩.১.২২। রেশম চাষে ঋণ বিতরণ

রেশম জাতীয় বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রেশম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজশাহীসহ যে সব অঞ্চলে রেশম চাষের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রেশম চাষ/রেশম কীট উৎপাদন, তুঁত গাছের চাষ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রেশম চাষ সম্প্রসারণ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ডে ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যেতে পারে। এছাড়া, বাণিজ্যিকভাবে রেশম উৎপাদনের জন্য সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

৩.১.২৩। তুলা চাষে ঋণ বিতরণ

তুলা একটি অর্থকরী ফসল। এটি বাংলাদেশের বস্ত্র খাতের অপরিহার্য কাঁচামাল। দেশে চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের বিপুল ঘাটতি মেটাতে তুলা আমদানিতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। চাহিদার প্রায় পুরোটাই গুটিকয়েক দেশ থেকে আমদানি করতে হয় বিধায় তা আমাদের বস্ত্র শিল্পে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছে। ভবিষ্যতে তুলা রপ্তানিকারক দেশগুলো কর্তৃক যে কোনো ধরনের সংকোচনমূলক রপ্তানি নীতি গ্রহণের ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় দেশে তুলা উৎপাদনের ওপর জোর দিতে হবে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ খাতে ঋণ প্রদানের জন্য স্থানীয় তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকগুলো নিজেরাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অথবা সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

৩.১.২৪। কাজু বাদাম চাষে ঋণ বিতরণ

কাজু বাদাম একটি উচ্চ মূল্য ফল। দেশে এর চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা প্রধানত আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। তবে, দেশেও কাজু বাদাম চাষের সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের চাহিদা পূরণ করা হলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব। উপযুক্ত অঞ্চলে কাজু বাদাম চাষাবাদের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

৩.১.২৫। রাম্বুটান চাষে ঋণ বিতরণ

লাভজনক হিসেবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এমন বিদেশী ফলের মধ্যে রাম্বুটান অন্যতম। ট্রপিক্যাল ও সাবট্রপিক্যাল আবহাওয়া বিশিষ্ট অঞ্চল রাম্বুটান চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পার্বত্য অঞ্চলীয় জেলাসহ বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও যশোর জেলায় এ ফলের চাষাবাদের সম্ভাবনা বিরাজ করছে। বর্তমানে এ ফলের চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং আমদানি করে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। রাম্বুটান ফল চাষে আগ্রহী কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

৩.১.২৬। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদে ঋণ বিতরণ

ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ হলো যে সকল এলাকা দীর্ঘ সময় যাবৎ জলমগ্ন অবস্থায় থাকে সে সকল অঞ্চলে কচুরিপানা ব্যবহারের মাধ্যমে বীজতলা তৈরী করে পানির উপর সবজি বা ফসল উৎপাদন করা। বাংলাদেশের নিচু অঞ্চল সমূহে বন্যা বা জোয়ার ভাটার কারণে জমি সারা বছর জলাবদ্ধ থাকে বিধায় এ সকল অঞ্চলে কচুরিপানা ব্যবহারের মাধ্যমে ভাসমান বীজতলা তৈরী করে পানির উপর সবজি বা ফসল উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশে ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের উপযোগী অঞ্চলসমূহ হচ্ছে বরিশাল, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, কিশোরগঞ্জসহ দেশের অন্যান্য বন্যাপ্রবণ, খরাপ্রবণ, লবণাক্ত ও উপকূলীয় অঞ্চলসহ হাওর অঞ্চলসমূহ। এছাড়া নাজিরপুর, বানারীপাড়া, দেউলবাড়ী, দোবড়া, মালিখালী, পদ্মডুবি, বিলডুমুরিয়া প্রভৃতি এলাকায় ভূপ্রকৃতিগত জলাভূমিতে বাণিজ্যিকভাবে ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজির চারা উৎপাদন করা যায়। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের উপযোগী সবজি ও ফসলসমূহ হচ্ছে লালশাক, পালংশাক, ঝিঙা, মিষ্টিকুমড়া, টমেটো, করলা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, বরবটি, বেগুন, লাউ, চিচিঙ্গা ইত্যাদি। এছাড়া বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে আবাদী জমিসমূহ দীর্ঘদিন পানির নিচে থাকায় ঐসব অঞ্চলের কৃষকরা সঠিক সময়ে আমন ধানের বীজ বপন করতে পারে না বিধায় এ সকল অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে আমন ধানের বীজ বপন করা হয়ে থাকে। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের জন্য ব্যাংকসমূহ উল্লিখিত অঞ্চলসহ অন্যান্য যে সকল এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ হয় সে সকল অঞ্চলে চাষিদের ঋণ প্রদান করতে পারে। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার-পরিশিষ্ট 'ঢ' এবং উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচী-পরিশিষ্ট 'ণ' ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল। সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচারে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন সবজি/মসলা বা ফসল চাষে ঋণ প্রদনের জন্য ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে সবজি/ মসলা বা ফসল চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে।

৩.২ মৎস্য খাতে কৃষি ঋণ নীতিমালা

৩.২.১। মৎস্য চাষে ঋণ বিতরণ

বর্তমানে মৎস্য চাষ একটি লাভজনক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য। মাছের রেণু উৎপাদন, প্রায় অবলুপ্ত দেশী মাছ (কৈ, মাগুর, শিং ইত্যাদি), রুই জাতীয় মাছ, মনোসেক্স তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, পাবদা, গুলশা, বাগদা ও গলদা চিংড়ি ইত্যাদি মাছ চাষের জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে। সরকারের মৎস্য চাষ নীতিমালার আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে মৎস্য উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচার (পরিশিষ্ট-ড/১,২) ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল। সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচারে অন্তর্ভূক্ত নেই সেসকল মৎস্য চাষে ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে মৎস্য চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মাছ চাষের পরামর্শপত্র অনুসারে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যাবে। ইজারা পুকুরে মাছ/চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পুকুর বন্ধকীর পরিবর্তে ইজারা মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। মৎস্য খাতে মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১৩% ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩.২.২। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ বিতরণ

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত উপকূলীয় মৎস্যজীবিদের মাছ ধরার ট্রলার, নৌকা, জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়/সংগ্রহের জন্য তাদের অনুকূলে অধিকতর সহজ শর্তে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বিতরণে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

করবে। এছাড়া ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে-মাছ ধরা, মৎস্য চাষ, শুঁটকী মাছ উৎপাদন এর সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে। উপকূলীয় মৎস্যজীবিদেরকে প্রয়োজনে গ্রুপভিত্তিতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

৩.২.৩। জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে মৎস্য চাষে ঋণ বিতরণ

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে দলভিত্তিতে মৎস্য চাষের জন্য মৎস্যজীবিদের ঋণ প্রদান করতে পারবে। সরকার কর্তৃক মৎস্য চাষের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে মৎস্য চাষের জন্য ঋণ প্রদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করবে। মৎস্যজীবিরা যাতে ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারেন সে বিষয়ে তাদের উপযোগী প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৩.২.৪। খাঁচায় মাছ চাষে ঋণ বিতরণ

সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতি আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উপযোগী আকারের খাঁচা স্থাপন করে অধিক ঘনত্বে বাণিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনের প্রযুক্তি হলো খাঁচায় মাছ চাষ। সম্প্রতি চাঁদপুর জেলার ডাকাতিয়া নদীতে থাইল্যান্ডের প্রযুক্তি অনুকরণে খাঁচায় মাছ চাষ সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকা এবং নাটোরের চলনবিলে খাঁচায় মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

মৎস্য সম্পদ খাতের উপখাত হিসেবে উপযোগী জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে স্থানীয় মৎস্য চাষি, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩.২.৫। উপকূলীয় একোয়াকালচার খাতে ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশের উপকূলীয় মৎস্য চাষ চিংড়িসহ কয়েকটি মৎস্য চাষে সীমাবদ্ধ রয়েছে। তবে, উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাবনাময় আরো অনেক মৎস্য প্রজাতিকে একোয়াকালচার এর আওতায় এনে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণসহ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে কাদামাটির কাঁকড়া চাষ, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ (crab fattening), ভেটকি ও বাটা জাতীয় মাছ চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ পর্যাপ্ত না হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও মূলধনী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হলে সমুদ্রে অপ্রচলিত মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের রপ্তানি আয় বাড়ানো সম্ভব।

উপকূলীয় এলাকার ব্যাংক শাখাসমূহ স্থানীয় মৎস্যচাষী ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারে।

৩.২.৬। পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ বিতরণ

কোন উন্মুক্ত বা আবদ্ধ জলাশয়ে এক বা একাধিক দিক বাশেঁর বানা, বেড়া, জাল বা অন্য কোন উপকরণ দিয়ে ঘিরে উক্ত জলাশয়ে মাছ মজুদ করে চাষ করাকে পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ বলে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের খালে, মরা নদীতে, হাওর, বাওড়, বন্যা প্লাবিত জলাভূমিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বাড়ানোসহ বেকারত্ব দূর করা যেতে পারে।

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট মৎস্যচাষি/মৎস্যচাষিদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে পারে। ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারে।

৩.২.৭। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ বিতরণ

মাছ চাষের আধুনিক উপায়সমূহের মধ্যে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ অন্যতম। এটা বৃহদাকার ড্রাম বা ট্যাংকে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষের একটি আধুনিক প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে সাধারণ পুকুরের চেয়ে একই পরিমাণ আয়তনে কয়েক গুণ বেশি মাছ চাষ করা সম্ভব। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হচ্ছে।

মৎস্য চাষ খাতের আওতায় ব্যাংকসমূহ বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করতে পারবে। ব্যাংকসমূহ এ খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে স্থানীয় মৎস্যচাষী ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৩.২.৮। ভেনামি চিংড়ি, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষে ঋণ বিতরণ

সম্প্রতি দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেনামি চিংড়ি চাষ শুরু হয়েছে। দেশে এ চিংড়ি চাষ সহ উৎপাদিত ভেনামি চিংড়ি আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে। ভেনামি চিংড়ি একটি উচ্চ ফলনশীল চিংড়ি প্রজাতি যা দেশের উপকুলীয় এলাকায় চাষের উপযুক্ত। উল্লেখ্য, দেশে বাণিজ্যিকভাবে ভেনামি চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অধিক ঘনত্বে নিবিড় বা আধা নিবিড় পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে জৈব নিরাপত্তা, পরিবেশগত নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। এছাড়াও কাঁকড়া ও কুচিয়া বর্তমানে অন্যতম রপ্তানিযোগ্য পণ্য। এ প্রেক্ষিতে মৎস্য চাষ খাতের আওতায় ব্যাংকসমূহ ভেনামি চিংড়ি, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মৎস্যচাষিদেরকে ঋণ প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ স্থানীয় মৎস্য চাষি এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধ সূচি নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.৩ প্রাণিসম্পদ খাতে কৃষি ঋণ নীতিমালা

৩.৩.১। প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় ডিম, মাংস ও দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন পশু-পাখি লালন পালনের খরচ নির্ধারণের ক্ষেত্রে লীজকৃত জমিতে খামার স্থাপন/পরিচালনার ক্ষেত্রে জমির ভাড়া গ্রাহক ও লীজ প্রদানকারী ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির অধীনে ব্যাংকগুলোর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১৫ শতাংশ প্রাণিসম্পদ খাতে বিতরণ করতে হবে।

৩.৩.২। গবাদি পশু

ক) হালের বলদ ক্রয়, দুগ্ধ খামার স্থাপন, ছাগল/ভেড়ার খামার স্থাপন, গরু মোটাতাজাকরণ, গয়াল ও গাড়ল পালন ইত্যাদিতে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যাংক গ্রহণ করবে।

খ) গরুর পাশাপাশি মহিষ পালন একটি লাভজনক খাত। গরুর মতো মহিষ হতেও দুধ ও মাংস পাওয়া যায়। পাশাপাশি হালচাষ এবং গ্রামীণ পরিবহণেও মহিষের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের চরাঞ্চলসহ যে সকল এলাকায় মহিষ পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় মহিষ পালনের জন্য সংযুক্ত নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে।

গ) ব্যাংকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসার বা একজন ভেটেরিনারী চিকিৎসক কর্তৃক সময়ে সময়ে গরু/ছাগলের খামার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রাহকদের ব্যাংক শাখার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সংযুক্ত নিয়মাচার অনুসরণ করবে (ঠ/৭-১৩) এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৩.৩। পোলট্রি খাত

ডিম ও মাংস সরবরাহের মাধ্যমে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণে পোলট্রি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে নিজের একটি অবস্থান তৈরি করে নেয়া পোলট্রি শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ কর্মকাণ্ড কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয়

অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে দেশে ডিম ও মাংসের চাহিদার তুলনায় সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। পোলট্রি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

ক) হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন এবং হাঁস-মুরগির খাদ্য, টিকা, ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া তিতির, কোয়েল, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদির বিভিন্ন লাভজনক খামার স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। পোলট্রি খাতে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কেন্দ্রীভূত না রেখে ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ খাতে ঋণ প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের বিল এবং জলা এলাকাসহ যে সকল এলাকায় পারিবারিক উদ্যোগে হাঁস পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় হাঁস পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

গ) পোলট্রি বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহের মধ্যে ব্রয়লার, লেয়ার মুরগি, তিতির, সোনালী মুরগী এবং হাঁস পালনে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি (পরিশিষ্ট-ঠ/১-৪,৬) ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। অন্যান্য খাতসমূহে ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি নির্ধারণে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৩.৪। টার্কি পাখি পালনে ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশে টার্কি পাখি পালন ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। টার্কি পাখি পালনের জন্য উন্নত অবকাঠামোর দরকার হয় না এবং তুলনামূলক খরচ কম হওয়ায় এদেশের মানুষ টার্কি পালনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। টার্কির মাংসে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি এবং চর্বির আধিক্য কিছুটা কম হওয়ায় এটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে খামার করে টার্কি পালনে লাভবান হচ্ছে খামারীরা। টার্কি পাখি পালন একদিকে যেমন গরু বা খাসির মাংসের বিকল্পরূপে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করছে অন্য দিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টার্কি পাখি পালনের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্যও অর্জন করা সম্ভব। এলক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে টার্কি পাখি পালনে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে ঋণ প্রদান করা যেতে পারেঃ

ক) টার্কি পাখি ক্রয়, ছোট আকারের স্থাপনা নির্মাণ (সর্বোচ্চ ১০০০ টি টার্কি পাখি পালনের জন্য) এবং খাদ্য, টিকা ও ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

খ) টার্কি পালনে তুলনামূলক খরচ কম, মাংস উৎপাদন ক্ষমতা বেশী ও ঝামেলাহীনভাবে দেশী মুরগীর মত পালন করা যায় বিধায় দেশের সকল অঞ্চলে এ খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

গ) টার্কি পালনে অন্যান্য পাখির তুলনায় রোগবালাই কম এবং খামারের ঝুঁকি কম হওয়ায় পারিবারিক উদ্যোগে টার্কি পালন খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিশিষ্ট-ঠ/৫ মোতাবেক নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৪ কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি খাত

৩.৪.১। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ বিতরণ

দেশের বিভিন্ন এলাকায় পানির অভাবে এবং হালের বলদের স্বল্পতার কারণে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। এপ্রেক্ষিতে দেশে চাষাবাদ পদ্ধতি যান্ত্রিকীকরণের উদ্দেশ্যে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সময়মত ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণের জন্য গভীর/অগভীর/হস্তচালিত নলকূপ, ট্রেডল পাম্প ইত্যাদির জন্য কৃষি উৎপাদনে ব্যবহারকারী পর্যায়ে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন-ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বারি সিডার (বীজ বপন যন্ত্র), বারি উইডার (আগাছা নিড়ানি যন্ত্র), অটোমেটিক সিডলিং নার্সারি মেশিন ইত্যাদি উপখাতে কৃষি উৎপাদনে ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এতদ্ভিন্ন সারের অপচয় রোধ, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং এর বিপরীতে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যাংকসমূহ দানাদার/গুটি ইউরিয়া তৈরির মেশিন প্রস্তুতকারীদের ঋণ প্রদান বিবেচনা করতে পারবে এবং তেমন ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ব্যবহারকারী পর্যায়ে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে গণ্য হবে। কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ বৃদ্ধিকরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪.২। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য কারণে পাকা ফসল ঘরে উঠাতে দেরি হলে অনেক সময় কৃষকগণ ক্ষতির সম্মুখীন হন। ফসল কাটা/ মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) এ সমস্যা মোকাবিলায় কৃষককে বহুলাংশে সাহায্য করতে পারে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এ ধরনের বেশ কিছু যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে (যেমন-পাওয়ার থ্রেসার, পাওয়ার ইউনোনেয়ার ও ড্রায়ার ইত্যাদি)। কৃষি যন্ত্র হিসেবে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র বাবদ কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। কৃষকের স্বার্থে প্রত্যেক ব্যাংক হতে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৩.৪.৩। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়ে ঋণ বিতরণ

সেচযন্ত্র চালাতে সাধারণত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে সকল এলাকায় বিদ্যুৎ নেই সেখানে সাধারণত ডিজেল চালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অথচ সৌরশক্তি ব্যবহার করেই সেচের কাজ করা সম্ভব। শুকনো মৌসুমে, যখন প্রচুর রোদ ওঠে এবং ক্ষেতে শুষ্কতা/খরা দেখা দেয় তখনই সাধারণত সেচের প্রয়োজন পড়ে। সেই সময়ে সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব। বর্ষা মৌসুমে বা মেঘলা আবহাওয়ায় সেচের প্রয়োজন পড়েনা বললেই চলে। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র প্রায় ২০ বছর ব্যবহার করা যায়, ফলে প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে তা সাশ্রয়ী। ব্যাংকগুলো এ ধরনের সেচ যন্ত্র ক্রয়ে মেয়াদী কৃষি ঋণ প্রদান করতে পারে।

৩.৪.৪। কৃষিতে সৌর শক্তির ব্যবহার

কৃষি খাতে জ্বালানী সংকট মোকাবেলা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার প্রসারে লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সৌর শক্তি ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় অনগ্রসর এবং বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন এলাকায় ব্যক্তি পর্যায়ে সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম, সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩.৪.৫। কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণ বিতরণ

সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় কৃষিক্ষেত্রেও ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তির ছোঁয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে যা এদেশের সনাতন কৃষি ব্যবস্থাকে একটি আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করছে। এদেশে Agricultural Mechanization এর দ্রুত উন্নয়নের ফলে কৃষিকাজে সময় ও ফসলের অপচয় কমিয়ে আনার মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি-বান্ধব নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারকে প্রসারিত করতে বৃহৎ ও মাঝারি কৃষকের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝেও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এ নীতিমালার আওতায় কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে কৃষি ঋণের বিধান চালু করেছে।

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৫.৩৩% কৃষিকাজে নিয়োজিত হলেও, মাত্র ৫২.৯১% কৃষকের নিজের জমি আছে যাদের মধ্যে ৮৪.৩৯% কৃষকই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক অর্থাৎ তাদের জমির মালিকানা ০.৪৯৪-২.৪৭ একর মাত্র। গ্রামের এই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের বেশিরভাগই এত দরিদ্র যে, তাদের পক্ষে এককভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে, সাধারণত কিছু অর্থবান কৃষকেরা ব্যয়বহুল কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করে নিজে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে অন্যদের জমিতে ব্যবহার করতে দেয়। তবে নিজস্ব অর্থায়নে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে এ ধরনের কৃষকের সংখ্যা অপ্রতুল। এ কারণে ব্যাংকসমূহ কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য প্রদত্ত

কৃষি ঋণ শুধুমাত্র ব্যবহারকারী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষিকাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল ব্যক্তিকে একক অথবা দলগতভাবে প্রদান করতে পারে যাতে তারা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে নিজের জমিতে ব্যবহার করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে অন্যদের জমিতে ব্যবহার করে ঋণ পরিশোধে সক্ষম হতে পারে।

এখাতে এক বা একাধিক কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদে একক অথবা দলগতভাবে প্রদত্ত সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট কৃষিযন্ত্রের বাজারমূল্যের অধিক হতে পারবে না। তাছাড়া কোন কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি একই ধরণের একটির বেশী যন্ত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ সুবিধা পাবেন না এবং ঋণ প্রদানের বিষয়টি ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

৩.৫। সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কৃষি ঋণ নীতিমালা

জনসংখ্যার আবাসন সমস্যার সমাধান, ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির পরিমাণ, কৃষি উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কৃষি খাতকে এগিয়ে নেবার জন্য এখাতে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবনী পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। তারই ধারাবাহিকতায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষক/উদ্যোক্তা কর্তৃক সমন্বিত কৃষি প্রকল্প পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করা হচ্ছে।

সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থা হলো এমন এক কৃষি ব্যবস্থা যাতে কৃষির বিভিন্ন খাতে সমন্বিতভাবে চাষাবাদ করা হয়। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে এক খাতের বর্জ্য/অপ্রয়োজনীয় অংশ অন্য খাতে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায় বলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় যা ফার্মের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়াও, বিভিন্ন খাতে সমন্বিতভাবে চাষাবাদ করা হয় বলে এধরণের প্রকল্প থেকে সারাবছর ধরেই আয় করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ মাটির উর্বরতা ধরে রাখতে সহায়তা করে, একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, কৃষি বর্জ্য হ্রাস করাসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। অর্থাৎ সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থা জনপ্রিয় করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, কৃষি উৎপদান খরচ হ্রাস, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ বহুবিধ সুবিধা পাওয়া সম্ভব। এছাড়াও, যেহেতু সকল খাতেই একসাথে বিপর্যয় আসে না তাই এ ধরণের প্রকল্পে বিতরণকৃত ঋণ খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি কম।

এ ধরণের চাষাবাদ লাভজনক ও অধিক টেকসই বিবেচিত হওয়ায় সম্প্রতি কিছু কৃষক/উদ্যোক্তা এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এ পদ্ধতিতে যেহেতু কৃষির একাধিক খাত জড়িত সেহেতু এ ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী (এককালীন) ও দীর্ঘমেয়াদী (কিস্তিভিত্তিক) বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। এছাড়া, এলাকাভেদে জমির মূল্য, মজুরীসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ বিভিন্ন হওয়ার দরুন প্রকল্পের বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

সমন্বিত কৃষি প্রকল্পে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকগুলো নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেঃ

১. সমন্বিত কৃষি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খাতের ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে এবং এধরণের প্রকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে।
২. প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কোন খাতের নিয়মাচার বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতমালায় অন্তর্ভুক্ত না থাকলে, ব্যাংকগুলো নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে উক্ত খাতের জন্য ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
৩. প্রকল্পে বিভিন্ন খাতের ঋণের পরিমাণ যাচাইপূর্বক সমন্বিতভাবে প্রকল্পে ঋণ বিতরণ করতে হবে।
৪. সামষ্টিকভাবে লাভজনক এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ৩-৫টি কম্পোনেন্টের সমন্বয়ে গঠিত ছোট অথবা মাঝারি আকারের সমন্বিত প্রকল্পসমূহে ঋণ প্রদান করা যাবে ।

৩.৬ পল্লী ঋণ নীতিমালা

৩.৬.১। গ্রামীণ অর্থায়ন

কৃষি ঋণ ছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি এবং অকৃষি নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ

করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেমন-বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, কামার ও কুমারের কাজ, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন/দর্জি, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, কাঠের কাজ, মুদি দোকান, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি'র সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে।

৩.৬.২। তাঁত শিল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তাঁত ঋণের জন্য পৃথক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করে থাকে। অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহও অনুরূপভাবে কৃষি ঋণের পাশাপাশি গ্রামীণ তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান করতে পারে। এছাড়া, ব্যাংকসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় তাঁত শিল্পে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

৩.৭ অন্যান্য

৩.৭.১। রেয়াতি সুদহারে লবণ চাষিদেরকে ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশে খাবার এবং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য লবণের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণ চাষের অনুকূল পরিবেশও বিদ্যমান। উপকূলীয় এলাকায় লবণ চাষের সাথে প্রচুর ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষি জড়িত। তারা প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারের ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় তাদেরকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে লবণ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকার ব্যাংক শাখাসমূহ লবণ চাষের জন্য কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ বিতরণ করবে। প্রকৃত লবণ চাষিদেরকে জনপ্রতি ০.৫ বিঘা হতে ২.৫ একর পর্যন্ত এলাকায় লবণ চাষের জন্য সরকারি ভর্তুকি ব্যবস্থায় ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, লবণ চাষিগণ কর্তৃক গৃহীত ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখের মধ্যে পরিশোধিত হতে হবে। লবণ চাষের জন্য জমির ভাড়া, পলিথিন ক্রয়, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে এ বিভাগ কর্তৃক ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং-০৬ এর মাধ্যমে একটি ঋণ নিয়মাচার প্রণয়ন করা হয়েছে। যে সকল লবণ চাষির নিজস্ব জমি রয়েছে তাদের ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য জমির ভাড়া বাদ দিতে হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে স্থানীয় অবস্থাভেদে একর প্রতি লবণ চাষের জন্য ঋণের পরিমাণ নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.৭.২। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে ঋণ বিতরণ

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা, কৃষিখাতে সঠিক পরিকল্পনা ও যান্ত্রিকীকরণের অভাব, অপরিকল্পিতভাবে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার প্রভৃতি প্রতিনিয়ত আমাদের কৃষিখাতকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলছে। কৃষিখাতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার সাময়িকভাবে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করলেও তা পর্যায়ক্রমে জমির উর্বরতা শক্তি ক্ষয় করছে, যা ভবিষ্যৎ কৃষির জন্য একটি দুঃসংবাদ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে কৃষিবিদ এবং বিজ্ঞানীরা পরিবেশ বান্ধব জৈব সার ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করছেন। রাসায়নিক সারের পরিবর্তক হিসেবে কেঁচো কম্পোস্ট সার একটি ভাল, সস্তা এবং সহজলভ্য বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কেঁচো কম্পোষ্ট সার (Vermicompost) এক ধরণের জৈব সার, যা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটির উর্বরতা শক্তি অক্ষুন্ন রাখতে সহায়তা করে। পচনশীল গাছ-গাছড়া ও গৃহপালিত প্রাণীর গোবরের মিশ্রণে কেঁচো ছেড়ে দিলে কেঁচো এই মিশ্রণ খেয়ে যে বিষ্ঠা ত্যাগ করে তা কেঁচো কম্পোস্ট সার হিসেবে পরিচিত। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনকে জনপ্রিয় করতে এ খাতে ব্যাংক/ অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পরিশিষ্ট-'গ' এর ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ প্রদান করবে। কেঁচো কম্পোস্ট সারের বাণিজ্যিক উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ খাতে ব্যাংকের অর্থায়নের বিপরীতে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়।

৩.৭.৩। শস্য/ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান

শস্য/ফসল ওঠা/কাটার মৌসুমে কৃষি পণ্যের দাম অনেক সময় হঠাৎ কমে যায়, ফলে উৎপাদনকারী কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হন। পক্ষান্তরে, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী/ফড়িয়ারা লাভবান হয়। এ অবস্থা এড়িয়ে কৃষক পর্যায়ে (সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে) উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে প্রকৃত কৃষককে স্বল্প মেয়াদে ঋণ প্রদান করতে হবে,

যাতে সুবিধামত সময়ে পণ্য বিক্রি করে উৎপাদনকারী কৃষক পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন। সরকারি/সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন পরিত্যক্ত/অব্যবহৃত গুদাম প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা কৃষিঋণ কমিটির উদ্যোগে সংস্কার করে স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হলে উক্ত গুদামে গুদামজাতকৃত শস্যের বিপরীতে শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। আলু আমাদের একটি অন্যতম প্রধান খাদ্য শস্য। কিন্তু, উৎপাদন মৌসুমে আলুর ব্যাপক উৎপাদনের ফলে দেশে বিদ্যমান সংরক্ষণাগারে উৎপাদিত আলুর এক তৃতীয়াংশ এর বেশী সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। মৌসুমে আলুর চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অধিক থাকার ফলে আলুর বাজার মূল্য হ্রাস পায় এবং পর্যাপ্ত সংরক্ষণাগারের অভাবে উৎপন্ন আলুর একটি বড় অংশ পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। এপ্রেক্ষিতে, গৃহপর্যায়ে স্বল্প খরচে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আলু সংরক্ষণের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করছে। গৃহপর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আগ্রহী কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করতে পারবে। তবে, গৃহপর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণের প্রকৃত খরচ নির্ধারণে প্রয়োজনবোধে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

৩.৭.৪। নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান

দেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধ করে সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকারের ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি এবং গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির প্রেক্ষিতে গাছের চারার বিপুল চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে নার্সারী স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাণিজ্যিকভাবে ফুল ও ফল চাষ এবং এদের বীজ উৎপাদন এবং বাহারী উদ্ভিদ, ক্যাকটাস ও অর্কিড চাষের জন্যও চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে। এসব খাতে ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনে উদ্যানতত্ত্ববিদ ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকগুলো নিজেরাই ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.৮। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা

বিশ্বজুড়ে শিল্প ক্ষেত্রে অতি মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসসহ বিভিন্ন গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ ও বনভূমি ধ্বংসের কারণে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বৈশ্বিক উষ্ণায়নই জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। মূলতঃ ভৌগোলিক কারণেই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে সামান্য উঁচু দেশগুলোর বেশিরভাগই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত। জলবায়ু পরিবর্তন সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিই শুধু নয় 'পৃথিবীর ধানের ঝুড়ি' হিসেবে পরিচিত এই দেশগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সাইক্লোন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতু পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে বৈচিত্র্য দেখা দিচ্ছে। দেশের মধ্যাঞ্চলের বন্যা ও জলাবদ্ধতা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আকস্মিক বন্যা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খরা এবং লবণাক্ততা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাস ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কৃষির জন্য প্রকট সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যেহেতু ফসলের ক্ষতি হলে প্রদত্ত কৃষি ঋণ আদায় ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেহেতু ব্যাংকগুলো কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি কৃষকদেরকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করবে ঃ

- ক) এলাকাভেদে প্রয়োজনে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সময়সীমায় পরিবর্তন আনতে হতে পারে;
- খ) লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষ;
- গ) জলাবদ্ধ ও বন্যা প্রবণ এলাকায় পানি-সহিষ্ণু ফসল চাষ;
- ঘ) খরা প্রবণ এলাকায় খরা-সহিষ্ণু ফসল চাষ;
- ঙ) বিপুল ফলন হ্রাস ও ফসল হানি এড়াতে খরার সময় সম্পূরক সেচ প্রদান;
- চ) সেচ কাজের জন্য ভূ-নিম্নস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ;
- ছ) রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বালাই/কীটনাশকরণ;
- জ) বৃক্ষ নিধন করে বা পাহাড় কেটে প্রস্তুতকৃত জমিতে ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলো রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করবে;
- ঝ) স্বাভাবিকভাবে বন্যামুক্ত বছরে বাড়ির ভিটায় ফলমূল, শাক-সবজি চাষ, সামাজিক বনায়ন, পশুপালন এবং বসতবাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন ও বাগান উন্নয়ন কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে;

ঞ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য বিকল্প এবং কৌশলগত চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি (যেমন-লবণাক্ত এলাকায় ধানের পর মুগ ডালের চাষ, পাহাড়ের পাদদেশে সরিষার পর খরিপ-১ মৌসুমে বারিমুগ-৫ চাষ, রোপা আমন ধানের সাথে মসুরের সাথী ফসল চাষ (রিলে ক্রপ), শুষ্ক ভূমি অঞ্চলে প্রাইম পদ্ধতিতে মসুর চাষ) অনুসরণ করার জন্য কৃষকগণকে উৎসাহিতকরণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা সম্পন্ন কতিপয় ফসলের একটি নমুনা তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	ফসল	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের সামর্থ্য/সুবিধা
১।	বারিগম-২১ (শতাব্দী)	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
২।	বারিগম-২৩ (বিজয়)	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
৩।	বারিগম-২৫	পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
৪।	বারিগম-২৬	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
৫।	বারিগম ট্রিটিক্যালি-১	খরা সহিষ্ণু এবং প্রতিকূল আবহাওয়া সহনশীল।
৬।	বারি বার্লি-৪	লবণাক্ততা সহনশীল এবং রোগ বালাই কম।
৭।	রাই-৫ (সরিষা)	খরা ও কিছুটা লবণাক্ততা সহনশীল।
৮।	বারি সরিষা-৭	অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল।
৯।	বারি সরিষা-৮	অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল।
১০।	বারি সরিষা-১১	আমন ধান কাটার পর এ জাতটি নাবি জাত হিসাবে সহজে চাষ করা যায়। খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল।
১১।	বারি সরিষা-১৬	খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু। অলটারনেরিয়া রোগ ও অরোবাংকি পরজীবী সহনশীল।
১২।	বারি আলু-১ (হীরা)	তাপ সহিষ্ণু। পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থা কিছুটা সহ্য করতে পারে। জাতটি ভাইরাস রোগ সহনশীল।
১৩।	বারি আলু-২২ (সৈকত)	লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী। ভাইরাস রোগ সহনশীল ।
১৪।	বারি টমেটো-৪	উচ্চ তাপ সহনশীল।
১৫।	বারি টমেটো-৬ (চৈতী)	উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৬।	বারি টমেটো-১০ (অনুপমা)	উচ্চ তাপ ও ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৭।	বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ (গ্রীষ্মকালীন)	উচ্চ তাপ সহিষ্ণু গ্রীষ্মকালীন সংকর জাত। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৮।	পাট কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) ও ৪	জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু।
১৯।	ইক্ষু-৩৯	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
২০।	ইক্ষু-৪০	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
২১।	বারি চিনাবাদাম -৯	উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প মেয়াদী।
২২।	বারি আম-৫	উচ্চ ফলনশীল ও আগাম জাত।
২৩।	বারি আম-৬	উচ্চ ফলনশীল ও মৌসুমী জাত।
২৪।	বারি আম-৭	উচ্চ ফলনশীল ও মৌসুমী জাত।
২৫।	বারি আম-৮	উচ্চ ফলনশীল ও নাবী জাত।
২৬।	বারি লাউ-৩	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।
২৭।	বারি লাউ-৪	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।
২৮।	বারি রাম্বুটান	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।

উপরোক্ত ফসলসমূহের মধ্যে যেগুলো কৃষি ঋণ নিয়মাচারে নেই সেগুলিতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ/কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ নিয়মাচার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৪. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প এবং পুনঃঅর্থায়ন স্কিমসমূহ

৪.১ । কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সহায়ক কার্যক্রম

উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্য ফসল/সবজি/ফল উৎপাদনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের [Northwest Crop Diversification Project (NCDP)] মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পের সফলতার প্রেক্ষিতে NCDP প্রকল্পের ন্যায় Second Crop Diversification Project (SCDP)-এর আওতায় ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এবং বেসিক ব্যাংক লিঃ-এর হোলসেলিং ব্যবস্থাপনায় ব্র্যাকের মাধ্যমে যোগ্য কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পে ক্রেডিট কম্পোনেন্ট ২৬ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ প্রায় ২০৩.০০ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী দুটি হোলসেল ব্যাংককে বিতরণ করা হয়েছে।

৪.২। এডিবি'র অর্থায়নে পরিচালিত কৃষি ও গ্রামীণ সহায়ক কার্যক্রম

৪.২.১। দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প/Second Crop Diversification Project (SCDP)

বাংলাদেশের দরিদ্রতম উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কৃষকদের বেশিরভাগই ধান উৎপাদন করে থাকে যার বাজার মূল্য তুলনামুলকভাবে কম। উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্য ফসল/সবজি/ফল (অনুচ্ছেদ ৩.১.৭ এ বর্ণিত) উৎপাদনের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (NCDP) এর মেয়াদ ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে শেষ হয়। উত্তর পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (NCDP)-এর সফলতা বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (SCDP) নামে একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটির ক্রেডিট কম্পোনেন্ট এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রকল্পটির আওতায় রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের পাশাপাশি খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের ২৭ টি জেলার ৫২টি উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মোট দুই লক্ষ তিন হাজার কৃষক এ ঋণ সুবিধা পাচ্ছেন। এ প্রকল্পটির ক্রেডিট কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করার জন্য বেসিক ব্যাংক লিঃ এবং ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ-কে হোলসেলিং এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের ঋণ প্রদানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানে অভিজ্ঞ এমএফআই ব্র্যাক কে নির্বাচন করা হয়েছে।

NCDP এর ন্যায় এ প্রকল্পেও উচ্চমূল্য ফসল (অনুচ্ছেদ ৩.১.৭ এ বর্ণিত) চাষের জন্য ঋণ প্রদান করা হচ্ছে সেই সাথে উচ্চমূল্য বৃক্ষরোপণের জন্যও এ প্রকল্প হতে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটির ক্রেডিট কম্পোনেন্ট ২৬ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ প্রায় ২০৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী দুটি হোলসেল ব্যাংককে বরাদ্দকৃত অর্থের সমপরিমাণ প্রায় ২০৩.০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৪.৩ । JICA অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি

৪.৩.১। Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project (SMAP)

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ সহায়তার পাশাপাশি কার্যকর কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনমানের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাপান সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা JICA'র (Japan International Cooperation Agency) অর্থায়নে `Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project' (SMAP) শীর্ষক প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে। বিগত ১৬ জুন ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং JICA'র মধ্যে প্রকল্পটির ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ উক্ত প্রকল্পের Executing Agency এবং বাংলাদেশ ব্যাংক Implementing Agency হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর, ২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের আকার স্থানীয় মুদ্রায় প্রায় ৮২৩.০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে সরকারী অংশের পরিমাণ ৬৬.৩৫ কোটি টাকা, যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয়। এ প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদে সর্বোচ্চ দুই (০২) লক্ষ টাকা শস্য, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং

প্রাণিসম্পদ এ তিনটি খাতে নির্বাচিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে দেশব্যাপি উপরোক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষকগণ বিনামূল্যে কার্যকর কারিগরী সহায়তাও পাচ্ছেন। প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে প্রায় ৭,০৫,৫৫৭ জন কৃষকের অনুকূলে ১১ টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৩,৮৮৮.০২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ৫% হার সুদে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থায়ন করছে যা ১৯% হার সুদে (ক্রমহ্রাসমান) কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পের তহবিল আরো ৮ বছর অর্থাৎ আগামী ২০২৯ সাল পর্যন্ত একইভাবে ঘূর্ণায়মান থাকবে।

৪.৪। সরকারের এটুআই ও অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'কৃষি ও পল্লী ঋণ সহজীকরণ' প্রকল্প

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড কর্তৃক 'কৃষি ও পল্লী ঋণ সহজীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটির পাইলটিং কার্যক্রম বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলার সরকারি ব্যাংকসমূহের সকল শাখায় ও বেসরকারী ব্যাংকসমূহের দু'টি করে শাখায় চলমান রয়েছে। কৃষক যে কোন স্থান থেকে অনলাইনে www.onlinekrishi.gov.bd অথবা 'krishiloan' নামীয় এ্যান্ড্রয়েড ভিত্তিক এ্যাপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করে কৃষি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবে। এ প্রক্রিয়ায় কৃষক নিজে আবেদন করতে সক্ষম না হলে নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে কৃষি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে ঋণ আবেদন গৃহীত হওয়া সাপেক্ষে ঋণ মঞ্জুরীকালে কৃষককে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ শুধুমাত্র একবার ব্যাংক শাখায় যাওয়ার প্রয়োজন হবে। এছাড়া, কৃষক অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে আবেদনের সর্বশেষ অগ্রগতি যাচাই করতে পারবে এবং ঋণ অনুমোদিত হলে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানতে পারবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদন সিস্টেমের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিতে পারবে অথবা ঋণ আবেদন গৃহীত না হলে প্রকৃত কারণ উল্লেখ করে কৃষককে পুনরায় আবেদন করার পরামর্শ প্রদান করতে পারবে।

৪.৫। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কৃষি খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমসমূহ

৪.৫.১। পাট খাতে ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

পাট খাতে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ করে কৃষকদের নিকট থেকে ন্যায্যমূল্যে পাট ক্রয়ের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয় এবং ০৯ জুন, ২০১৪ তারিখে এ সংক্রান্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ জারী করা হয়। এ স্কিমের অর্থ রপ্তানির সাথে জড়িত/সংশ্লিষ্ট সকল পাটকল/পাট ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় যা'তে সুদের হার ব্যাংক পর্যায়ে প্রচলিত ব্যাংক হারে (তৎকালীন ৫%) এবং গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৯% নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের মাধ্যমে এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমটি পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণ চুক্তিনামা স্বাক্ষরের মাধ্যমে তফসিলি ব্যাংকগুলো এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য, এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণসমূহ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয় না। প্রসঙ্গতঃ ২৩ জুন, ২০১৯ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৩ এর মাধ্যমে উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের পরিমাণ আরও ১০০ (একশত) কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকায় উন্নীত করার এবং গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার সর্বোচ্চ ৮% পুনঃনির্ধারণ করে স্কিমটির মেয়াদ পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৯/০৭/২০২০ তারিখ থেকে ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক হারে (বর্তমানে ৪%) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে এবং ব্যাংক সর্বোচ্চ ৭% সুদ হারে প্রতি ষান্মাসিকে সুদাসলের একটি নির্দিষ্ট হারে পরিশোধ/সমন্বিত হওয়া সাপেক্ষে পাটকল/পাট রপ্তানিকারকদের ঋণ প্রদান করবে। ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকার এ তহবিল হতে নতুনভাবে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৬৭.৫২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

৪.৫.২। দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

দেশের বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান, পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ গুঁড়াদুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ার্থে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গাভী ক্রয়, লালন-পালন এবং কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সংকর জাতের গাভীপালনের জন্য ৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত নবায়ন/আবর্তনযোগ্য (Revolving) ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়। এ স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার নতুন ব্যাংক রেট কার্যকরের তারিখ অর্থাৎ ২৯/০৭/২০২০ তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৩%। ব্যাংক/ বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে সুদ ক্ষতি/ভর্তুকি বাবদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অতিরিক্ত ৫% দাবী করতে পারবে। এছাড়া, অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক রেটে (বর্তমানে ৪% যা পরিবর্তনশীল) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে স্বাক্ষরিত অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রের (Participation Agreement) আওতায়

সরকারি ও বেসরকারী খাতের ১৪টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে এ স্কিমের আওতায় সমুদয় অর্থ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ সম্পন্ন করেছে। গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণসমূহের বিপরীতে সুদ ভর্তুকি প্রদান/পুনর্ভরণের লক্ষ্যে স্কিমটির মেয়াদ ৩১/১২/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ২৭/০৬/২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার লেটার নং-০১ জারি করা হয়েছে।

৪.৫.৩। 'ঘরে ফেরা' বিষয়ক ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে কর্মজীবি/শ্রমজীবি/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি তাদের স্ব স্ব কর্ম হারানোর কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়ার ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করে ০৩/০১/২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং-০১ জারি করা হয়েছে। স্বল্প পুঁজির স্থানীয় ব্যবসা, পরিবহন খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী যানবাহন ক্রয়, ক্ষুদ্র প্রকৌশল শিল্প, মৎস্য চাষ, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন, তথ্য প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্র ও অন্যান্য সেবা উৎসারী কর্মকাণ্ড, বসতঘর নির্মাণ/সংস্কার, সবজি ও ফলের বাগান, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ফসল বিপনন, গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করে এমন কর্মকাণ্ড যেমন ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/ মুড়ি তৈরি, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন ক্রয়, কৃত্রিম গহনা তৈরী, মোমবাতি তৈরী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এমন ক্ষেত্রে এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখিত খাতসমূহে স্কিমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৬% সরল সুদ হারে ঋণ বিতরণ করবে এবং বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ০.৫% সুদ হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে। স্কিমটির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত। ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় ১৪,৮২০ জন কৃষক/গ্রাহকের অনুকূলে ২১৫.৩৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৪.৫.৪। গম ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

দেশে গম ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করে ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং-০৫ জারি করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ কৃষক পর্যায়ে ৪% সুদ/মুনাফা হারে ঋণ বিতরণ করছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহকে ০.৫০% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন করছে। স্কিমটির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত। ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় ১২,৬২৬ জন কৃষকের অনুকূলে ১০৬.৫৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৪.৫.৫। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কৃষি খাতে স্বল্প সুদ হারে ঋণ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য ১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০৭ এর মাধ্যমে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ধান চাষ, মৎস্য চাষ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত শাক-সবজি, ফল ও ফুল চাষ, প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় গরু মোটাতাজাকরণ, পোল্ট্রি ও দুগ্ধ উৎপাদন খাতে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। স্কিমটির আওতায় কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের সুদ/মুনাফার হার ৪% এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহকে ০.৫০% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন করছে। স্কিমটির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় ১,০১,২৫১ জন কৃষকের অনুকূলে ১,৫১৬.২৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৫. দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে কৃষি খাতের গুরুত্ব: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

গত দেড় দশকে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও কৃষকবান্ধব নীতির ফলে দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তবে সম্প্রতি কোভিড-১৯ অতিমারি উত্তর চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় বৈশ্বিক কারণে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতির ফলে স্থানীয় কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণের বাজারমূল্যের বিরূপ প্রভাবে কৃষির উৎপাদন ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়। তবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল ফসল ও অধিক উৎপাদনশীল মৎস্য চাষাবাদের পাশাপাশি উন্নত জাতের পশুপালন করা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকারের কৃষি ও কৃষকবান্ধব নীতি সহায়তার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নতুন কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালার আলোকে অধিক উৎপাদনশীল খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে চিহ্নিত করে সহজলভ্য ও স্বল্পসুদে পর্যাপ্ত পরিমাণ কৃষি ঋণ বিতরণ এবং এর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যা সামষ্টিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে মুল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে।

পরিশিষ্ট-ক: বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঃ খাত/উপখাত

১। স্বল্প মেয়াদি ঋণ

১.১। ফসল ঋণ

(ক) রোপা আমন

(খ) রবি ফসল

১) বোরো

২) গম

৩) আলু

৪) আখ

৫) সরিষা/বাদাম

৬) অন্যান্য রবি ফসল (ডাল, শীতকালীন শাক-সবজি ইত্যাদি)।

গ) গ্রীষ্মকালীন ফসল

১) আউশ/বোনা আমন

২) পাট

৩) ভুট্টা

৪) অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফসল (তিল, গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি ইত্যাদি)।

(ঘ) তুলা

(ঙ) বীজ উৎপাদন

(চ) অন্যান্য ফসল (আদা, কচু ইত্যাদি)।

১.২। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন

(ক) মৎস্য চাষ

(খ) চিংড়ি চাষ

(গ) একুয়াকালচার

(ঘ) রেণু উৎপাদন

১.৩। লবণ চাষ

১.৪। অন্যান্য স্বল্প মেয়াদি কর্মকাণ্ড

১.৫। শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ

১.৬। বিবিধ।

২। মেয়াদি ঋণ

২.১। সেচ যন্ত্রপাতি

ক) গভীর নলকূপ

খ) অগভীর নলকূপ

গ) এল এল পি

ঘ) হস্তচালিত নলকূপ/ওয়াটার পাম্প/ট্রেডল পাম্প।

২.২। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

ক) হালের গরু/মহিষ

খ) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

১) গরু মোটাতাজাকরণ

২) দুগ্ধ খামার

৩) ছাগল/ভেড়ার খামার

গ) হাঁস/মুরগির খামার (পোলট্রি)

ঘ) কেঁচো কম্পোস্ট সার ।

২.৩। কৃষি যন্ত্রপাতি

ক) পাওয়ার টিলার

খ) ট্রাক্টর

গ) ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের যন্ত্র

ঘ) অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি

২.৪। নার্সারী ও উদ্যানভিত্তিক ফসল (আনারস, বাউকুল, ওয়েল পাম ইত্যাদি)।

২.৫। পান বরজ।

২.৬। মাশরুম চাষ

২.৭। আয় উৎপাদনক্ষম কর্মকাণ্ড

২.৮ । গ্রামীণ পরিবহন (নৌকা, রিক্সা, ভ্যান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি) ।

২.৯। জলমহাল ব্যবস্থাপনা।

২.১০। অন্যান্য মেয়াদি কর্মকাণ্ড [রেশমগুটি উৎপাদন, লাক্ষাগাছ, খয়েরগাছ উৎপাদন, রেশম চাষ, তুঁত গাছ চাষ, চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ইত্যাদি]।

বিঃদ্রঃ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন খাতে মেয়াদি ঋণও বিতরণ করা যাবে।

পরিশিষ্ট-খ: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা

ক্রম.	ব্যাংকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)		ক্রম.	ব্যাংকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)
ক.	**রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক**			১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ	৯৫৭
১	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৬,৮০০		১১	আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি.	৮২৭
২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১,৯৫০		১২	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	৩,১৩২
	(i) উপ সমষ্টি	**৮,৭৫০**		১৩	যমুনা ব্যাংক লিঃ	৩৭৭
				১৪	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	৬১৬
খ.	**রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক**			১৫	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	৫০৬
১	সোনালী ব্যাংক পিএলসি.	১,৩৫০		১৬	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	২৫২
২	জনতা ব্যাংক লিঃ	৭৬০		১৭	এনসিসি ব্যাংক লিঃ	৪৬৩
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	৭০০		১৮	ওয়ান ব্যাংক লিঃ	৪৬৪
৪	রূপালী ব্যাংক লিঃ	৪০০		১৯	প্রাইম ব্যাংক লিঃ	৫৭৫
৫	বেসিক ব্যাংক লিঃ	৫০		২০	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ	৫৭৮
৬	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ	২০		২১	পূবালী ব্যাংক লিঃ	৯৮৫
	(ii) উপ সমষ্টি	**৩,২৮০**		২২	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	৫০১
				২৩	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	৭৫০
গ.	**বিদেশী ব্যাংক ঃ**			২৪	সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ	৭৫৪
১	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	৫৫৬		২৫	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ	৩৮৪
২	ব্যাংক আল-ফালাহ লিঃ	৩৮		২৬	দি সিটি ব্যাংক লিঃ	৭৮৪
৩	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন	১২৫		২৭	ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	৬৫২
৪	সিটি ব্যাংক এন এ	৩৬		২৮	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি.	১,০১৯
৫	হাবিব ব্যাংক লিঃ	১১		২৯	উত্তরা ব্যাংক পিএলসি.	৩৩৭
৬	এইচএসবিসি	২৪৬		৩০	ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ	১০১
৭	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	২৩		৩১	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচারাল এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ	১৮১
৮	উরি ব্যাংক	১২		৩২	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	৩১৫
	(iii) উপ সমষ্টি	**১,০৪৭**		৩৩	মেঘনা ব্যাংক লিঃ	৮৮
				৩৪	মিডল্যান্ড ব্যাংক লিঃ	১১২
ঘ.	**বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ**			৩৫	এনআরবি ব্যাংক লিঃ	১১৯
১	এবি ব্যাংক লিঃ	১০১		৩৬	মধুমতি ব্যাংক লিঃ	১৩২
২	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ	৯৪১		৩৭	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.	২৮৪
৩	ব্যাংক এশিয়া লিঃ	৫৪০		৩৮	সীমান্ত ব্যাংক লিঃ	৩২
৪	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ	৩১		৩৯	কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	১২৬
৫	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ	৮৭৩		৪০	বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	২২
৬	ঢাকা ব্যাংক লিঃ	৫১৫		৪১	পদ্মা ব্যাংক লিঃ	৫৮
৭	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ	৮০০		৪২	সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি.	৪
৮	ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ	৬১৬				
৯	এক্সিম ব্যাংক লিঃ	১০১৯			***(iv) উপ সমষ্টি***	**২১,৯২৩**

সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা *(i + ii + iii + iv)* = ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) কোটি টাকা

পরিশিষ্ট-গ: কেঁচো কম্পোস্ট সার (Vermicompost) উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার

ক) নতুন প্রকল্প স্থাপনঃ

গরু ক্রয় (২টি)	মাটির চাড়ী ক্রয়/ হাউস নির্মাণ	কেঁচো ক্রয় (৩ কেজি)	ঘর তৈরি/শেড নির্মাণ	অন্যান্য উপাদান ক্রয়	মোট খরচ	গরু ক্রয় ব্যতীত মোট খরচ
২,০০,০০০	৩০,০০০	১০,০০০	৪৯,০০০	১,০০০	২,৯০,০০০.০০	৯০,০০০.০০

খ) পূর্ব হতেই গাভী পালন করছে ঃ

যে সকল ব্যক্তি আগে থেকেই গাভী পালন করে আসছে এবং গাভীর শেড রয়েছে তাদেরকে মাটির চাড়ী/হাউস নির্মাণ ও কেঁচো ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করলেই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে ৯০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ একক অথবা যৌথ ভিত্তিতে উৎপাদনকারী পরিবার/প্রতিষ্ঠান।

ঋণ পরিশোধের সময়কালঃ ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে ০৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ অনধিক চার (৪) বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য।

জামানতের পরিমাণঃ নতুন প্রকল্প স্থাপনে জামানত গ্রহণ/ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে জামানত নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং পূর্ব হতেই গাভী পালন করছে এমন ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে জামানত বিহীন ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-ঘ: স্বল্পমেয়াদি কৃষি (ফসল) ঋণ/বিনিয়োগের নমুনা আবেদন পত্র

ছবি

ব্যবস্থাপক
. . . . .ব্যাংক লিঃ
জেলা . . . .

শাখার জন্য প্রযোজ্যঃ পাস বই নম্বরঃ
দরখাস্ত গ্রহণের তারিখঃ

জনাব,

বিষয়ঃ . . . . চাষের জন্য ঋণ প্রদান প্রসঙ্গে।

আমি/আমরা আপনার ব্যাংক শাখা হতে. . . . . . . অর্থবছরে শস্য ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণে ইচ্ছুক এবং এতদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী সরবরাহ করিতেছি।

১। আবেদনকারীর নাম ঃ . . . . বয়স ঃ. .. . .
২। পিতা/স্বামীর নাম ঃ . . . .
৩। মাতার নাম ঃ . . . .
৪। পূর্ণ ঠিকানা গ্রাম ঃ. . . . . ডাকঘর ঃ . . . .
ইউনিয়ন ঃ . . . . থানা/উপজেলা ঃ . . . .
জেলা ঃ . . . .
৫। জাতীয় পরিচয় পত্র নং ঃ . . . .
৬। মোবাইল ফোন নং ঃ . . . .
৭। আবেদনকৃত ঋণের সংশ্লিষ্ট চাষাধীন জমি ও উৎপাদিত ফসলের বিস্তারিত বিবরণ ঃ-

	মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমান	উৎপাদিতব্য ফসলের নাম	প্রার্থীত ঋণ/ বিনিয়োগের পরিমাণ
(ক) নিজ মালিকানাধীন						
(খ) বর্গা চাষাধীন						
(গ) লিজ জমি						

৮। ঋণ/বিনিয়োগের জামানত ঃ প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে উৎপাদিতব্য/উৎপাদিত শস্য ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকিবে।
৯। পরিশোধ পদ্ধতি ও ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ ঃ সংশ্লিষ্ট শস্য ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের দিন হইতে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদ/মুনাফাসহ পরিশোধযোগ্য।
১০। বর্তমান দায়দেনার পরিমাণঃ অপরিশোধিত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণঃ (ক) স্বল্প মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ ঃ
(খ) মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ ঃ

১১। আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, অত্র আবেদন পত্রে দাখিলকৃত সমগ্র তথ্যাবলী সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সত্য। আমি/আমরা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি ও অংগীকার করিতেছি যে, মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ উৎপাদিতব্য নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদনের কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করিব এবং এই অর্থ কোনক্রমেই অন্য কোন কাজে ব্যবহার করিব না। আমি/আমরা আরো অংগীকার করিতেছি যে, মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক আরোপিত সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে মানিয়া চলিব এবং গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করিয়া সময়মত সুদসহ সম্পূর্ণরূপে ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ করিব। অন্যথায় প্রচলিত আইনের আওতায় আদালতে মামলা দায়ের/কেসের মাধ্যমে ব্যাংক আমার নিকট হইতে সমুদয় পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

____
আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহির সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
নাম ঃ . . . .
পিতার নাম ঃ . . . .
পূর্ণ ঠিকানা ঃ . . . .

____
আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

১২। মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তার সুপারিশঃ আবেদনকারী কর্তৃক উপরোক্ত তথ্যাবলী আমি সরেজমিনে পরিদর্শন/দাখিলকৃত তথ্যাদি ও দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সনদ প্রদান করিতেছি যে, বর্ণিত তথাবলী সত্য ও নির্ভুল। আবেদনকারীকে চলতি মৌসুমে নিম্নোক্ত শস্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে . . . . টাকা ঋণ মঞ্জুরির সুপারিশ করিতেছি।

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ	ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ
ক)		
খ)		
গ)		

মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

১৩। ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পূরণীয়ঃ

ক) মঞ্জুরিকৃত মোট ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ টাকা . . . . কথায় . . . . .মাত্র

খ) মঞ্জুরির তারিখ ঃ . . . . গ) জামানত ঃ উৎপাদিত শস্য ও মজুত শস্য

ঘ) সুদ/মুনাফার হার ঃ বার্ষিক . . . .% হারে সরল সুদ/মুনাফা প্রযোজ্য হইবে। সুদ/মুনাফা হার পরিবর্তনশীল। ব্যাংক কর্তৃক সুদ/মুনাফা হার পরিবর্তন করা হইলে পরিবর্তিত সুদ/মুনাফা হার প্রযোজ্য হইবে।

ঙ) ঋণ/বিনিয়োগের ধরন ঃ

চ) ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ ও পরিশোধ পদ্ধতি ঃ

ছ) ফসলওয়ারী ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ

ফসলের নাম	নগদ টাকা	উপকরণ(টাকায়)	মোট টাকা	ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ	বিতরণের তারিখ	পরিশোধের তারিখ
১)						
২)						
৩)						

তারিখঃ . . . .

ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

১৪। যেহেতু আমাকে/আমাদিগকে . . . . .ব্যাংক হতে ১৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলীতে মোট টাকা ঃ . . . . (কথায় ঃ. . . . . .মাত্র) শস্য ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হইয়াছে, সেহেতু আমি/আমরা এতদ্বারা অংগীকার করিতেছি যে, আমরা/আমাদের আবেদনপত্রে বর্ণিত জমিতে যে শস্যাদি উৎপন্ন হইবে তৎসমুদয় উৎপাদিত এবং মজুত শস্যাদি যা আমার/আমাদের নিজ হেফাজতে বা অন্য কাহারো হেফাজতে আছে/থাকিবে বা অন্য স্থানে নেওয়া হইতেছে বা হইবে তাহা উক্ত ঋণ/বিনিয়োগের জামানত স্বরূপ গণ্য হইবে এবং ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে। প্রয়োজনবোধে ব্যাংক উক্ত শস্যাদি অথবা আবেদনপত্রে উল্লিখিত নিজ মালিকানাধীন জমি বিক্রয় করিয়া ব্যাংকের ঋণ/বিনিয়োগ বাবদ পাওনা আসল ও সুদ/মুনাফা আদায় করিয়া নিতে পারিবে। ইহাতে আমার/আমাদের কোন ওজর আপত্তি থাকিবে না, কোন আপত্তি থাকিলে তাহা আইনগত অগ্রাহ্য হইবে। ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তফসীল বর্ণিত নিজ মালিকানাধীন জমি কাহারো নিকট দায়বদ্ধ/হস্তান্তর করিব না এবং জমির খাজনাদি নিয়মিত পরিশোধ করিব। উপরোক্ত শর্তাবলীতে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত মোট টাকা . . . . (কথায় ঃ. . . . . মাত্র) ঋণ/বিনিয়োগের জন্য অত্র দলিল স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে সম্পাদন করিলাম।

চুক্তি সম্পাদনের তারিখঃ . . . .

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

১৫(ক)। জামিনদারের হলফনামা ঃ (বর্গাচাষিদের ক্ষেত্রে জমির মালিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে পরিবারের সদস্যবৃন্দ/আত্মীয়স্বজন অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বার অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের গ্রাহক জামিনদার হইতে পারিবে)

আমি এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, উপরোক্ত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের টাকা . . . . (কথায় ঃ. .মাত্র) যথাসময়ে সুদ/মুনাফা ও অন্যান্য খরচাদিসহ পরিশোধ করা না হইলে আমি ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার পক্ষে জামিনদার হিসেবে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগের সমুদয় টাকা সুদ/মুনাফাসহ ব্যাংক কর্তৃক চাহিবামাত্র পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

তারিখঃ . . . .

জামিনদারের স্বাক্ষর/টিপসহি
(টিপসই হইলে সনাক্ত করিতে হইবে)

টিপসহির সনাক্তকারীর স্বাক্ষর

জামিনদারের নাম ঃ. . . . .

সনাক্তকারীর নাম ঃ . . . .
ঠিকানা ঃ . . . .

পিতার নাম ঃ . . . .
পূর্ণ ঠিকানা ঃ. . . . .
. . . .
মোবাইল নং . . . .

১৫(খ)। বর্গাচাষিদের ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে জামিনদার না পাওয়া গেলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/ ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির প্রত্যয়ন পত্রঃ

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তিগতভাবে আমার পূর্ব পরিচিত। তিনি উপরে বর্ণিত তফসীলের জমিতে চাষ করিতেছেন এবং গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ সময়মত পরিশোধ করিবেন। পরিশোধ না করিলে তাহার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ে আমি ব্যাংককে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করিব।

প্রত্যয়নকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি
(টিপসই হইলে সনাক্ত করিতে হইবে)

টিপসহির সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
সনাক্তকারীর নাম ঃ . . . .
ঠিকানা ঃ . . . .

প্রত্যয়নকারীর নাম ঃ. . . . .
পিতার নাম ঃ . . . .
পূর্ণ ঠিকানা ঃ. . . . .
. . . .
মোবাইল নং . . . .

১৬। ঋণ/বিনিয়োগ আবেদন বিবেচনা করা না হইলে তাহার কারণঃ

তারিখঃ . . . .

ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

পরিশিষ্ট-৬: ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচারঃ ১৪৩০-৩১ বাং/২০২৩-২৪ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
দানা শস্য:										
১	আউশ (উফশী)	৫২৮৬	৮৮০	১৮৭০	০	১১০০	৪৬০০	৩৬০০০	৮২৫০	৫৭৯৮৬
২	আউশ (স্থানীয়)	৩১৪৬	৭১৫	১১০০	০	৬৬০	৪০০০	৩০০০০	৮২৫০	৪৭৮৭১
৩	রোপা আমন (উফশী)	৬৩১৪	৮৮০	১৭৬০	০	১১০০	৪৫০০	৩৬০০০	৮২৫০	৫৮৮০৪
৪	রোপা আমন (স্থানীয়)	৩৭৪০	৭১৫	০	০	১১০০	৪৫০০	৩০০০০	৮২৫০	৪৮৩০৫
৫	বোনা আমন (স্থাণীয়)	১৩৭৫	৬৬০	০	০	০	৪০০০	৩০০০০	৬৬০০	৪২৬৩৫
৬	বোরো (হাইব্রিড)	৮২৭৮	১৫৪০	৮৮০০	০	১৬৫০	৬০০০	৪৮০০০	৮২৫০	৮২৫১৮
৭	বোরো (উফশী)	৬৬৩৫	৯৭৫	৯৫০০	০	২০০০	৬০০০	৪৮০০০	৮০০০	৮১১১০
৮	বোরো (স্থানীয়)	৬৬৩৫	৮৮০	৫৫০০	০	১১০০	৫০০০	৩৬০০০	৭১৫০	৬২২৬৫
৯	কালো ধান	৭৭১০	৯৫০০	৪৫০০	০	৬০০০	৩৬০০	২১৬০০	৩০০০০	৮২৯১০
১০	গম (সেচসহ)	৮০৯৫	৩৪৮০	৩০০০	০	৯০০	৪৫০০	৩০০০০	৮০০০	৫৭৯৭৫
১১	কাউন	২৫৪৭	৬৬০	১৬৫০	০	১১০০	৩৬০০	১৫০০০	৭১৫০	৩১৭০৭
১২	জোয়ার (সরগম)	৫১৯৪	৬০৫	১৬৫০	০	৪৪০	৩০০০	১৫০০০	৬৬০০	৩২৪৮৯
১৩	বাজরা (পালমিলেট)	২৫৪৭	৬০৫	১৬৫০	০	৪৪০	৩০০০	১৫০০০	৬৬০০	২৯৮৪২
১৪	বার্লি বা যব	২৫৮৯	৬০৫	১৬৫০	০	৫৫০	৩০০০	১৫০০০	৬৬০০	২৯৯৯৪
১৫	চিনা	২৪৯০	৪৯৫	১৬৫০	০	৫৫০	৩০০০	১৫০০০	৬৬০০	২৯৭৮৫
১৬	হাইব্রীড ভুট্টা (খরিপ)	৯৫১৫	২৮৬০	১৬৫০	০	৮৮০	৩৬০০	২১০০০	৮২৫০	৪৭৭৫৫
১৭	হাইব্রীড ভুট্টা (রবি)	৯৫১৫	২৮৬০	২২০০	০	৮৮০	৩৬০০	২১০০০	৮২৫০	৪৮৩০৫
১৮	সুইট কর্ণ	১১০০০	৯৯০০	৯৯০০	০	৫৫০০	৬০০০	১২০০০	১৭২৫০	৭১৫৫০
১৯	চিয়াসিড	৭০৪০	২৭৫	১৬৫০	০	১১০০	১০০০	২১০০০	১৬১০০	৪৮১৬৫

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচারঃ ১৪৩০-৩১ বাং/২০২৩-২৪ ইং										
ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
অর্থকরী ফসল:										
২০	পাট	৩৪৩২	৩৮৫	০	০	১১০০	৪৬০০	৩০০০০	৮২৫০	৪৭৭৬৭
২১	শন পাট	২৩৩৯	৩৮৫	০	০	৮৮০	৩৬০০	১৫০০০	৭৭০০	২৯৯০৪
দানা শস্য:										
২২	আখ	১৭৯৩৩	৪৪০০	৪৪০০	০	২৭৫০	৩৬০০	৩০০০০	৮৮০০	৭১৮৮৩
২৩	মিষ্টি পান	১১২০০৮	২৭৫০০০	১৩২০০	২৬০০০০	১৪৩০০	১২০০০	৩৬০০০০	৪৭৩০০	১০৯৩৮০৮
	পান	৮৪৭০০	৬৬০০০	৭৭০০	১৭০০০০	৭৭০০	৬০০০	৩০০০০০	২৯৭০০	৬৭১৮০০
২৪	তুলা (আমেরিকান)	১১৮৭৬	৫৫০	১৭৬০	০	১১০০	৩৬০০	৩০০০০	৮২৫০	৫৭১৩৬
২৫	তুলা (কুমিল্লা পাহাড়ি)	১০৩৭৭	৫৫০	১৭৬০	০	১১০০	৩৬০০	৩০০০০	৮২৫০	৫৫৬৩৭
শাক সবজি:										
২৬	শিম	৮২৬২	৭৭০	১৭৬০	১৪০০০	৮৮০	৩৬০০	২৪০০০	৮২৫০	৬১৫২২
২৭	লাল শাক	৭৯২০	৪৪০	১১০০	০	৪৪০	৩৬০০	১২০০০	৬৬০০	৩২১০০
২৮	পালং শাক	৭৫৩৭	২২০	১১০০	০	৪৪০	৩৬০০	১২০০০	৭৭০০	৩২৫৯৭
২৯	কলমি শাক	৮৭৪৯	২২০	১১০০	০	৪৪০	৩৬০০	১২০০০	৭১৫০	৩৩২৫৯
৩০	লাউ	৯৩৫০	২২০	১১০০	২০০০০	৪৪০	৩৬০০	১২০০০	৮২৫০	৫৪৯৬০
৩১	মুলা	১০১৭০	২৭৫	১৬৫০	০	৮৮০	৩৬০০	১২০০০	৮২৫০	৩৬৮২৫
৩২	ফুলকপি	১০৮৬০	৯৯০	৩৩০০	০	৮৮০	৩৬০০	২১০০০	৮২৫০	৪৮৮৮০
৩৩	বাঁধাকপি	১০৯২৬	৯৯০	৩৩০০	০	৮৮০	৩৬০০	২১০০০	৮২৫০	৪৮৯৪৬
৩৪	ওলকপি	১৩৫৩৬	৯৯০	৩৩০০	০	৭৭০	৩৬০০	২১০০০	৮২৫০	৫১৪৪৬
৩৫	শালগম	১৩৫৩৬	৯৯০	৩৩০০	০	৭৭০	৩৬০০	২১০০০	৮২৫০	৫১৪৪৬
৩৬	গাজর	৯৩৪১	৫৫০০	২৫৩০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৮২৫০	৪১৯৯১
৩৭	মটরসুটি	৮০১২	৮৮০	৮৮০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৮২৫০	৩৪৩৯২
৩৮	বরবটি	৮১৩৮	১৫৪০	৮৮০	৬০০০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	৪৪১৭৮
৩৯	লেটুস	৮১৭৫	৮৮০	২৫৩০	০	৭৭০	৩৬০০	২১০০০	৮২৫০	৪৫২০৫
৪০	বেগুন	৯৬০২	১৬৫	২৭৫০	০	১৯৮০	৩৬০০	১৫০০০	৮৮০০	৪১৮৯৭

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অন্য কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪১	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	৯১২৫	১৬৫	১১০০	৬০০০	১৪৩০	৩৬০০	২৪০০০	৮২৫০	৫৩৬৭০
৪২	টমেটো (রবি)	৯১২৫	১৬৫	২৭৫০	৬০০০	৮৮০	৩৬০০	২৪০০০	৮২৫০	৫৪৭৭০
৪৩	শশা	৮৫৯১	১৬৫	১১০০	১৪০০০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	৫১৪৭৬
৪৪	উচ্ছে/করল্লা	৮৬৪৪	১২১০	৩৩০০	১৪০০০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	৫৪৭৭৪
৪৫	পটল	৮৫৯১	২৪২০	১১০০	১৪০০০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	৫৩৭৩১
৪৬	ঢেঁড়স	৯১৩৬	৩৩০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৮২৫০	৩৫৮৪৬
৪৭	মিষ্টিকুমড়া	৯২১০	১৫৪	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৮২৫০	৩৫৭৪৪
৪৮	চালকুমড়া	৯২১০	১৫৪	১৭৬০	২০০০০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৮২৫০	৫৫৭৪৪
৪৯	কাকরোল	৮৬৪৬	১৬৫০	১৭৬০	১৪০০০	৭৭০	৩৬০০	২৪০০০	৮২৫০	৬২৬৭৬
৫০	ঝিংগা	৯২১০	১৫৪	১৭৬০	১৪০০০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	৫২৭৪৪
৫১	চিচিঙ্গা	৯২১০	১১০	১৭৬০	১৪০০০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	৫২৭০০
৫২	ধুন্দল	৯২১০	১৫৪	১৭৬০	১৪০০০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	৫২৭৪৪
৫৩	পুঁইশাক	৮২৯৪	৫৫০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	৩৮২২৪
৫৪	ফরাসী শিম	৮৯৬৬	২৭৫	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১৮০০০	৮২৫০	৪১৬২১
৫৫	ডাটা	৮৬৫৩	১৬৫	১১০০	০	৫৫০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	৩৭৩১৮
৫৬	ক্যাপসিকাম	২১৭৪৭	১৩২০০	৫৫০০	৬০০০	৬৬০০	৬৬০০	৬০০০০	৮২৫০	১২৭৮৯৭
৫৭	ব্রোকলি	১১২২০	১৯৮০	৪৪০০	০	১৪৩০	৩৬০০	১৮০০০	৮২৫০	৪৮৮৮০
৫৮	স্কোয়াশ	১০৬৭০	১৪৩০	৪৪০০	০	১৪৩০	৩৬০০	১৮০০০	৮২৫০	৪৭৭৮০
মসলা জাতীয় ফসল:										
৫৯	মরিচ	১০০০৫	২৭৫	১৭৬০	০	৮৮০	৫৪০০	৩০০০০	৮২৫০	৫৬৫৭০
৬০	পেঁয়াজ	৯৯০০	১৯৮০০	৩৩০০	০	৩৯৬০	৬৫০০	৩৫৫০০	১৬৫০০	৯৫৪৬০

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অন্য কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬১	রসুন	১০৩৭০	২৭৫০০	১৭৬০	০	৭৭০	৫৪০০	১৫০০০	৮৮০০	৬৯৬০০
৬২	আদা	১০১৮৭	৭৪৮০০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১৮০০০	৮৮০০	১১৭৯১৭
৬৩	হলুদ	৯৫১৮	৯৩৫০০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮৮০০	১৩২২৮৮
৬৪	ধনিয়া	৯৩৬২	১৫৪	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৮২৫০	৩৫৮৯৬
৬৫	জিরা	৮৯৪২	১৪৩০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮৮০০	৪০৩০২
ফল:										
৬৬	কলা	২৮৮৭৯	১৮১৫০	৩৩০০	৫১০০০	১৪৩০	৩৬০০	২১০০০	১৬৫০০	১৪৩৮৫৯
৬৭	পেঁপে	২৭৭৯৯	১১০০০	১৭৬০	৫২৫০০	৭৭০	৩৬০০	২১০০০	১৩২০০	১৩১৬২৯
৬৮	আনারস	১২৪২৬	২২০০০	২৭৫০	০	৭৭০	৩৬০০	২১০০০	১৩২০০	৭৫৭৪৬
৬৯	তরমুজ	৯৪৯২	৬৬০০	৩৩০০	০	১৪৩০	৩৬০০	২৪০০০	১৩২০০	৬১৬২২
৭০	বাংগী	৯৯২৯	৫৫০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১৮০০০	৭৭০০	৪২৩০৯
৭১	আম	৮২২৯১	৭৭০০	১৭৬০	০	৩৮৫০	৩৬০০	১৮০০০	২৭৫০০	১৪৪৭০১
৭২	লেবু	২৭৫০৬	১১০০০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	১৯৮০০	৭৮৭৭৬
৭৩	লটকন	১৫৫৫৪	১১০০০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	১৯৮০০	৬৬৮২৪
৭৪	পেয়ারা	১৭০৯০	১১০০০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	২৪০০০	২২০০০	৭৯৫৬০
৭৫	স্ট্রবেরী	১৭৩১১	১২১০০০	১৭৬০	০	১৪৩০	৩৬০০	৩০০০০	২২০০০	১৯৭১০১
৭৬	লিচু	২৩৮৭০	৫৮৩০	১৭৬০	০	৩৮৫০	৩৬০০	২১০০০	২৭৫০০	৮৭৪১০
৭৭	সৌদি খেজুর (বাগান পরিচর্যার জন্য বাৎসরিক খরচ)	১৯০০০০	৬৬০০০০	২০০০০	০	৪০০০০	০	৮৬৪০০	৯০০০	১০০৫৪০০
৭৮	ত্বীন ফল	৮২৫০০	৫২৫০০০	২০০০	০	৫০০০	৪৫০০০	৯০০০০	৪৫০০০	৭৯৪৫০০
৭৯	কমলা লেবু (নতুন বাগান সৃজন)	১৮৩৬১	৮২৫০	১৭৬০	০	১৪৩০	৩৬০০	২১০০০	২২০০০	৭৬৪০১
৮০	কমলা লেবু (পুরাতন বাগানের উৎপাদন বৃদ্ধি)	৩৯৩২৬	০	১৭৬০	০	১৪৩০	৩৬০০	২১০০০	১৩২০০	৮০৩১৬

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অন্য কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৮১	মাল্টা	৯৩৩৬	১১০০০	৩৯৬০	০	৭৭০	৬৪০০	১৮০০০	১৩২০০	৬২৬৬৬
৮২	সফেদা	৯১৯৬	৪৪০০	৩৯৬০	০	৭৭০	৬৪০০	১৮০০০	১৩২০০	৫৫৯২৬
৮৩	আমড়া	৯৩৯৬	২২০০	৩৯৬০	০	৭৭০	৬৪০০	১৮০০০	১৩২০০	৫৩৯২৬
৮৪	নারিকেল	১১০৩৩	৫৫০০	৩৯৬০	০	৭৭০	৬৪০০	১৮০০০	১৩২০০	৫৮৮৬৩
৮৫	ভিয়েতনামী নারিকেল (বাগান পরিচর্যার জন্য বাৎসরিক খরচ)	১৮১৫০০	৬০৫০০	২২০০	০	৩৩০০০	০	১৪৪০০০	১৭২৫০	৪৩৮৪৫০
৮৬	বাউকুল/আপেলকুল	২০১১৭	১৯৮০০	১৭৬০	০	৩৮৫০	৩৬০০	৬০০০০	২৭৫০০	১৩৬৬২৭
৮৭	ড্রাগন ফল	২৭৬৭১	৭৭০০০	৭৭০০	২০০০০০	২৭৫০	২০০০	৬০০০০	২৭৫০০	৪০৪৬২১
৮৮	রাম্বুটান	২৩৮৭০	২৪২০০	৫৫০০	৬০০০	৩৮৫০	৩৬০০	২১০০০	২২০০০	১১০০২০
৮৯	এভোকাডো	১২০০০	৬৩০০০	১৩৫০০	১৫০০	৬০০০	৬৮০০	৭২০০	৩০০০০	১৪০০০০
কন্দাল ফসল:										
৯০	আলু (উফশী)	১০১০৯	৩৩০০০	২৭৫০	০	৩৯৬০	৩৬০০	২১০০০	৮২৫০	৮২৬৬৯
৯১	মিষ্টি আলু	৯৮১৩	৫৭২০	১৭৬০	০	৮৮০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	৪৫০২৩
৯২	আলু (কচুরিপানার ডাবল বেড পদ্ধতিতে)	১০১০৯	৩৩০০০	১৬৫০	৬০০০	১৯৮০	০	১৫০০০	৮২৫০	৭৫৯৮৯
৯৩	কচু (মুখী কচু)	৮৭৮৭	৪৭৩০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৭৭০০	৪২৩৪৭
৯৪	পানি কচু	৮৯৭৮	১৭৬০০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৭৭০০	৫৪৭৪৮
৯৫	ওল কচু	১০৩৭৯	৯৯০০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	৪৯৬৫৯
৯৬	কাসাবা	৭৪৮০	১৯৮০	১৪৩০	০	৫৫০	২৬০০	১৫০০০	১৩২০০	৪২২৪০

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অন্য কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
তৈল জাতীয়:										
৯৭	সরিষা (উফশী)	৯৮০৮	২৬৪	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৭৭০০	৩৮২৪২
৯৮	সরিষা (স্থানীয়)	৯০৩০	২৬৪	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৭৭০০	৩৭৪৬৪
৯৯	চিনাবাদাম (খরিপ)	২৭৬৭	৩৫২০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	২৪০০০	৮২৫০	৪৪৬৬৭
১০০	চিনাবাদাম (রবি)	২৭৬৭	৩৫২০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	২৪০০০	৭৭০০	৪৪১১৭
১০১	সূর্যমুখী	৯৬৯০	৪৪০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	৯০০০	৮২৫০	৩৩৫১০
১০২	কাজুবাদাম	১১৫৫০	৩৩০০	৫৫০০	৩৫০০	১১০০	১৩০০০	৩০০০০	১৩২০০	৮১১৫০
		প্রথম বছরে ৪৫০০০ ও পরবর্তী দুই বছরে ৩৬০০০								
১০৩	তিল (খরিপ)	৮৯৮২	২৬৪	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৭৭০০	৩৪৪১৬
১০৪	তিল (রবি)	৮৯৮২	২৬৪	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৭৭০০	৩৪৪১৬
১০৫	কুসুম ফুল	৭৬৭৬	২৬৪	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	৯০০০	৭৭০০	৩০১১০
১০৬	তিসি	৯৮৬	২৬৪	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	৯০০০	৭৭০০	২৩৪২০
১০৭	সয়াবিন (খরিপ)	৯২১৫	২৫৩০	০	০	১১০০	৩৬০০	১২০০০	৮২৫০	৩৬৬৯৫
১০৮	সয়াবিন (রবি)	৯২১৫	২৫৩০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৮২৫০	৩৮১২৫
ডাল জাতীয়:										
১০৯	মুগডাল (খরিপ-১)	১৭৫৩	৯৯০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৭১৫০	৩০৩৬৩
১১০	মুগডাল (রবি)	১৭৫৩	৯৯০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৭১৫০	৩০৩৬৩
১১১	মাসকলাই (খরিপ)	৭৪৯	১৩২০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৭১৫০	২৬৬৮৯
১১২	মাসকলাই (রবি)	৭৪৯	১৩২০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৭১৫০	২৬৬৮৯

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অন্য কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১১৩	ছোলা	১৮১৬	১৬৫০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৭১৫০	২৮০৮৬
১১৪	অড়হর	৫৫৮৮	৬৬০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৭১৫০	৩০৮৬৮
১১৫	মসুর	২৩৯১	১৬৫০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৭১৫০	৩১৬৬১
১১৬	খেসারী	৭৮০	১৩২০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৭১৫০	২৯৭২০
১১৭	মটর	৬৮১	১৯৮০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৩২০০	৭১৫০	২৮৪৮১
১১৮	গোমটর	৬৮১	১৯৮০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৩২০০	৭১৫০	২৮৪৮১
ফুল জাতীয়										
১১৯	জারবেরা ফুল	৬৩০০৮	৮৫৮০০০	৩০২৫০০	৩৪০০০০	২৭৫০০	১৭৫০০০	৩৪৪৪০০	৩৮৫০০	২১৪৮৯০৮
১২০	গোলাপ ফুল	৩৭৫৪৯	১৩৭৫০০	২২০০০	৩৫০০০	১৩২০০	৮০০০	৪৪৪৬০০	৫৫০০০	৭৫২৮৪৯
১২১	গ্লাডিওলাস ফুল	২৯৭৭৭	২২০০০০	৭১৫০	৩০০০	৬৬০০	৪৫০০০	১৩২০০০	৫৫০০০	৪৯৮৫২৭
১২২	রজনীগন্ধা ফুল	২৭৫৬৬	১৫৪০০	৭৭০০	২০০০	৮৮০০	৫৫০০	১৫৯০০০	৪৯৫০০	২৭৫৪৬৬
১২৩	গাঁদা ফুল	১৫১১৪	১৮৭০০	১৩২০০	৩০০০	৯৯০০	৫০০০	৮৭০০০	৪৪০০০	১৯৫৯১৪
অন্যান্য:										
১২৪	ঘৃতকুমারী	১৪৯৪৯	৫৫০০০	২৭৫০	০	১৩২০	২০০০	৬০০০	১৬৫০০	৯৮৫১৯
১২৫	চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন)	২৭৩৬৪	৩৮৫০০	১৭৬০০	৩৮০০	৩৭৯৫০	৩২০০০	১২০০০০	১৬৫০০	২৯৩৭১৪
১২৬	মৌচাষ					মৌমাছিসহ ৫০টি বক্স তৈরির খরচ ৩০০০*৫০=১৫০০০০/-	৪৮০০০		বাক্স পরিবহন ও অন্যান্য ৫০০০০	২৪৮০০০
১২৭	আগর					০	১৫৯৫০		৭৭০০	০
১২৮	ওয়েল পাম					১৭৩২৫	৪৪০		৩৩০০	০

বি:দ্র: ফুল জাতীয় ফসল চাষাবাদের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২৯	মাশরুম বীজ উৎপাদন	অটোক্লেব ৩টি	ক্লিনকেঞ্চ ১টি	এয়ার কন্ডিশনার ৩টি	০	র্যা ক ২০ লোহার তৈরী	রানিংকষ্ট কাঠের গুড়া, গমের ভুসি	শ্রমিক ৬ জন	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য	১৩৯৪০০০
		১৯৮০০০	১৩২০০০	২৬৪০০০	০	৩৫০০০০	২৭৫০০০	৯০০০০	৮৫০০০	
১৩০	মাশরুম উৎপাদন (প্রতি মাসে ৫০০ কেজি)	র্যা ক ২০টি	রানিং কস্ট	০	০	০	০	৫৭০০০	০	৪৫৮৫০০
		৩৩০০০০	৭১৫০০							
১৩১	ধৈঞ্চা	৯১৩	৪৪০	০	০	০	৩৬০০	৬০০০	৫৫০০	১৬৪৫৩
১৩২	সুগার বীট	১০৭২৫	৪৪৬৬	৩৫২০	০	৫২৮০	৩২০০	২২৮০০	১৭২৫০	৬৭২৪১
১৩৩	সামুদ্রিক শৈবাল	০	৩৫৬৪০	০	০	০	১৪০০০০	৩৯৬০০০	১৪৯৫০	৫৮৬৫৯০
১৩৪	কফি (বাগান পরিচর্যার জন্য বাৎসরিক খরচ)	১৬৫০০০	৪৯৫০০	১৬৫০০	০	১৬৫০০	০	১৪৪০০০	১৭২৫০	৪০৮৭৫০
১৩৫	পাতি ঘাস	১১২২০	২১০০	৩০০০	০	৫০০০	৯০০	১০৮০০	২০০০০	৫৩০২০

পরিশিষ্ট-চ: ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচিঃ ১৪৩০-১৪৩১বাং/২০২৩-২০২৪ইং

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
(ক) দানা শস্য				
১	আউশ (উফশী)	১৯ মাঘ-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মে	১৬ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র ১ জুলাই-৩১ আগস্ট	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
২	আউশ (স্থানীয়)	১ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৬ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র ১ জুলাই-৩১ জুলাই	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৩	রোপা আমন (উফশী)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৪	রোপা আমন (স্থানীয়)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৫	বোনা আমন (স্থানীয়)	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-৩০ মে	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৫ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী
৬	বোরো (উফশী /হাইব্রিড)	১ কার্তিক-১ চৈত্র ১৫ অক্টোবর-১৫ মার্চ	১৭ বৈশাখ-১৫ আষাঢ় ১ মে--৩০ জুন	১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৭	বোরো (স্থানীয়)	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৫ আষাঢ় ১ এপ্রিল-৩০ জুন	১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৮	কালো ধান	১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	৩১ মার্চ
৯	গম (সেচসহ)	১৭ কার্তিক-১ পৌষ ১ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ-১৭ ফাল্গুন ৩১ জানুয়ারী-১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
১০	কাউন	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১১	জোয়ার (সরগম)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১২	বাজরা (পালমিলেট)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৩	বার্লি / যব	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৪	চিনা	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৫	ভুট্টা (খরিপ)	১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মে	১ মে-৩১ আগস্ট	৩০ সেপ্টেম্বর
১৬	ভুট্টা (রবি)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৭	সুইট কর্ণ	১৫ নভেম্বর-১৪ ডিসেম্বর	১৪ এপ্রিল-১৪ মে	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৮	চিয়া বীজ	১৫ অক্টোবর-১৫ ডিসেম্বর	১৪ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
(খ) অর্থকরী ফসল				
১৯	পাট	৩ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারী-৩০ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
২০	শন পাট	৩ ফাল্গুন-১ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারী-১৫ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
২১	আখ	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ (পরের বছর)
২২	পান	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
২৩	আমেরিকান জাতের তুলা (ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ)	১৭ আষাঢ়-১৫ আশ্বিন ১ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	১ পৌষ-১ চৈত্র ১৫ ডিসেম্বর-১৫ মার্চ	১৬ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল
২৪	কুমিল্লা তুলা (বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা)	১৮ চৈত্র- ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১ অগ্রহায়ণ-১৭ পৌষ ১৫ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৭ চৈত্র ৩১ মার্চ
(গ) শাক সবজি				
২৫	শিম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৬	লালশাক	২ মাঘ-৩০ ভাদ্র ১৫ জানুয়ারী- ১৫ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১৫ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৭	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ জানুয়ারী-৩১ ডিসেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৫ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
২৮	কলমি শাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
২৯	লাউ	৩০ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৭ চৈত্র ১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩০	মুলা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩১	ফুলকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩২	বাঁধাকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৩	ওলকপি	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৪	শালগম	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৫	গাজর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৬	মটরশুটি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৭	বরবটি	২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ চৈত্র-৩০ ভাদ্র ১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
৩৮	লেটুস	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৩৯	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪০	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪১	টমেটো (রবি)	৩১ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ আগস্ট-৩১ ডিসেম্বর	১৭ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৪ আশ্বিন ৩০ এপ্রিল
৪২	শশা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৩	উচ্ছে/করল্লা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
৪৪	পটল	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৪৫	ঢেঁড়স	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৬	মিষ্টি কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৭	চাল কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৮	কাকরোল	১৭ ফাল্গুন-১৭ চৈত্র ১ মার্চ-৩১ মার্চ	১৬ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় ৩১ মে-৩০ জুন	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৯	ঝিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৫০	চিচিঙ্গা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৫১	ধুন্দল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৫২	পুঁইশাক	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৫৩	ফরাসী শিম	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৫৪	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ মাস
৫৫	ক্যাপসিকাম	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৫৬	ব্রোকলি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৫৭	স্কোয়াস	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
(ঙ) মসলা জাতীয় ফসল				
৫৮	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৫৯	পেঁয়াজ	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৬০	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই (পরের বছর)
৬১	আদা	১৭ কার্তিক-১৫ আষাঢ় ১ নভেম্বর-৩০ জুন	১৮ চৈত্র -১৫ অগ্রহায়ণ ১ এপ্রিল-৩০ নভেম্বর	১৭ মাঘ ৩১ জানুয়ারী (পরের বছর)
৬২	হলুদ	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৭ অগ্রহায়ণ-১৭ মাঘ ১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৬৩	ধনিয়া	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর	১ অগ্রহায়ণ-১৫ ফাল্গুন ১৫ নভেম্বর-৩০ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৬৪	জিরা	৩ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩০ মাঘ-২৯ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
(চ) ফল				
৬৫	কলা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৬৬	পেঁপে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৬৭	আনারস	২ চৈত্র-৩০ বৈশাখ ১৬ মার্চ-১৪ মে	৩০ ফাল্গুন-৩০ বৈশাখ ১৫ মার্চ-১৪ মে (পরের বছর)	৩০ কার্তিক ১৪ নভেম্বর (পরের বছর)
৬৮	তরমুজ	৩০ আশ্বিন-১৮ মাঘ ১৫ অক্টোবর-৩১ জানুয়ারী	১৭ ফাল্গুন-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-১৫ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৬৯	বাংগী	১৯ মাঘ-১ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-১৬ মার্চ	১৮ বৈশাখ-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১ মে-১৬ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৭০	আম	সারা বছর	১৫ বৈশাখ- ৩০ শ্রাবণ ২৮ এপ্রিল-১৫ আগস্ট	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৭১	লেবু	সারা বছর	সারা বছর	সারা বছর
৭২	লটকন	১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ এপ্রিল-১৫ জুলাই	১ বৈশাখ-৩০ শ্রাবণ ১৫ এপ্রিল-১৫ আগস্ট	৩০ শ্রাবণ ১৫ আগস্ট (ফসল সংগ্রহের বছর)
৭৩	পেয়ারা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৭৪	স্ট্রবেরী	অক্টোবর-নভেম্বর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফসল সংগ্রহের মাস থেকেই (পরের বছর)
৭৫	লিচু	সারা বছর	মে - জুন	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৭৬	সৌদি খেজুর	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৭৭	ড্রাগন ফল	সারাবছর (মার্চ-মে ব্যতিত)	রোপনের ২.৫-৩ মাস পর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৭৮	কমলা লেবু	এপ্রিল-মে	নতুন বাগানের ক্ষেত্রে ৪-৫ বছর পর ডিসেম্বর মাস ও পুরাতন বাগানের ক্ষেত্রে ঐ বছরের ডিসেম্বর মাস।	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী (পরের বছর)

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৭৯	মাল্টা	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১ বছর পর পৌষ-মাঘ ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পরবর্তী বছর ১৫ ভাদ্র-১৫ কার্তিক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
৮০	সফেদা	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১৫ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র জুলাই-আগস্ট (১ বছর পর)	১৫ মাঘ-১৫ চৈত্র ফেব্রুয়ারী-মার্চ (পরবর্তী বছর)
৮১	আমড়া	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১৫ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (১ বছর পর)	১৫ কার্তিক-১৫ পৌষ নভেম্বর-ডিসেম্বর (পরবর্তী বছর)
৮২	নারিকেল	১৫ বৈশাখ-১৫ ভাদ্র জুন-আগস্ট	৬-৭ বছর ১৫ আশ্বিন-১৫ অগ্রহায়ণ অক্টোবর-নভেম্বর	৬-৭ বছর ১৫ পৌষ-১৫ ফাল্গুন জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী
৮৩	ভিয়েতনামী নারিকেল	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৮৪	বাউকুল/আপেল কুল	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মার্চ-এপ্রিল	মার্চ-এপ্রিল (ফসল সংগ্রহের বছর)
৮৫	ড্রাগন ফল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	রোপনের ৬-৭ মাস পর থেকে ১৫-২০ বছর পর্যন্ত	পরবর্তী বছর থেকে
৮৬	রাম্বুটান	১৮ ফাল্গুন-১৭ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৭ আষাঢ়-১৬ শ্রাবণ ১ জুলাই-৩১ জুলাই	ঋণ বিতরণের ০৩ বছর পর
৮৭	এভোকাডো	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	নভেম্বর-ডিসেম্বর (ফসল সংগ্রহের বছর)
(ছ) কন্দাল ফসল				
৮৮	আলু (উফশী)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ৩০ আগস্ট
৮৯	আলু (স্থানীয়)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ৩০ আগস্ট
৯০	মিষ্টি আলু	১৭ ভাদ্র-১৬ অগ্রহায়ণ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ ভাদ্র ৩১ আগস্ট
৯১	আলু (কচুরিপানার ডাবল বেড পদ্ধতিতে)	১৭ ভাদ্র-১৬ কার্তিক ১ সেপ্টেম্বর-৩১ অক্টোবর	১৭ অগ্রহায়ণ-১৮ মাঘ ১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৯২	কচু (মুখী কচু)	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৯৩	পানি কচু	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন (পরের বছর)
৯৪	ওলকচু	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন (পরের বছর)
৯৫	কাসাবা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ (পরের বছর) ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর (পরের বছর)	১৫ পৌষ ৩০ ডিসেম্বর
(জ) তৈল জাতীয়				
৯৬	সরিষা (উফশী)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯৭	সরিষা (স্থানীয়)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৯৮	চিনাবাদাম (খরিপ)	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৯৯	চিনাবাদাম (রবি)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ ভাদ্র ৩১ আগস্ট
১০০	সূর্যমুখী (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১০১	কাজুবাদাম	১৬ ফাল্গুন-১৭ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৮ বৈশাখ-১৭ জ্যৈষ্ঠ ১ মে-৩১ মে	ঋণ বিতরণের ০৩ বছর পর
১০২	তিল (খরিপ)	১৯ মাঘ-৩০ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় ১ জুন-৩০ জুন	১৫ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
১০৩	তিল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১৫ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১ চৈত্র ১ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
১০৪	গর্জন তিল/গুজি তিল	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৪ ডিসেম্বর	২ মাঘ-১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১০৫	কুসুম ফুল (স্যাফ ফ্লাওয়ার)	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৪ ডিসেম্বর	২ মাঘ-১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১০৬	সয়াবিন (খরিপ)	৩০ আষাঢ়-১৪ আশ্বিন ১৫ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ মাঘ ১ নভেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
১০৭	সয়াবিন (রবি)	১৭ কার্তিক-১৮ মাঘ ১ নভেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-৩১ মে	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
(ঝ) ডাল জাতীয়				
১০৮	মুগডাল (খরিপ)	১৭ ফাল্গুন-১ বৈশাখ ১ মার্চ-১৫ এপ্রিল	২৯ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ১৩ মে-১ জুলাই	১৫ আশ্বিন ১ অক্টোবর
১০৯	মুগডাল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১৫ ডিসেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ শ্রাবণ ১ আগস্ট
১১০	মাসকলাই (খরিপ)	৩১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ মে-১৪ জুলাই	৩০ শ্রাবণ-২৯ আশ্বিন ১৫ আগস্ট-১৫ অক্টোবর	১৭ পৌষ ১ জানুয়ারী
১১১	মাসকলাই (রবি)	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২৪ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ৭ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১১২	ছোলা	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
১১৩	অড়হর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩১ জুলাই
১১৪	মসুর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৪ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৪ মে
১১৫	খেসারী	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৪ মে
১১৬	মটর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১১৭	গো-মটর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
ফুল জাতীয়				
১১৮	জারবেরা ফুল	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	ডিসেম্বর-নভেম্বর	মে-জুন
১১৯	গোলাপ	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	মে-জুন
১২০	গ্লাডিওলাস	সেপ্টেম্বর-জানুয়ারী	জানুয়ারী-ডিসেম্বর	মে-জুন
১২১	রজনীগন্ধা	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন
১২২	গাঁদা (রবি-খরিপ)	অক্টোবর-ডিসেম্বর মে-জুন	জানুয়ারী-জুন মে-ডিসেম্বর	মার্চ-এপ্রিল আগস্ট-সেপ্টেম্বর
অন্যান্য ফসলঃ				
১২৩	ঘৃতকুমারী	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	রোপনের ১ বছর পর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত	পরবর্তী বছর থেকে
১২৪	চা ফসল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	রোপনের ১ বছর পর থেকে ১৫-২০ বছর পর্যন্ত	পরবর্তী বছর থেকে
১২৫	মৌচাষ	নভেম্বর-ডিসেম্বর	শীত মৌসুমে ১৫ ফেব্রুয়ারী বসন্ত মৌসুমে ১৫ জুন	মধু সংগ্রহের মাস থেকেই
১২৬	আগর	মে-জুন	রোপনের ১৫-২০ বছর পর এবং আগর গাছ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়ে পরিপক্ক হলে সারা বছরই গাছ কর্তন করা যায়।	গাছ কর্তনের শুরু থেকেই
১২৭	পামওয়েল	জুন-জুলাই	রোপনের ৫-৭ বছর পর	ফসল সংগ্রহের পর
১২৮	মাশরুম বীজ উৎপাদন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১২৯	মাশরুম উৎপাদন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৩০	সবুজ সার (ধৈঞ্চা)	এপ্রিল-মে	জুলাই-আগস্ট	৩১ ডিসেম্বর
১৩১	সুগার বীট	১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৪ এপ্রিল-১৪ মে	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৩২	সামুদ্রিক শৈবাল	অক্টোবর-মার্চ	রশি স্থাপনের ৩০ দিনের মধ্যে	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৩৩	কফি	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৩৪	পাতি ঘাস	অক্টোবর-নভেম্বর	চারা রোপণের তিন মাস পর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই

বিঃদ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

১। মাশরুম বীজ (Spawn) উৎপাদন খরচের বিবরণী

ক্রঃ নং	ফসল	স্পন (Spawn) প্যাকেট উৎপাদন খরচ প্রতি মাসে ২৫০০০ প্যাকেট							মোট টাকার পরিমাণ
		অটোক্লেভ (৩টি)	ক্লিন বেঞ্চ (১টি)	এয়ার কন্ডিশনার (৩টি)	র‌্যাক (২০টি লোহার তৈরী)	রানিং কস্ট (কাঠের গুড়া, গমের ভুষি ইত্যাদি)	শ্রমিক (৬ জন)	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য খরচ	
১	মাশরুম বীজ	১৮০০০০	১২০০০০	২৪০০০০	৩৫০০০০	২৭৫০০০	৯০০০০	৮৫০০০	১৩৪০০০০

মাশরুম বীজ উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানে বিবেচ্য বিষয় ঃ

- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং (৩০০০ বঃ ফুট) থাকতে হবে।
- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং ছাড়াও মালামাল উঠানো নামানো ও কাঁচামাল সংরক্ষণের জন্য অন্তত ৩০০০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং ও ফাঁকা জায়গা নিজস্ব না হলে অন্তত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ভাড়া চুক্তি থাকতে হবে।
- মোটরযানে যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।
- জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

ঋণ প্রদান ও পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা ঃ সারা বছর।

২। মাশরুম উৎপাদন খরচের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	ফসল	প্রতি মাসে ৫০০ কেজি মাশরুম উৎপাদন			মোট টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
		র‌্যাক (২০টি)	রানিং কস্ট (প্যাকেটের মূল্য ইত্যাদি)	শ্রমিক (৩ জন)		
১	মাশরুম	৩০০০০০	৬৫০০০	৫৭০০০	৪২২০০০	রানিং কস্টের সুবিধা পরবর্তী মাসেও বলবৎ থাকবে

মাশরুম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানে বিবেচ্য বিষয় ঃ

- চাষঘর (৩০০০ বঃফুট) থাকতে হবে।
- চাষঘর ছাড়াও মালামাল উঠানো নামানোর জন্য অন্তত ১০০০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- চাষঘর ও ফাঁকা জায়গা নিজস্ব না হলে অন্তত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ভাড়ার চুক্তি থাকতে হবে।
- মোটরযানে যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।
- জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

ঋণ প্রদান ও পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা ঃ সারা বছর।

রেশম চাষে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে
তুঁতচাষ ও পলুপালন বাবদ খরচের বিবরণী এবং উৎপাদন পঞ্জিকা

১। তুঁতচাষ সংক্রান্ত

(ক) নতুন তুঁতচারা রোপন ও উৎপাদনশীলকরণ বাবদ ব্যয়

পলুপোকা (Silk Worm) ২০-২২ দিন তুঁতগাছের পাতা খায়। এরপর মুখ নিঃসৃত লালা দিয়ে ৭২ ঘন্টার মধ্যে রেশম গুটি তৈরী করে। পলুর একমাত্র খাদ্য তুঁতগাছের পুষ্টিমানসমৃদ্ধ পাতা। তাই পলুপালনের উদ্দেশ্যে তুঁতগাছের আবাদ করতে হয়। তুঁতগাছ বহুবর্ষজীবি উদ্ভিদ। একবার তুঁতগাছ রোপণ করলে প্রায় ২৫-৩০ বছর পর্যন্ত পাতা পাওয়া যায়। ১ম বছরে তুঁতচারা রোপণ ও রোপণোত্তর বাবদ যে খরচ হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হলো

স্থায়ী খরচ (এককালীন)

ক্রঃ নং	খরচের খাত	শ্রমিক সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য/মজুরি	মোট খরচ (টাকায়)
	রোপণ খরচ			
১.	১৬০০টি তুঁতচারা (রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে)	১৬০০টি	-	-
২.	তুঁতচারা রোপণের জন্য গর্ত করা (১৬০০টি)	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
৩.	সার ক্রয় ও প্রয়োগ বাবদ (প্রতি গর্তে ২ কেজি গোবর, ২৫ গ্রাম টিএসপি ও ১৫ গ্রাম এমপি)	-	-	৭৬৫০/-
৪.	চারা রোপণ	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
৫.	টপ কাটিং	৪ জন	৪৫০/-	১৮০০/-
৬.	বিবিধ			৪০০/-
	উপমোট			**২৪,২৫০/-**
	রোপণোত্তর খরচ			
৭.	গাছের গোড়া খোঁড়া ও আগাছা পরিষ্কার ৮ জন x ২বার	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
৮.	সার ক্রয় ও প্রয়োগ (বছরে ২ বার) (অজৈব সার ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি ফসফেট, ২০ কেপি পটাশ)	-	-	২৬৫০/-
৯.	সেচ	২বার	৩০০/-	৬০০/-
১০.	হালকা খোঁড়া (২বার)	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
১১.	বিবিধ			৩০০/-
	উপমোটঃ			**১৭,৯৫০/-**
	সর্বমোটঃ			**৪২,২০০/-**

(খ) বর্ধনশীল ও উৎপাদনশীল তুঁতবাগান পরিচর্যা বাবদ ব্যয় (প্রতি বছর)

তুঁতচারা রোপণের পর বর্ধনশীল তুঁতগাছগুলি ৩ বছর পর উৎপাদনশীল তুঁতগাছে পরিণত হয়। মানসম্পন্ন তুঁতপাতা উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রতি বছরে তুঁতবাগান পরিচর্যার খরচ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

অস্থায়ী/রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (প্রতি বছর)

ক্রম:	খরচের খাত	শ্রমিক সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য/মজুরি	মোট খরচ (টাকায়)
১.	গাছের গোড়া খোঁড়া ও আগাছা পরিষ্কার (৯ জন x ৪ বার)	৩৬ জন	৪৫০/-	১৬,২০০/-
২.	জৈব সার (বছরে ১ বার)	২০০ ঘনফুট	২৫/-	৫০০০/-
৩.	অজৈব সার ক্রয় (ইউরিয়া ৮৮ কেজি, টিএসপি ৪৪ কেজি, এমপি ২৮ কেজি)	-	-	৩৫৫০/-
৪.	সেচ	২বার	৩০০/-	৬০০/-
৫.	হালকা খোঁড়া (৮ জন x ২বার)	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
৬.	সার প্রয়োগ	৩ জন	৪৫০/-	১৩৫০/-
৭.	গাছ ছাঁটাই (১০ জন x ২বার)	২০ জন	৪৫০/-	৯০০০/-
৮.	বিবিধ			২০০/-
	মোটঃ			**৪৩,১০০/-**

২। পলুপালন সংক্রান্ত (প্রতি শত ডিমের পলুপালন বাবদ ব্যয়):

১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে আবাদকৃত তুঁতগাছের পাতা দিয়ে প্রায় ১০০টি ডিমের পলুপালন করা যায়। পলুপালন করার জন্য পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদির প্রয়োজন। এ বাবদ যে খরচ হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হল-

স্থায়ী খরচ (এককালীন)

১.	১ টি পলুঘর তৈরী ব্যয় (২০' x ১৫' x উচ্চতা ১২’)	৮০,০০০/-
২.	কাঠের পিড়া	৪০০/-
৩.	পাতা কাটা ছুরি	৩০০/-
৪.	গাছ ছাটাইয়ের দা/ প্রুনিং সিজার	৪০০/-
৫.	হাইগ্রোমিটার	৭০০/-
৬.	ঘড়া কাঠি	১৫০০/-
৭.	বাশেঁর ডালা (৩.৫’ x ৫.৫’=১৯.২৫ বর্গফুট) পলুপালনে ৪৫০ বর্গফুট জায়গার জন্য x ২৫ টি ডালা (প্রতি ডালা ২০০/- হিসাবে)	৫০০০/-
৮.	বাশেঁর চন্দ্রকী ২০টি (প্রতিটি ৩০০/- হিসাবে)	৬০০০/-
৯.	পলিথিন	৩০০/-
১০.	সুতার জাল ৫০টি (৮০/- হিসাবে)	৪০০০/-
১১.	চটের বস্তা	৫০০/-
১২.	বিবিধ	২০০০/-
	উপমোট:	**১,০১,১০০/-**

অস্থায়ী/রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (প্রতি বছর)

১৩.	শ্রমিক ব্যয় বাবদ (৩০ জন x ৪৫০/- x ৪টি ক্রপ)	৫৪,০০০/-
১৪.	পলুপালন ঘর মেরামত ও সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৩৫০০/-
১৫.	অন্যান্য/ আনুসাংগিক ব্যয়	৫০০/-
	উপমোট:	৫৮,০০০
	মোট:	**১,৫৯,১০০/-**

স্থায়ী খরচ: তুঁতচাষ ও পলুপালন ৪২,২০০/- + ১,০১,১০০/- = ১,৪৩,৩০০/-

অস্থায়ী/রক্ষণাবেক্ষণ: তুঁতচাষ ও পলুপালন ৪৩,১০০/- + ৫৮,০০০/- = ১,০১,১০০/-

মোট খরচ = **২,৪৪,৪০০/-**

২। ঋণ পরিশোধের সময় ও কিস্তি নির্ধারণ:

তুঁতচারা রোপনের পর তুতঁচারাগুলি ৩ বছর পর উৎপাদনশীল তুতঁগাছে পরিণত হলে উক্ত গাছের পাতা দিয়ে পলুপালন ও রেশম গুটি উৎপাদন তথা রেশম চাষীগণ রেশম চাষের মাধ্যমে আয় রোজগার করতে শুরু করতে পারে। তাই এই কর্মকান্ডে ঋণ দেওয়া হলে ঋণ পরিশোধের জন্য ৩ বছর গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যেতে পারে। এরপর পরবর্তী ৪র্থ হতে ১০ম বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সময় সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

নিম্নোক্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী পলুপালন তথা রেশম গুটি উৎপাদন হয়ে থাকে।

ক্র:নং	মৌসুমের নাম	চাষীদেরকে ডিম সরবরাহ	রেশম গুটি উৎপাদন
১	ভাদুরী বন্দ	৩-৮ আগস্ট	২৮ আগস্ট-২ সেপ্টেম্বর
২	অগ্রহায়নী বন্দ	২০-২৫ অক্টোবর	১৪-১৯ নভেম্বর
৩	চৈতা বন্দ	৫-৮ মার্চ	৩০ মার্চ- ৪ এপ্রিল
৪	জ্যৈষ্ঠা বন্দ	২০-২৫ মে	১৪-১৯ জুন

বছরের তিন মাস পরপর ৪টি মৌসুমে রেশম গুটি উৎপাদন হয়। তাই বছরে ৪ বার ঋণের কিস্তি নির্ধারণ করা যেতে পারে। কিস্তি পরিশোধের মাসসমূহ এপ্রিল, জুন, সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর হতে পারে।

পরিশিষ্ট-ছ: ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচারঃ ১৪৩০-১৪৩১ বাং/২০২৩-২০২৪ ইং

শ্রেণী বিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষ ভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা

ফসল (একর প্রতি)
ঋণের পরিমাণ টাকায় (একর প্রতি)

ক্রম.	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
১	রোপা আমন (উফশী)-আলু-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	আলু+বোরো (উফশী) ৮২৬৬৯+৮১১১০	--	২২২৫৮৩	৩০০%
২	রোপা আমন (উফশী)-আলু-রোপা আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	আলু ৮২৬৬৯	রোপা আউশ (উফশী) ৫৭৯৮৬	১৯৯৪৫৯	৩০০%
৩	আলু-পানি কচু	--	আলু ৮২৬৬৯	পানি কচু ৫৪৭৪৮	১৩৭৪১৭	২০০%
৪	রোপা আমন (উফশী)-গম-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	গম ৫৭৯৭৫	মুগ ৩০৩৬৩	১৪৭১৪২	৩০০%
৫	রোপা আমন (স্থানীয়)-ভুট্টা (রবি)-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৩০৫	ভুট্টা ৪৮৩০৫	সবুজ সার ১৬৪৫৩	১১৩০৬৩	৩০০%
৬	রোপা আমন (উফশী)-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	বোরো (উফশী) ৮১১১০	--	১৩৯৯১৪	২০০%
৭	মাসকলাই (রবি)-ভুট্টা (খরিপ)	--	মাসকলাই ২৬৬৮৯	ভুট্টা (খরিপ) ৪৭৭৫৫	৭৪৪৪৪	২০০%
৮	রোপা আমন (উফশী)-গম-পাট	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	গম ৫৭৯৭৫	পাট ৪৭৭৬৭	১৬৪৫৪৬	৩০০%
৯	আলু-বোনা আমন	-	আলু ৮২৬৬৯	বোনা আমন ৪২৬৩৫	১২৫৩০৪	২০০%
১০	রোপা আমন (স্থানীয়)-আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৩০৫	আলু ৮২৬৬৯	সবুজ সার ১৬৪৫৩	১৪৭৪২৭	৩০০%
১১	আলু-কচু (মুখী কচু)	-	আলু ৮২৬৬৯	কচু ৪২৩৪৭	১২৫০১৬	২০০%
১২	রোপা আমন (উফশী)-সূযমুখী-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	সূর্যমুখী ৩৩৫১০	মুগ ৩০৩৬৩	১২২৬৭৭	৩০০%
১৩	রোপা আমন (উফশী)-সূর্যমুখী-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	সূর্যমুখী ৩৩৫১০	সবুজ সার ১৬৪৫৩	১০৮৭৬৮	৩০০%

ক্রম.	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
১৪	রোপা আমন (উফশী)-সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	সরিষা ৩৮২৪২	সবুজ সার ১৬৪৫৩	১১৩৪৯৯	৩০০%
১৫	তুলা-ছোলা	তুলা ৫৭১৩৬	ছোলা ২৮০৮৬	-	৮৫২২২	২০০%
১৬	মাসকলাই-মুগ-রোপা আউশ	মাসকলাই ২৬৬৮৯	মুগ ৩০৩৬৩	রোপা আউশ ৫৭৯৮৬	১১৫০৩৮	৩০০%
১৭	সরিষা-রোপা আউশ	-	সরিষা ৩৮২৪২	রোপা আউশ ৫৭৯৮৬	৯৬২২৮	২০০%
১৮	মাসকলাই-সরিষা+মসুর-আউশ (স্থানীয়)	মাসকলাই ২৬৬৮৯	সরিষা+মসুর ৩৮২৪২+৩১৬৬১	আউশ (স্থানীয়) ৪৭৮৭১	১৪৪৪৬৩	৪০০%
১৯	রোপা আমন (স্থানীয়)-সরিষা-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৩০৫	সরিষা+বোরো (উফশী) ৩৮২৪২+৮১১১০		১৬৭৬৫৭	৩০০%
২০	রোপা আমন (স্থানীয়)-সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৩০৫	সরিষা ৩৮২৪২	সবুজ সার ১৬৪৫৩	১০৩০০০	৩০০%
২১	তিল (রবি)-আউশ (উফশী)	-	তিল (রবি) ৩৪৪১৬	আউশ (উফশী) ৫৭৯৮৬	৯২৪০২	২০০%
২২	মিষ্টি আলু-কাউন	-	মিষ্টি আলু ৪৫০২৩	কাউন ৩১৭০৭	৭৬৭৩০	২০০%
২৩	রোপা আমন (উফশী)-আলু-ভুট্টা (খরিপ)	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	আলু ৮২৬৬৯	ভুট্টা ৪৭৭৫৫	১৮৯২২৮	৩০০%
২৪	রোপা আমন (উফশী)-সরিষা-আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	সরিষা ৩৮২৪২	আউশ (উফশী) ৫৭৯৮৬	১৫৫০৩২	৩০০%
২৫	রোপা আমন (স্থানীয়)-সরিষা-রোপা আউশ (উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৩০৫	সরিষা ৩৮২৪২	আউশ (উফশী) ৫৭৯৮৬	১৪৪৫৩৩	৩০০%
২৬	মুলা-আলু-পাট	মুলা ৩৬৮২৫	আলু (উফশী) ৮২৬৬৯	পাট ৪৭৭৬৭	১৬৭২৬১	৩০০%
২৭	রোপা আমন (উফশী)-আলু (উফশী)-আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	আলু (উফশী) ৮২৬৬৯	আউশ (উফশী) ৫৭৯৮৬	১৯৯৪৫৯	৩০০%
২৮	সরিষা-পাট	-	সরিষা (উফশী) ৩৮২৪২	পাট ৪৭৭৬৭	৮৬০০৯	২০০%
২৯	আলু-পাট	-	আলু (উফশী) ৮২৬৬৯	পাট ৪৭৭৬৭	১৩০৪৩৬	২০০%

ক্রম.	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৩০	রোপা আমন (উফশী)-আলু (স্থানীয়)-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	আলু + বোরো (উফশী) ৮২৬৬৯+৮১১১০	--	২২২৫৮৩	৩০০%
৩১	মসুর-পাট	-	মসুর ৩১৬৬১	পাট ৪৭৭৬৭	৭৯৪২৮	২০০%
৩২	মসুর+সরিষা-পাট	-	মসুর+সরিষা ৩১৬৬১+৩৮২৪২	পাট ৪৭৭৬৭	১১৭৬৭০	৩০০%
৩৩	মুগ-মসুর-পাট	মুগ ৩০৩৬৩	মসুর ৩১৬৬১	পাট ৪৭৭৬৭	১০৯৭৯১	৩০০%
৩৪	রোপা আমন (স্থানীয়)-মসুর-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৩০৫	মসুর ৩১৬৬১	পাট ৪৭৭৬৭	১২৭৭৩৩	৩০০%
৩৫	মুলা-মসুর-পাট	মুলা ৩৬৮১৫	মসুর ৩১৬৬১	পাট ৪৭৭৬৭	১১৬২৪৩	৩০০%
৩৬	বোনা আমন-সরিষা-আউশ (স্থানীয়)	--	সরিষা ৩৮২৪২	বোনা আমন+ আউশ (স্থানীয়) ৪২৬৩৫+৪৭৮৭১	১২৮৭৪৮	৩০০%
৩৭	তিল-আউশ (স্থানীয়)	-	তিল ৩৪৪১৬	আউশ (স্থানীয়) ৪৭৮৭১	৮২২৮৭	২০০%
৩৮	রোপা আমন (উফশী)-সয়াবিন-পাট	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	সয়াবিন ৩৮১২৫	পাট ৪৭৭৬৭	১৪৪৩৯৬	৩০০%
৩৯	সরিষা-বোনা আউশ+ বোনা আমন	-	সরিষা ৩৮২৪২	বোনা আউশ+ বোনা আমন ৪৭৮৭১+৪২৬৩৫	১২৮৭৪৮	৩০০%
৪০	মুগ-গম-পাট	মুগ ৩০৩৬৩	গম ৫৭৯৭৫	পাট ৪৭৭৬৭	১৩৬১০৫	৩০০%
৪১	মাসকলাই-মসুর- আউশ (উফশী)	মাসকলাই ২৬৬৮৯	মসুর ৩১৬৬১	আউশ (উফশী) ৫৭৯৮৬	১১৬৩৩৬	৩০০%
৪২	রোপা আমন (স্থানীয়)-ছোলা-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৩০৫	ছোলা ২৮০৮৬	পাট ৪৭৭৬৭	১২৪১৫৮	৩০০%
৪৩	চিনাবাদাম- আউশ (স্থানীয়)	-	চিনাবাদাম ৪৪১১৭	আউশ (স্থানীয়) ৪৭৮৭১	৯১৯৮৮	২০০%
৪৪	রোপা আমন (উফশী)-মিষ্টি আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	মিষ্টি আলু ৪৫০২৩	সবুজ সার ১৬৪৫৩	১২০২৮০	৩০০%

ক্রম.	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৪৫	রোপা আমন (উফশী)-সয়াবিন- আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	সয়াবিন ৩৮১২৫	আউশ (উফশী) ৫৭৯৮৬	১৫৪৯১৫	৩০০%
৪৬	রোপা আমন (উফশী)-মিষ্টি আলু	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	মিষ্টি আলু ৪৫০২৩	--	১০৩৮২৭	২০০%
৪৭	পাট-মরিচ	--	মরিচ ৫৬৫৭০	পাট ৪৭৭৬৭	১০৪৩৩৭	২০০%
৪৮	আলু-মরিচ	--	আলু ৮২৬৬৯	মরিচ ৫৬৫৭০	১৩৯২৩৯	২০০%
৪৯	রোপা আমন-পেঁয়াজ	রোপা আমন ৫৮৮০৪	পেঁয়াজ ৯৫৪৬০	--	১৫৪২৬৪	২০০%
৫০	রোপা আমন -রসুন	রোপা আমন ৫৮৮০৪	রসুন ৬৯৬০০	--	১২৮৪০৪	২০০%
৫১	তরমুজ-বোনা আমন	--	তরমুজ ৬১৬২২	বোনা আমন ৪২৬৩৫	১০৪২৫৭	২০০%
৫২	ক্যাপসিকাম-গ্রীষ্মকালীন মুগ +টমেটো	--	ক্যাপসিকাম ১২৭৮৯৭	গ্রীষ্মকালীন মুগ+ টমেটো ৩০৩৬৩+৫৩৬৭০	২১১৯৩০	৩০০%
			মিশ্র ফসল			
৫৩	মসুর+সরিষা	-	মসুর+সরিষা ৩১৬৬১+৩৮২৪২	-	৬৯৯০৩	২০০%
৫৪	আখ+ আলু	-	আখ+আলু ৭১৮৮৩+৮২৬৬৯	-	১৫৪৫৫২	২০০%
৫৫	আখ+সরিষা	-	আখ+সরিষা ৭১৮৮৩+৩৮২৪২	-	১১০১২৫	২০০%
৫৬	আখ+মসুর	-	আখ+মসুর ৭১৮৮৩+৩১৬৬১	-	১০৩৫৪৪	২০০%
৫৭	আখ+ছোলা	-	আখ+ছোলা ৭১৮৮৩+২৮০৮৬	-	৯৯৯৬৯	২০০%
৫৮	আখ+সয়াবিন	-	আখ+সয়াবিন ৭১৮৮৩+৩৮১২৫	-	১১০০০৮	২০০%
৫৯	আখ+চিনাবাদাম	-	আখ+চিনাবাদাম ৭১৮৮৩+৪৪১১৭	-	১১৬০০০	২০০%

ক্রম.	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৬০	মাল্টা - হলুদ	মাল্টা ৬২৬৬৬	--	হলুদ ১৩২২৮৮	১৯৪৯৫৪	২০০%
৬১	সফেদা - হলুদ	সফেদা ৫৫৯২৬	--	হলুদ ১৩২২৮৮	১৮৮২১৪	২০০%
৬২	আমড়া - হলুদ	আমড়া ৫৩৯২৬	--	হলুদ ১৩২২৮৮	১৮৬২১৪	২০০%
৬৩	নারিকেল - হলুদ	নারিকেল ৫৮৮৬৩	--	হলুদ ১৩২২৮৮	১৯১১৫১	২০০%
রিলে চাষ ঃ						
৬৪	রোপা আমন+সরিষা	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৩০৫	সরিষা ৩৮২৪২	-	৮৬৫৪৭	২০০%
৬৫	রোপা আমন+খেসারী	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৩০৫	খেসারী ২৯৭২০	-	৭৮০২৫	২০০%
৬৬	রোপা আমন+মসুর	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৩০৫	মসুর ৩১৬৬১	-	৭৯৯৬৬	২০০%
অন্যান্য ফসল						
৬৭	রোপা আমন (উফশী)-পেঁয়াজ বীজ-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ৫৮৮০৪	পেঁয়াজ বীজ ১২৯৮৬৯	মুগ ৩০৩৬৩	২১৯০৩৬	৩০০%
৬৮	পুঁইশাক-স্ট্রবেরী-ঢেঁড়স	পুঁইশাক ৩৮২২৪	স্ট্রবেরী ১৯৭১০১	ঢেঁড়স ৩৫৮৪৬	২৭১১৭১	৩০০%
৬৯	কমলা লেবু-০-০	কমলালেবু ৮০৩১৬	--	--	৮০৩১৬	১০০%
৭০	আগর-০-০	আগর ৯২০২১	--	--	৯২০২১	১০০%
৭১	মৌচাষ	--	মৌচাষ ২৪৮০০০	--	২৪৮০০০	১০০%
৭২	ওয়েলপাম	ওয়েলপাম ৭৪৩২৫	--	--	৭৪৩২৫	১০০%
৭৩	জারবেরা ফুল	--	জারবেরা ফুল ২১৪৮৯০৮	--	২১৪৮৯০৮	১০০%
৭৪	গোলাপ ফুল	--	গোলাপ ফুল ৭৫২৮৪৯	--	৭৫২৮৪৯	১০০%
৭৫	গ্লাডিওলাস ফুল	--	গ্লাডিওলাস ফুল ৪৯৮৫২৭	--	৪৯৮৫২৭	১০০%

ক্রম.	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৭৬	রজনীগন্ধা ফুল	--	রজনীগন্ধা ফুল ২৭৫৪৬৬	--	২৭৫৪৬৬	১০০%
৭৭	গাঁদা ফুল	--	গাঁদা ফুল ১৯৫৯১৪	--	১৯৫৯১৪	১০০%
৭৮	মাশরুম বীজ উৎপাদন	মাশরুম বীজ উৎপাদন ১৩৯৪০০০	--	--	১৩৯৪০০ ০	১০০%
৭৯	মাশরুম উৎপাদন	মাশরুম উৎপাদন ৪৫৮৫০০	--	--	৪৫৮৫০০	১০০%
৮০	ড্রাগন ফল	--	--	ড্রাগন ফল ৪০৪৬২১	৪০৪৬২১	১০০%
৮১	ঘৃতকুমারী	--	--	ঘৃতকুমারী ৯৮৫১৯	৯৮৫১৯	১০০%
৮২	চা ফসল	--	--	চা ফসল ২৯৩৭১৪	২৯৩৭১৪	১০০%
৮৩	কাজুবাদাম	--	--	কাজুবাদাম ৮১১৫০	৮১১৫০	১০০%

পরিশিষ্ট -জ: ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ১৪৩০-১৪৩১ বাং/২০২৩-২০২৪ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/ হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	রগিং/ পাতলাকরণ/ প্রুনিং খরচ	ড্রাইং/গ্রেডিং/ক্লিনিং/ পরিবহন ইত্যাদি খরচ	বীজ শোধন খরচ	বীজ সংরক্ষণ খরচ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
দানা শস্য (উফশী)														
১	রোপা আমন(উফশী)	৬৩১৪	৮৮০	১৭৬০	০	১১০০	৪৫০০	৩৬০০০	৮২৫০	৪৫০০	৭৩৬০	১০০০	৪৮০০	৭৬৪৬৪
২	বোরো (উফশী)	৬৬৩৫	৯৭৫	৯৫০০	০	২০০০	৬০০০	৪৮০০০	৮০০০	৪৫০০	৭৩৬০	১০০০	৪৮০০	৯৮৭৭০
৩	গম (সেচসহ)	৮০৯৫	৩৪৮০	৩০০০	০	৯০০	৪৫০০	৩০০০০	৮০০০	৩০০	৭৩৬০	১০০০	৪৮০০	৭১৪৩৫
অর্থকরী ফসল(উফশী)														
৪	পাট	৩৪৩২	৩৮৫	০	০	১১০০	৪৬০০	৩০০০০	৮২৫০	৪৫০০	৭৫০০	২০০	৭৫০	৬০৭১৭
মসলা জাতীয় ফসল (উফশী)														
৫	মরিচ	১০০০৫	২৭৫	২৭৫	০	৮৮০	৫৪০০	৩০০০০	৮২৫০	৩৭৫০	৫৭৫	১০০	৩৭৫	৬১৩৭০
৬	পেঁয়াজ (বাল্ব)	৯৯০০	১৯৮০০	১৯৮০০	০	৩৯৬০	৬৫০০	৩৫৫০০	১৬৫০০	৩৭৫০	১৬১৫০	২৫৫০	১২৭৫০	১৩০৬৬০
৭	রসুন	১০৩৭০	২৭৫০০	২৭৫০০	০	৭৭০	৫৪০০	১৫০০০	৮৮০০	৩৭৫০	৯৮৮০	১৫৬০	৭৮০০	৯৩৫৯০
৮	পেঁয়াজ (প্রকৃত বীজ)	১০৩১৯	৫৫০০০	৫৫০০০	০	৩৮৫০	৩৬০০	৪৫০০০	৮৮০০	৩৭৫০	১৩৮০	১৮০	৯০০	১৩৬০৭৯
শাক সবজি (উফশী)														
৯	সীম	৮২৬২	৭৭০	১৭৬০	১৪০০০	৮৮০	৩৬০০	২৪০০০	৮২৫০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	৬৫০৭২
১০	লাল শাক	৭৯২০	৪৪০	১১০০	০	৪৪০	৩৬০০	১২০০০	৬৬০০	১৫০০	৪৬০	৬০	৩০০	৩৪৪২০
১১	পালং শাক	৭৫৩৭	২২০	১১০০	০	৪৪০	৩৬০০	১২০০০	৭৭০০	১৫০০	১৩৮০	১৮০	৯০০	৩৬৫৫৭
১২	কলমী শাক	৮৭৪৯	২২০	১১০০	০	৪৪০	৩৬০০	১২০০০	৭১৫০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	৩৬৮০৯
১৩	লাউ	৯৩৫০	২২০	১১০০	২০০০০	৪৪০	৩৬০০	১২০০০	৮২৫০	০	৯২০	১২০	২০০	৫৬২০০
১৪	মুলা	১০১৭০	২৭০	১৬৫০	০	৮৮০	৩৬০০	১২০০০	৮২৫০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	৪০৩৭০
১৫	বরবটি	৮১৩৮	১৫৪০	৮৮০	৬০০০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	৭৫০০	১৩৮০	১৮০	৯০০	৫৪১৩৮
১৬	বেগুন	৯৬০২	১৬৫	২৭৫০	০	১৯৮০	৩৬০০	১৫০০০	৮৮০০	১৫০০	২৩০	৩০	১৫০	৪৩৮০৭
১৭	উচ্ছে	৮৬৪৪	১২১০	৩৩০০	১৪০০০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	১৫০০	৪৬০	৬০	৩০০	৫৭০৯৪
১৮	ঢেঁড়স	৯১৩৬	৩৩০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৮২৫০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	৩৯৩৯৬
১৯	পুঁই	৮২৯৪	৫৫০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	১৫০০	৬৯০	৯০	৪৫০	৪০৯৫৪
২০	ডাটা	৮৬৫৩	১৬৫	১১০০	০	৫৫০	৩৬০০	১৫০০০	৮২৫০	১৫০০	৪৬০	৬০	৩০০	৩৯৬৩৮

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)												
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/ হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	রগিং/ পাতলাকরন/ প্রুনিং খরচ	ড্রাইং/গ্রেডিং/ক্লিনিং/ পরিবহন ইত্যাদি খরচ	বীজ শোধন খরচ	বীজ সংরক্ষণ খরচ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
কন্দাল ফসল(উফশী)														
২১	আলু (উফশী)	১০১০৯	৩৩০০০	২৭৫০	০	৩৯৬০	৩৩০০	২১০০০	৮২৫০	৩৭৫০	৩০০০০	৪৮০০	২৪০০০	১৪৪৯১৯
তৈল জাতীয় ঃ														
২২	সরিষা (উফশী)	৯৮০৮	২৬৪	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৭৭০০	৩০০০	২০২৪	২৬৪	১৩২০	৪৪৮৫০
২৩	সয়াবিন (রবি)	৯০৩০	৩৫২০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৭৭০০	৩০০০	৩২২০	৪২০	২১০০	৪৭১২০
২৪	চিনাবাদাম (রবি)	২৭৬৭	৩৫২০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	২৪০০০	৭৭০০	৩০০০	১৮৪০	২৪০	১২০০	৫০৩৯৭
২৫	সূর্যমুখী	৯৬৯০	৪৪০	১৭৬০	০	৭৭০	৩৬০০	৯০০০	৮২৫০	৩০০০	২৯৯০	৩৯০	১৯৫০	৪১৮৪০
ডাল জাতীয়														
২৬	মুগডাল (খরিপ-১)	১৭৫৩	৯৯০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৭১৫০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	৩৬৬৫৩
২৭	মুগডাল (রবি)	১৭৫৩	৯৯০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৭১৫০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	৩৬৬৫৩
২৮	মাসকলাই(খরিপ)	৭৪৯	১৩২০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৭১৫০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	৩২৯৭৯
২৯	ছোলা	১৮১৬	১৬৫০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১২০০০	৭১৫০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	৩৭৯৫১
৩০	মসুর	২৩৯১	১৬৫০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৭১৫০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	৩৭৯৫১
৩১	খেসারী	৭৮০	১৩২০	১১০০	০	৭৭০	৩৬০০	১৫০০০	৭১৫০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	৩৬০১০

বিঃদ্রঃ পাট, মরিচ, পেঁয়াজ (প্রকৃত বীজ), শাক সবজি ও সূর্যমুখী ফসলের জন্য সর্বোচ্চ-১ একর এবং আলু ফসলের জন্য সর্বোচ্চ-২.৫ একর এবং অন্যান্য ফসলের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ একর পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট -ঝ: ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচিঃ১৪৩০-১৪৩১বাং/২০২৩-২০২৪ইং

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা	ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা (বীজ উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্য)
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল		
১	২	৩	৪	৫	৬
দানা শস্য ঃ					
১	রোপা আমন (উফশী)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৭ আষাঢ়-১৬ শ্রাবণ ১ জুলাই-৩১ জুলাই	১৭ পৌষ (পরের বছর) ৩১ ডিসেম্বর (পরের বছর)
২	বোরো (উফশী/হাইব্রিড)	১ কার্তিক-১ চৈত্র ১৫ অক্টোবর-১৫ মার্চ	১৭ বৈশাখ-১৫ আষাঢ় ১ মে-৩০ জুন	১৭ অগ্রহায়ণ-১৬ পৌষ ১ ডিসেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
৩	গম (সেচসহ)	১৭ কার্তিক-১ পৌষ ১ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ-১৭ ফাল্গুন ৩১ জানুয়ারী- ১ মার্চ	১৬ আশ্বিন-১৫ কার্তিক ১ অক্টোবর-৩১ অক্টোবর	১৭ চৈত্র (পরের বছর) ৩১ মার্চ (পরের বছর)
অর্থকরী ফসল ঃ					
৪	পাট	৩ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারী-৩০ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	১ চৈত্র-১ বৈশাখ ১৫ মার্চ-১৫ এপ্রিল	১৫ আশ্বিন (পরের বছর) ৩০ সেপ্টেম্বর (পরের বছর)
মসলা জাতীয় ফসলঃ					
৫	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
৬	পেঁয়াজ (বাল্ব)	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
৭	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৭ চৈত্র (পরের বছর) ৩১ মার্চ (পরের বছর)
৮	পেঁয়াজ (প্রকৃত বীজ)	অক্টোবর-নভেম্বর	মার্চ-এপ্রিল	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
শাক সবজি ঃ					
৯	সীম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট- ৩০ আগস্ট	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
১০	লালশাক	২ মাঘ-৩০ ভাদ্র ১৫ জানুয়ারী- ১৫ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৭ শ্রাবণ- ১৫ভাদ্র ১আগস্ট-৩০আগস্ট	১৭ বৈশাখ (পরের বছর) ৩০ এপ্রিল (পরের বছর)
১১	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ জানুয়ারী-৩১ ডিসেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র ১ নভেম্বর -৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন ১ সেপ্টেম্বর-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ বৈশাখ (পরের বছর) ৩০ এপ্রিল (পরের বছর)
১২	কলমি শাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৭ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
১৩	লাউ	৩০ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৭ চৈত্র ১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন ১ সেপ্টেম্বর-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ (পরের বছর) ৩১ ডিসেম্বর (পরের বছর)
১৪	মুলা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৭ শ্রাবণ- ১৫ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৭ পৌষ (পরের বছর) ৩১ ডিসেম্বর (পরের বছর)
১৫	বরবটি	২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ চৈত্র-৩০ ভাদ্র ১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	১ চৈত্র- ৩০ চৈত্র ১৫ মার্চ-১৫ এপ্রিল (পরের বছর)	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা	ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা (বীজ উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্য)
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল		
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬	ঢেঁড়স	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
১৭	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
১৮	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
১৯	পুঁই	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৭ কার্তিক-১৬ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
২০	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
কন্দাল ফসল ঃ					
২১	আলু (উফশী)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৭ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
তৈল জাতীয় ঃ					
২২	সরিষা (উফশী)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
২৩	সয়াবিন (রবি)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	-
২৪	চিনাবাদাম (রবি)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
২৫	সূর্যমুখী (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন ১ সেপ্টেম্বর-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ বৈশাখ (পরের বছর) ৩০ এপ্রিল (পরের বছর)
ডাল জাতীয় ঃ					
২৬	মুগডাল (খরিপ-১)	১৭ ফাল্গুন-১ বৈশাখ ১ মার্চ-১৫ এপ্রিল	২৯ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ১৩ মে-১ জুলাই	১৭ অগ্রহায়ণ-১৬ পৌষ ১ ডিসেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ (পরের বছর) ৩১ জানুয়ারী (পরের বছর)
২৭	মুগডাল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৮ মাঘ (পরের বছর) ৩১ জানুয়ারী (পরের বছর)
২৮	মাসকলাই (খরিপ)	৩১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ মে-১৪ জুলাই	৩০ শ্রাবণ-২৯ আশ্বিন ১৫ আগস্ট-১৫ অক্টোবর	১ বৈশাখ-১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ এপ্রিল-১৫ মে	১৮ মাঘ (পরের বছর) ৩১ জানুয়ারী (পরের বছর)
২৯	ছোলা	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১ কার্তিক- ৩০ কার্তিক ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
৩০	মসুর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৪ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	১ আশ্বিন-৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর -১৪ অক্টোবর	১ আশ্বিন- ৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর-১৪ অক্টোবর
৩১	খেসারী	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	১ আশ্বিন-৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর -১৪ অক্টোবর	১ আশ্বিন- ৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর-১৪ অক্টোবর

পরিশিষ্ট -ঞঃ নেপিয়ার ঘাস উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার

১। **জমির প্রকৃতি ও চাষঃ** বেলে দোঁ-আশ মাটিতে ভাল চাষ করা যায়। উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এমন জমি নির্বাচন করে (১ বছর পর্যন্ত) ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। এক একর জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষের (১ বছর পর্যন্ত) জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	**টাকা**
জমি লিজ	৪৫,০০০/-
জমি তৈরী (চাষ উপযোগী প্রতি একর জমিতে ট্রাক্টর, শ্রমিক ইত্যাদি) বাবদ খরচ	২০,০০০/-
প্রতি একর জমিতে জৈব সার (১০০-১২০ মণ) বাবদ খরচ	১২,০০০/-
রাসায়নিক সারঃ (ইউরিয়া সার ১২০ কেজি, টি.এস.পি সার ৮০ কেজি, এমওপি সার ৪০ কেজি হিসেবে) বাবদ খরচ	৬,২০০/-
৩০ দিন পর ইউরিয়া সার প্রয়োগ (একরে ৪০ কেজি হিসেবে) খরচ	১০৮০/-
১ম কাটিং এর পর জমি তৈরী বাবদ খরচ	৬,২০০/-
২য় কাটিং এর পর জমি তৈরী বাবদ খরচ	৬,২০০/-
যন্ত্রপাতি ক্রয় (কোদাল, কাস্তে, নিড়ানি, হুজপাইপ ইত্যাদি) বাবদ খরচ	৭,০০০/-
নেপিয়ার কাটিং/মুথা (প্রতি শতাংশে ১৩০ টি হিসেবে মোট-১৩,০০০ কাটিং এবং প্রতি কাটিং ২৫ পয়সা হিসেবে) আনুমানিক খরচ	৫,০০০/-
পানি সেচ বাবদ খরচ	২৪,০০০/-
পরিবহন খরচ	১২,০০০/-
ঘাস কাটিং শ্রমিক খরচ বাবদ	৩০,০০০/-
মোট খরচ = (এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শত আশি টাকা) মাত্র।	**১,৭৪,৬৮০/-**

৩। এক একর জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষের জন্য অনধিক **১,৭৪,৬৮০/- (এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শত আশি টাকা)** টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ এক একর জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষ করার জন্য খামারী জমি লিজ নিতে পারবেন এবং ঘাস চাষ বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট -ট: এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের মাসিক বিবরণী

ব্যাংকের নাম

...........................সালের..........................মাসের প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	এজেন্ট বুথ	কৃষক/গ্রাহকের নাম	ঋণের খাত	ঋণের পরিমাণ	ঋণ বিতরণের তারিখ	ঋণের মেয়াদ	সুদ হার + সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ)	আদায়ের পরিমাণ	বাৎসরিক/ কিস্তি (সংখ্যা)

পরিশিষ্ট- ঠ/১: ব্রয়লার মুরগি (মাংস উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ নিয়মাচার

১। ১ (এক) দিন বয়সের ব্রয়লার বাচ্চা ক্রয় করে পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ১০০০ টি ব্রয়লার মুরগি পালনের (৪৫ দিন পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	**টাকা**
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লীজকৃত
ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন)	৭,০০,০০০/-
বাচ্চা ক্রয় বাবদ	৫৫,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	১,৯০,০০০/-
খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র ক্রয় বাবদ	২২,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	৫,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ (প্রতি মাসে)	২৫,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (প্রতি মাসে)	১৫,০০০/-
অন্যান্য খরচ	২০,০০০/-
মোট ((দশ লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)	**১০,৩২,০০০/-**

৩। ১০০০ টি ব্রয়লার মুরগি পালনের জন্য অনধিক **১০,৩২,০০০/- (দশ লক্ষ বত্রিশ হাজার)** টাকা উক্ত স্কিমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ১০০০ টি ব্রয়লার মুরগির খামার (নতুন) তৈরিতে ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, ১০০০ এর অধিক পরিমাণে ব্রয়লার মুরগির খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ব্রয়লার মুরগি উৎপাদনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এর চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-ঠ/২: লেয়ার মুরগি (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ নিয়মাচার (খাঁচা পদ্ধতিতে)

১। ১ (এক) দিন বয়সের লেয়ার বাচ্চা ক্রয় করে পালনপূর্বক ডিম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০ টি লেয়ার মুরগি পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	**টাকা**
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/ লীজকৃত
ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন)	৭,০০,০০০/-
খাঁচা ক্রয় বাবদ	২,২০,০০০/-
বাচ্চা ক্রয় বাবদ	৬৫,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	৭,৫০,০০০/-
খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র ক্রয় বাবদ	৩০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	১০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ (৬ মাসের জন্য)	৫০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (৬ মাসের জন্য)	৯০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৫০,০০০/-
মোট (উনিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র)	**১৯,৬৫,০০০/-**

৩। ১০০০ টি লেয়ার মুরগি পালনের জন্য অনধিক **১৯,৬৫,০০০/- (উনিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার)** টাকা উক্ত স্কিমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ১০০০ টি লেয়ার মুরগির খামার (নতুন) তৈরিতে ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, ১০০০ এর অধিক পরিমাণে লেয়ার মুরগির খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে লেয়ার মুরগি উৎপাদনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট- ঠ/৩: ১০০০টি তিতির পালনের (মেঝে পদ্ধতিতে) জন্য ঋণ নিয়মাচার

০১। ০১(এক) দিন বয়সের বাচ্চা ক্রয় এবং পালন করে ডিম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
০২। ১০০০ টি লেয়ার তিতির পালনের (০৬ মাস পর্যন্ত) উদ্দেশ্যে ব্যয় প্রাক্কলনঃ-

খরচের বিবরণী	টাকার পরিমাণ
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/ লীজকৃত
ঘর তৈরী বাবদ ব্যয় (এককালীন)-টিনশেড পাকা ফ্লোর	৭,০০,০০০/-
লিটার (তুষ) ও চুন ক্রয় বাবদ ব্যয়	২৫,০০০/-
বাচ্চা ক্রয় বাবদ ব্যয়	১,০০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ ব্যয়-০৬ মাসের জন্য	৬,৫০,০০০/-
খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র ক্রয় বাবদ ব্যয়	৩০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	২০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ (০৬ মাসের জন্য)	৩০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ খরচ	১,২০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৩০,০০০/-
মোট (সতের লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)	**১৭, ০৫,০০০/-**

৩। ১০০০ টি লেয়ার তিতির পালনের জন্য অনধিক **১৭,০৫,০০০/-(সতের লক্ষ পাঁচ হাজার)** টাকা উক্ত স্কিমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ১০০০টি লেয়ার তিতির খামার (নতুন) তৈরীতে ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে ১০০০ টির অধিক পরিমাণ লেয়ার তিতির পালন খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে লেয়ার তিতির পালন খামার সৃজনের জন্য অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচ্য নয়।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংকের শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন। প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষিত তথ্যাদি সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-ঠ/৪: ১০০০টি সোনালি মুরগি পালনের জন্য ঋণ নিয়মাচার

১। ১ (এক) দিন বয়সের সোনালি বাচ্চা ক্রয় করে পালনপূর্বক ডিম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০ টি সোনালি মুরগি পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	**টাকা**
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/ লীজকৃত
১ দিনের সোনালি মুরগির বাচ্চা ক্রয় বাবদ (পরিবহনসহ)	১,৮৫,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	৭,২০,০০০/-
খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ	৩০,০০০/-
ঔষধ, ভ্যাকসিন ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	১০,০০০/-
বিদ্যুৎ খরচ	৫০,০০০/-
কর্মচারী/ শ্রমিক বাবদ	৯০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	২৫,০০০/-
ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন)	৭,০০,০০০/-
সর্বমোট খরচ (আঠার লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)	**১৮,১০,০০০/-**

৩। সোনালি মুরগি পালনে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সেড নির্মাণ থাকতে হবে।

৪। ১০০০টি সোনালি মুরগি পালনের জন্য অনধিক **১৮,১০,০০০/- (আঠার লক্ষ দশ হাজার)** টাকা উক্ত স্কিমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৫। ১০০০টির অধিক সোনালি মুরগি পালনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৬। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৭। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-ঠ/৫: ১০০০টি টার্কি পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার

১। ১ (এক) দিন বয়সের টার্কির বাচ্চা ক্রয় করে পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০ টি টার্কি পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	**টাকা**
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/ লীজকৃত
১ দিনের বাচ্চা ক্রয় বাবদ (পরিবহনসহ)	৩,০০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	২,৭০,০০০/-
খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ	৪০,০০০/-
ঔষধ, ভ্যাকসিন ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	৫,০০০/-
বিদ্যুৎ খরচ	৪০,০০০/-
কর্মচারী/ শ্রমিক বাবদ	৬০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৩৫,০০০/-
মোট খরচ	**৭,৫০,০০০/-**
ঘর তৈরী বাবদ (প্রতিটি টার্কির প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ ৪ বর্গফুট হিসেবে ১০০০ টির জন্য প্রয়োজন ৪,০০০ বর্গফুট) প্রতি বর্গফুটের ব্যয় ৪০০.০০ টাকা ধরে।	১৬,০০,০০০/-
সর্বমোট খরচ (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)	**২৩,৫০,০০০/-**

৩। টার্কি পালনে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সেড নির্মাণ থাকতে হবে।

৪। ১০০০ টি টার্কি পালনের জন্য অনধিক **২৩,৫০,০০০/-** (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা উক্ত স্কিমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এর চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-ঠ/৬: ১০০০টি হাঁস (মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার

১। একদিন বয়সের টার্কির বাচ্চা ক্রয় করে পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০টি হাঁস পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	**টাকা**
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/ লীজকৃত
ঘর তৈরী বাবদ	৯,০০,০০০/-
বাচ্চা ক্রয় বাবদ	২৫,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	৩০০,০০০/-
খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ	২৫,০০০/-
ঔষধ, ভ্যাকসিন ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	৫,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ বাবদ (৬ মাসের জন্য)	৭০,০০০/-
কর্মচারী/ শ্রমিক বাবদ (৬ মাসের জন্য)	৬০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৪০,০০০/-
সর্বমোট খরচ (চৌদ্দ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	**১৪,২৫,০০০/-**

৩। হাঁস পালনে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সেড নির্মাণ থাকতে হবে।

৪। ১০০০ টি হাঁস পালনের জন্য অনধিক **১৪,২৫,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ পঁচিশ হাজার**) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এর চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট- ঠ/৭: ৫০টি ভেড়া পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)

১। ৫-১২ মাস বয়সের ভেড়া ক্রয় করে পালনপূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ৫০টি ভেড়া পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	**টাকা**
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/ লীজকৃত
ঘর তৈরী বাবদ এককালীন (ছন ও বাঁশের দ্বারা তৈরী)	১,২০,০০০/-
৫০টি ভেড়ার মূল্য (৫-১২ মাস বয়সের প্রতিটি ৬,৫০০/- হিসেবে)	৩,২৫,০০০/-
পরিবহন খরচ	১৫,০০০/-
খাবার পাত্র ও পানির পাত্র	২৫,০০০/-
শ্রমিক খরচ	৯০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	২০,০০০/-
দানাদার খাদ্য/ কাঁচা ঘাস ক্রয় বাবদ	২,৮০,০০০/-
মোট খরচ (আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা মাত্র।	**৮,৭৫,০০০/-**

৩। ৫০ টি ভেড়া পালনের জন্য অনধিক **৮,৭৫,০০০/- (আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার**) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ৫০টি ভেড়ার খামার (নতুন ঘর) তৈরীতে ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ৫০ টির অধিক পরিমান ভেড়ার খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ভেড়ার উৎপাদন এর অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-ঠ/৮: ৫০টি ছাগল পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)

১। ১২-১৫ মাস বয়সের ছাগল ক্রয় করে পালনপূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ৫০টি ছাগল পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	**টাকা**
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/ লীজকৃত
ঘর তৈরী বাবদ এককালীন	১,২০,০০০/-
৫০টি ছাগলের মূল্য (১২-১৫ মাস বয়সের প্রতিটি ৭,৫০০/- হিসেবে)	৩,৭৫,০০০/-
ছাগলের পরিবহন খরচ	১৫,০০০/-
খাবার পাত্র ও পানির পাত্র	৩৫,০০০/-
শ্রমিক খরচ	৯০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	২০,০০০/-
দানাদার খাদ্য/ কাঁচা ঘাস ক্রয় বাবদ	৩,২০,০০০/-
মোট খরচ (নয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা মাত্র।	**৯,৭৫,০০০/-**

৩। ৫০ টি ছাগল পালনের জন্য অনধিক **৯,৭৫,০০০/- (নয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার)** টাকা উক্ত স্কিমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ৫০টি ছাগল এর খামার তৈরীতে ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ৫০ টির অধিক পরিমাণ ছাগলের খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ছাগল উৎপাদন এর অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট- ঠ/৯: ২০টি গরু মোটাতাজাকরণের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)

১। দেড় থেকে দুই (১.৫-২.০) বছর বয়সের ষাড় বাছুর ক্রয় করে পালনপূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ২০টি গরু মোটাতাজাকরণ (মাংস উৎপাদন) এর (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

	খরচের বিবরণী	**টাকা**
১	প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/ লীজকৃত
২	ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) ৮০ বর্গ মিটার প্রতি বর্গমিটার ৪০০০/- হিসেবে	৩,২০,০০০/-
৩	২০টি ষাড় বাছুর মূল্য (১.৫-২.০ বছরের প্রতিটি ৮০,০০০/- হারে)।	১৬,০০,০০০/-
৪	যন্ত্রপাতি (চপার মেশিন, ফিড মিক্সার মেশিন)	১,৯২,০০০/-
৫	পরিবহন খরচ, খাদ্যের পাত্র ইত্যাদি	৪৫,০০০/-
৬	খাদ্য খরচ (প্রতিটি গরু ১৩০/- টাকা হারে ১৮০ দিনের জন্য)	৪,৬৮,০০০/-
৭	শ্রমিক খরচ	১,২০,০০০/-
৮	ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা	১০,০০০/-
৯	বিদ্যুৎ, জ্বালানী	৪০,০০০/-
	মোট খরচ (সাতাশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা মাত্র	**২৭,৯৫,০০০/-**

৩। ২০ টি গরু মোটাতাজাকরণ (মাংস উৎপাদন) এর জন্য অনধিক **২৭,৯৫,০০০/-** (**সাতাশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার**) টাকা উক্ত স্কিমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি গরু মোটাতাজাকরণ (মাংস উৎপাদন) খামার এর জন্য খামারীর নিজস্ব জমি থাকতে হবে এবং ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ এর অধিক পরিমাণ গরু মোটাতাজাকরণ খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে গরু মোটাতাজাকরণ খামার উৎপাদনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-ঠ/১০: ২০টি গাভী লালন পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার(৩ বছরের জন্য)

১। প্রথম বাচ্চা দানের দুধালো গাভী (২-২.৫ বছর) বয়সের গাভী পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ২০টি গাভী পালনের (৩ বছর পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	**টাকা**
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/ লীজকৃত
ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) ৮০ বর্গ মিটার প্রতি বর্গমিটার ৪০০০/- হিসেবে	৩,২০,০০০/-
১০টি ১ম বাচ্চা দানের দুধালো গাভী প্রতিটি ১,৫০,০০০/- হিসাবে + ১০টি ১-১.৫ বছরের বকনা প্রতিটি ১,০০,০০০/- হিসেবে।	২৫,০০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ খরচ প্রতিদিন ২৫০/- হিসাবে ৩ বছর)	৫৪,৭৫,০০০/-
যন্ত্রপাতি (চপার, মিল্কিং মেশিন, মিল্ক ক্যান, হুজ পাইপ, পাম্প ইত্যাদি)	৪,০০,০০০/-
টিকা, ঔষধ, ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা বাবদ খরচ	২০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ	৮০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (জনপ্রতি মাসিক ১৫,০০০/- হিসেবে)	৫,৪০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৭০,০০০/-
মোট খরচ (চুরানব্বই লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র।	**৯৪,০৫,০০০/-**

৩। ২০ টি গাভী পালনের জন্য অনধিক **৯৪,০৫,০০০/-(চুরানব্বই লক্ষ পাঁচ হাজার**) টাকা উক্ত স্কিমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি গাভীর ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) নতুন তৈরীতে খামারীর নিজস্ব জমি থাকতে হবে এবং ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ এর অধিক পরিমাণ ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) এর অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-ঠ/১১: ২০টি গয়াল পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)

০১। ১.০-১.৫ বছর বয়সের ষাড় গয়াল ক্রয় এবং পালন করে মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
০২। ২০টি গয়াল মোটাতাজাকরণের (০৬ মাস পর্যন্ত) উদ্দেশ্যে ব্যয় প্রাক্কলনঃ-

খরচের বিবরণী	**টাকা**
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/ লীজকৃত
ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) -১২০ বর্গমিটার, প্রতি বর্গমিটার ৪০০০/- হিসেবে	৪,৮০,০০০/-
২০টি ষাড় গয়াল (১.০-১.৫ বছর বয়সের প্রতিটি ১,২০,০০০/- হারে)	২৪,০০,০০০/-
খাদ্য (প্রতিটির জন্য দৈনিক ১৫০/- হারে) ১৮০ দিনের জন্য ব্যয়	৫,৪০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	২০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ (০৬ মাসের জন্য)	২০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ খরচ	১,২০,০০০/-
পরিবহন, খাদ্য পাত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খরচ	৫০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	২০,০০০/-
মোট খরচ (ছত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)	**৩৬,৫০,০০০/-**

৩। ২০টি গয়াল পালনের জন্য অনধিক **৩৬,৫০,০০০/-** (**ছত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার**) টাকা উক্ত স্কিমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি গয়ালের খামার (নতুন) তৈরীতে ঘর তৈরী বাবদ(এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ টির অধিক পরিমাণ গয়াল পালন খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে গয়াল পালন খামার সৃজনের জন্য অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনে নারী, প্রান্তিক খামারী ও পার্বত্য অধিবাসীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংকের শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন। প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষিত তথ্যাদি সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট- ঠ/১২: ৫০টি গাড়ল পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)

১। ৫-১২ মাস বয়সের গাড়ল ক্রয় করে পালনপূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ৫০টি গাড়ল পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	**টাকা**
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/ লীজকৃত
ঘর তৈরী বাবদ এককালীন (ছন ও বাঁশের দ্বারা তৈরী)	১,৩০,০০০/-
৫০টি গাড়লের মূল্য (৫-১২ মাস বয়সের প্রতিটি ৬,৫০০/- হিসেবে)	৩,২৫,০০০/-
গাড়লের পরিবহন খরচ	২৫,০০০/-
খাবার পাত্র ও পানির পাত্র	৪০,০০০/-
শ্রমিক খরচ (৬ মাস)	৯০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	২০,০০০/-
দানাদার খাদ্য/ কাঁচা ঘাস ক্রয় বাবদ	৩,০০,০০০/-
মোট খরচ (নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র।	**৯,৩০,০০০/-**

৩। ৫০ টি গাড়ল পালনের জন্য অনধিক **৯,৩০,০০০/- (নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার)** টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ৫০টি গাড়লের খামার তৈরীতে ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ৫০ টির অধিক পরিমাণ ভেড়ার খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে গাড়লের উৎপাদন এর অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট- ঠ/১৩: ২০টি মহিষ লালন পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৩ বছরের জন্য)

১। ১ম বাচ্চা দানের দুধালো (২-২.৫ বছর) বয়সের গাভী মহিষ পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ২০টি মহিষ পালনের (৩ বছর পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	**টাকা**
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/ লীজকৃত
ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) ৮০ বর্গমিটার প্রতি বর্গমিটার ৪০০০/- হিসেবে	৩,২০,০০০/-
১০টি ১ম বাচ্চা দানের দুধালো মহিষ প্রতিটি ১,২০,০০০/- হিসাবে + ১-১.৫ বছরের ১০টি বকনা মহিষ প্রতিটি ৮০,০০০/- হিসেবে	২০,০০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ খরচ (প্রতিটি মহিষ প্রতিদিন ১৮০/- হিসাবে ৩ বছর)	৩৯,৪২,০০০/-
যন্ত্রপাতি (চপার, মিল্কিং মেশিন, মিল্ক ক্যান, হুজ পাইপ, পাম্প ইত্যাদি)	৫,০০,০০০/-
টিকা, ঔষধ, ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা বাবদ খরচ	২,০০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ	৮০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (জনপ্রতি মাসিক ১০,০০০/- হিসেবে)	১০,৮০,০০০/-
পরিবহন খরচ	৯০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৫০,০০০/-
মোট খরচ (বিরাশি লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা মাত্র।	**৮২,৬২,০০০/-**

৩। ২০ টি মহিষ পালনের জন্য অনধিক **৮২,৬২,০০০/- (বিরাশি লক্ষ বাষট্টি হাজার)** টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি মহিষের ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) নতুন তৈরীতে খামারীর নিজস্ব জমি থাকতে হবে এবং ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ এর অধিক পরিমাণ ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) এর অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট- ড/১: মৎস্য উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচারঃ ১৪৩০-১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২০২৩-২০২৪ খ্রি.

ক্রমিক নং	চাষ প্রযুক্তির নাম	খাতওয়ারী একর প্রতি উৎপাদন খরচ												একর প্রতি ঋণের পরিমান	মন্তব্য
		উৎপাদন পঞ্জিকা	পুকুর সংস্কার	পুকুর লীজ/ভাড়া	মাছের পোনা	সার (জৈব/অজৈব)	সম্পূরক খাবার	ঔষধ/ রাসায়নিক	শ্রমিক মজুরী	বিদ্যুৎ খরচ	বিবিধ ব্যয়	মাছ আহরণ ও বিক্রয়	একর প্রতি মোট খরচ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	কার্প মিশ্র চাষ	১২ মাস	১৯৮০০	৩৮৫০০	৫০৬০০	২৭৫০	৩৭৯৮৩০	১২৬৫০	১৫১৮০০	৪৫৫৪	১২৬৫০	১০১২০	৬৮৩২৫৪	৬৮৩২৫৪	চাষ পদ্ধতি বিশেষত মজুদ ঘনত্ব ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন খরচ পরিবর্তিত হতে পারে।
২	কার্প ও গলদা মিশ্র চাষ	১২ মাস	২১৭৮০	৩৮৫০০	৬৮২০০	৩৫২০	৩৯৬০৬৬	১৫১৮০	১৫১৮০০	৪৫৫৪	১৩২০০	১০১২০	৭২২৯২০	৭২২৯২০	
৩	মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৯৮০০	১৯৮০০	৪৭৩০০	৩৫২০	৬২১৫০০	১২৬৫০	৫৯৪০০	২২০০	১০১২০	১০১২০	৮০৬৪১০	৮০৬৪১০	
৪	পাঙ্গাস চাষ	১২ মাস	১৯৮০০	৩৮৫০০	৪৫৬৫০	২৭৫০	১২৪৮৫০০	১২৬৫০	১১৫৫০০	৪৫৫৪	১০১২০	২৫৩০০	১৫২৩৩২৪	১৫২৩৩২৪	
৫	কৈ চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৯৮০০	১৯৮০০	৬৩২৫০	২৭৫০	৫০৬০০০	১২৬৫০	৬১৬০০	১৮৯৮	১৫১৮০	১৮৯৭৫	৭২১৯০৩	৭২১৯০৩	
৬	শিং চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৯৮০০	১৯৮০০	৭৫৯০০	২৭৫০	৩৪১০০০	১২৬৫০	৬১৬০০	২২০০	১২৬৫০	১৮৯৭৫	৫৬৭৩২৫	৫৬৭৩২৫	
৭	মাগুর চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৯৮০০	১৯৮০০	৬৩২৫০	২৭৫০	৩২৪৫০০	১২৬৫০	৬১৬০০	২২৭৭	১২৬৫০	১৮৯৭৫	৫৩৮২৫২	৫৩৮২৫২	
৮	গুলশা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৯৮০০	১৯৮০০	৮৮০০০	২৭৫০	২৭৫০০০	১২৬৫০	৭৫৯০০	২২৭৭	১২৬৫০	১২৬৫০	৫২১৪৭৭	৫২১৪৭৭	
৯	পাবদা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৯৮০০	১৯৮০০	৮৮০০০	২৭৫০	২৮৩৮০০	১২৬৫০	৭৫৯০০	২২৭৭	১২৬৫০	১২৬৫০	৫৩০২৭৭	৫৩০২৭৭	
১০	খাঁচায় মাছের চাষ	৭ থেকে ৮ মাস	২২০০০০ (১০টি খাঁচা স্থাপন)		৪৮৪০০	০	৫৪৫৬০০	০	১৬৫০০	০	৫৫০০	০	৮৩৬০০০	৮৩৬০০০	
১১	পেন পদ্ধতিতে মাছের চাষ	৬ থেকে ১২ মাস	১১৫০০০ (১ একরে পেন স্থাপন)	১২৬৫০	১২৬৫০০	০	৬৩২৫০	৬৩২৫	০	০	১১৫০০ (শ্রমিক মজুরীসহ)	১২৬৫০	৩৪৭৮৭৫	৩৪৭৮৭৫	

পরিশিষ্ট-ড/২: বাগদা চাষ এবং গলদা চাষ এর উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচার

ক্রমিক নং	চাষ প্রযুক্তি	উৎপাদন পঞ্জিকা	পুকুর পুনঃখনন ও সংস্কার	পুকুর লীজ/ ভাড়া	যন্ত্রপাতি/ পানির পাম্প	জীবাণুনাশক (চুন/ ব্লিচিং)	মাছের পোনা বা চিংড়ি পিএল	সার (জৈব/ অজৈব)	সম্পূরক খাদ্য	ঔষধ/ রাসায়নিক/ প্রোবায়োটিক	শ্রমিক/ ব্যবস্থাপক মজুরী	বিদ্যুৎ/ জ্বালানি খরচ	বিবিধ ব্যয়	মাছ আহরণ পরিবহণ ও বিক্রয়	একর প্রতি মোট খরচ	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
১	বাগদা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১২৬৫০০	২২০০০	১১০০০০	১৬৫০০	৩৯৬০০	১৬৫০০	৮২৫০০	২২০০০	৪৪০০০	১১০০০	২২০০০	১১০০০	৫২৩৬০০	৫২৩৬০০	চাষ পদ্ধতি বিশেষত মজুদ ঘনত্ব ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন খরচ পরিবর্তিত হতে পারে।
২	বাগদা চাষ (ক্লাষ্টার ফার্মিং)	৪ থেকে ৫ মাস	১২৬৫০০	২২০০০	১৯২৫০	১৬৫০০	৩৯৬০০	১৬৫০০	৮২৫০০	১৬৫০০	১৬৫০০	১১০০০	২২০০০	১১০০০	৩৯৪৩৫০	৩৯৪৩৫০	
৩	গলদা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১২৬৫০০	২২০০০	১১০০০০	১১০০০	৩৮৫০০	-	৬৬০০০	১৩২০০	২৭৫০০	১১০০০	১১০০০	১১০০০	৪৪৭৭০০	৪৪৭৭০০	

পরিশিষ্ট-ঢ: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচারঃ ১৪৩০-১৪৩১ বাং/২০২৩-২০২৪ইং

ক্রমিক	ফসলের নাম	সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি/ বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	বেড তৈরীর শ্রমিক বাবদ	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে পরিচর্যার জন্য শ্রমিক বাবদ	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সীম	-	৭৭০	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪২৩৭০	২৪২৩৭০
২	লাল শাক	-	৫৫০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮১৫০	২২৮১৫০
৩	পালং শাক	-	২২০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৮২০	২২৭৮২০
৪	কলমী শাক	-	২২০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৮২০	২২৭৮২০
৫	লাউ	-	২২০	-	২০০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪৭৮২০	২৪৭৮২০
৬	ফুলকপি	-	৯৯০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮৫৯০	২২৮৫৯০
৭	বাধাকপি	-	৯৯০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮৫৯০	২২৮৫৯০
৮	বরবটি	-	১৫৪০	-	৬০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৩৫১৪০	২৩৫১৪০
৯	বেগুন	-	১৬৫	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৭৬৫	২২৭৭৬৫
১০	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	-	১৬৫	-	৬০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৩৩৭৬৫	২৩৩৭৬৫
১১	টমেটো (রবি)	-	১৬৫	-	৬০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৩৩৭৬৫	২৩৩৭৬৫
১২	শশা	-	১৬৫	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪১৭৬৫	২৪১৭৬৫
১৩	উচ্ছে/করল্লা	-	১২১০	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪২৮১০	২৪২৮১০
১৪	ঢেঁড়স	-	৩৩০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৯৩০	২২৭৯৩০
১৫	মিষ্টিকুমড়া	-	১৫৪	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৭৫৪	২২৭৭৫৪
১৬	ঝিংগা	-	১৫৪	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪১৭৫৪	২৪১৭৫৪
১৭	চিচিঙ্গা	-	১১০	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪১৭১০	২৪১৭১০
১৮	পুঁইশাক	-	৫৫০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮১৫০	২২৮১৫০
১৯	ডাটা	-	১৬৫	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৭৬৫	২২৭৭৬৫
২০	ক্যাপসিকাম	-	১৩২০০	-	৬০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪৬৮০০	২৪৬৮০০
২১	ব্রোকলি	-	১৯৮০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৯৫৮০	২২৯৫৮০

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	বেড তৈরীর শ্রমিক বাবদ	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে পরিচর্যার জন্য শ্রমিক বাবদ	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**	**১২**
২২	মরিচ	-	২৭৫	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৮৭৫	২২৭৮৭৫
২৩	পেঁয়াজ	-	১৯৮০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪৭৪০০	২৪৭৪০০
২৪	হলুদ	-	৯৩৫০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	৩২১১০০	৩২১১০০
২৫	পেঁয়াজ (বীজ উৎপাদন)	-	৫৫০০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৮২৬০০	২৮২৬০০

পরিশিষ্ট-ণ: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের পঞ্জিকা ১৪৩০-১৪৩১বাং/২০২৩-২০২৪ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
শাক সবজি ঃ				
১	সীম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	৩০ জুন
২	লালশাক	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র	১৫ আশ্বিন
		১৫ জানুয়ারী-৩১ ডিসেম্বর	১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	৩০ সেপ্টেম্বর
৪	কলমি শাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৫ শ্রাবণ
		১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩১ জুলাই
৫	লাউ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৬	ফুলকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	৩০ জুন
৭	বাঁধাকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	৩০ জুন
৮	বরবটি	২ মাঘ-২৯ ফাল্গুন	৩০ চৈত্র-৩১ ভাদ্র	৩০ কার্তিক
		১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	১৫ নভেম্বর
৯	ঢেঁড়স	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১০	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১১	টমেটো	৩১ শ্রাবণ -১৭ পৌষ	১৭ আশ্বিন-১৭ চৈত্র	১৪ আশ্বিন
		১৫ আগস্ট-৩১ ডিসেম্বর	১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	৩০ এপ্রিল
১২	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
১৩	শশা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
১৪	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
১৫	মিষ্টি কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১৬	করল্লা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
১৭	কাকরোল	১৭ ফাল্গুন-১৭ চৈত্র	১৬ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ়	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ মার্চ-৩১ মার্চ	৩১ মে-৩০ জুন	৩০ নভেম্বর
১৮	ঝিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
১৯	চিচিঙ্গা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
২০	পুঁই	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
২১	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ মাস
২২	ব্রোকলি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	৩০ জুন
মসলা জাতীয় ফসলঃ				
২৩	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
২৪	পেঁয়াজ	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ	১৮ চৈত্র-১৬ জৈষ্ঠ	১৫ শ্রাবণ
		১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩১ জুলাই
২৫	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ	১৮ চৈত্র-১৬ জৈষ্ঠ	১৫ শ্রাবণ
		১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩১ জুলাই (পরের বছর)
২৬	হলুদ	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ	১৭ অগ্রহায়ণ-১৭ মাঘ	১৫ আষাঢ়
		১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারী	৩০ জুন
২৭	পেঁয়াজ (বীজ উৎপাদন)	অক্টোবর-নভেম্বর	মার্চ-এপ্রিল	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস

পরিশিষ্ট-ত: ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কোনো একক গ্রাহককে ১.০০ (এক) কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব (অর্থবছর ভিত্তিক) কৃষি ও পল্লী ঋণের বিবরণী

২০২...- ২০২... অর্থবছরে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কোনো একক গ্রাহককে ১.০০ (এক) কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব অংকের বিতরণকৃত (অর্থবছর ভিত্তিক) কৃষি ও পল্লী ঋণের বিবরণী:

ব্যাংকের নাম:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং :	ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	**ঋণ মঞ্জুরীপত্র সংশ্লিষ্ট তথ্য**						**ঋণ হিসাব বিবরণী অনুযায়ী তথ্য**		ঋণ অধিগ্রহণকৃত কি না? হ্যাঁ/না [হ্যাঁ, হলে অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট (পূর্বের ব্যাংকের ঋণ মঞ্জুরীপত্র ও পূর্ণাঙ্গ ঋণ হিসাব বিবরণী) সরবরাহ করতে হবে]	ঋণটি একাধিক অর্থবছরে আংশিক প্রদর্শিত হলে এসিএস-২ তে প্রদর্শনকৃত মাসের নাম ও টাকার পরিমাণ			
		ইস্যুর তারিখ/ নবায়ন তারিখ	ঋণের খাত	ঋণের ধরণ [সিসি (হাইপো), ওভারড্রাফট/রিভলভিং টাইম লোন/ টাইম লোন ইত্যাদি]	ঋণের মেয়াদ (গ্রেস পিরিয়ড উল্লেখসহ, যদি থাকে)	সুদ হার	মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ/ ঋণসীমা	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (টাইম লোন)/সর্বোচ্চ স্থিতির পরিমাণ [সিসি(হাইপো), ওভারড্রাফট/রিভলভিং টাইম লোন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে]	বিতরণের তারিখ / সর্বোচ্চ স্থিতির তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		সর্বশেষ সমাপ্ত অর্থবছর		পূর্ববর্তী অর্থবছর	
											মাসের নাম	টাকা	মাসের নাম	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

*মঞ্জুরীপত্র অনুযায়ী কোনো একক গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ/ঋণসীমা ১(এক) কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব হলেই তা বৃহদাংকের ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে;

** কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে কেবল এসিএস-২ তে রিপোর্টকৃত ঋণ সমূহের মধ্যে একক গ্রাহককে প্রদত্ত বৃহদাংকের ঋণের তথ্যই বর্ণিত বিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে;

*** তথ্য প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আই.ডি উল্লেখ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় দলিলাদির তালিকা:

১। গ্রাহক কর্তৃক যথাযথভাবে গৃহীত ঋণ মঞ্জুরীপত্র;

২। সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব বিবরণী;

৩। গ্রাহক কর্তৃক ঋণের অর্থে সম্পাদিত কাজ ও এর সদ্ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণী (গ্রাহক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত);

৪ । এসিএস-২ তে রিপোর্টকালীন মঞ্জুরীকৃত ঋণসীমা অথবা প্রকৃত বিতরণকে বিতরণকৃত ঋণ হিসেবে রিপোর্ট করা হয়েছে সে বিষয়ের তথ্য।